ওঁ

শ্রীবাহেগুরু অঞ্জলি

দীনা বালিকা প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

১০ই চৈত্র
শুভ শ্রীরাম নবমী তিথি
সন ১৩৪০

মূল্য একটাকা

পোঃ বিষ্ণুপুর জেলা বাঁকুড়া
তুড়কি হরি তপোবন আশ্রম হইতে
ওঁ শ্রীশ্রীহরিভজন স্বামীজীর অনুমতি অনুসারে
শ্রীশিবশম্ভু গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—
শাখা আশ্রম ১১নং হাজরা রোড
মনোহর পুকুর
কালীঘাট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

পরম পরাৎপর, পরমারাধ্য, পরমপূজনীয়, প্রাতঃস্মরণীয়,
শ্রদ্ধাস্পদ, মুক্তাত্মা, মহাযোগী,

ওঁ শ্রীশ্রীহরি ভজন স্বামীজীর
শ্রীশ্রীচরণ কমলে
দীনের সভক্তি
অঞ্জলি অর্পিত
হইল।



সূচী পত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রথম খণ্ড

ওঁ

শ্রীবাহেগুরু অঞ্জলি

প্রথম খণ্ড

অর্ঘ্যাবলী

ওঁ শ্রীবাহেগুরু নাম সত্য

পুষ্পাঞ্জলি ওঁ শ্রীবাহেগুরু চরণে

জানিনা কি আছে মোর জানিনা কি নাই।
পূজিব কি দিয়া তাই ভাবিয়া না পাই॥
একমাত্র জানি দেব ঐ রাঙ্গা চরণ।
অচল অটল ভাবে থাকে যেন মন॥
তুমি শিব তুমি শক্তি তুমি সারাৎসার।
তুমি বিশ্ববীজ তুমি মোক্ষ মূলাধার॥
তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ তুমি বেদসার।
সর্ব্বব্যাপী হও তুমি তুমিই ওঁকার॥
তুমি সীতা তুমি রাম তুমি যোগসার:
ব্রহ্মজ্যোতী রূপী তুমি—তুমিই সাকার॥
তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম তুমি তত্ত্বসার।
অনন্ত মহিমা তব করুণা অপার॥
তুমি তন্ত্র তুমি মন্ত্র তুমি ভক্তিসার।
দেবের দেবতা তুমি সর্ব্বস্ব আমার॥
বিশ্বনাথ নাম ধরি আছ সর্ব্ব ঠাঁই।
পূজিব কি দিয়া বল তোমারে সুধাই?

ত্রিতাপ জ্বালায় চিত দহে পলে পলে।
মাথাটী লুটায়ে দাও চরণ কমলে॥
দুটী হাত জোড় করি করিগো প্রণতি।
রাঙ্গা পদে দাও নাথ অচলা ভকতি॥
হৃদি-উদ্যান হতে পুষ্প চয়ন করি।
শ্রীচরণে দিনু তাই অঞ্জলি ভরি॥
লহ প্রভু লহ দেব লহ কৃপা করি।
কেঁদে কেঁদে বলি আমি বাহেগুরু হরি।
প্রাণের এ পুষ্পাঞ্জলি দেয় দীন জনে।
পাগলিনী বলে দেব ঠেল না চরণে॥

বন্দনা

তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভং সর্ব্বলঙ্কার ভূষিতং
হিরণ্ময়-দ্যুতি বপু কোটী আদিত্য সমপ্রভং
রক্ত কমলো-প্রবেশোনং রত্নকিরিট ধারিণং
চতুর্ভূজং ত্রিনয়নং পীতাম্বর পরিবেষ্টিতং
দক্ষিণ পানৌ অভয়ং শুভ্র-স্ফটিক-মাল্য ধৃতং
সব্যেচ নীল কমলং বরদানেচ-ত্বরান্বিতং
তুলসী-পুষ্পমাল্য-শোভিতং-মনিরাজ ভূ
প্রহসিত বদন দেবং রূপে ত্রৈলোক্য মোহন
অলিকুল গুঞ্জিতং চরণকমলং-সুমঙ্গলং
শান্তং শুদ্ধং সত্য-সনাতনং বরদং বরেণ্যং
বিধি-বিষ্ণু-শিব স্তুতং সর্ব্বদেব নমস্কৃত্যং
সিদ্ধ চারণাদি সেবিতং গন্ধর্ব্বাদি বন্দিতং
ত্বং নমামি দেবদেব সর্ব্বলোক প্রপূজিতং
বন্দেহং জগন্নাথং ওঁ **সৎনাম শ্রীশ্রীবাহে গুরু।**

প্রণাম

রক্তবর্ণ প্রদীপ্ত সূর্য্য মণ্ডলাভা সহস্রদল পদ্ম, তাহার অভ্যন্তরে বিদ্যুতাভা স্বর্ণবর্ণ ত্রিকোণমণ্ডল, এবং সেই ত্রিকোণ মণ্ডলে শতচন্দ্রমা জ্যোতিশালী উজ্জ্বল শুক্লবর্ণ ওঁকার। ঐ ওঁকার বেষ্টিত হইয়া যিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, কোটী সূর্য্যসম দীপ্তিশালী, অথচ স্নিগ্ধ মনোরম হইয়া প্রকাশমান। যিনি চতুর্ভূজ পীতাম্বরধারী, সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কারে বিভূষিত। যাঁহার অঙ্গদ্যুতি জাতীচম্পকতুল্য স্বর্ণবর্ণ চরণযুগল অতসী-পুষ্প তুল্য রক্তিমবরণ, পদ্মকোরকতুল্য সুকোমল, এবং মণিময় নূপুর দ্বারা গুঞ্জিত। যাঁহার চরণ-কমলের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া যোগীগণ ভ্রমররূপ ধারণ করিয়া বিমলরূপ সুধা পান করিতেছেন। এবং হরি-নাম রূপ গুঞ্জনধ্বণি দ্বারা ঐ চরণেই পুনঃ পুনঃ আকৃষ্ট ও মাতোয়ারা হইতেছেন। যিনি মস্তকে সুন্দর চাচর কেশজাল, ময়ূরপাখা শোভিত দীপ্তিশালী রত্নকিরিট, শ্রবণযুগলে মণিময় কুণ্ডল, বক্ষে ত্রিলোক-দূর্লভ রত্নরাজ কৌস্তভ ধারণ করিয়া লোচনের সমস্ত প্রীতিকর পদার্থ হইতে অধিক প্রীতিপদ হইতেছেন। যাঁহার নেত্রযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় লোহিতবর্ণ, এবং বামনেত্রটী ঈষৎ বঙ্কিম, তদ্দারা জীবের চিত্ত আপনাতে আকর্ষিত করিতেছেন। যিনি সুন্দর শোভন ললাটদেশে জ্ঞাননেত্র মৃগমেদাঙ্কিত চন্দনতিলক ও গলদেশে তুলসী বনফুলমাল্যে সুশোভিত। যিনি ক্রমান্বয়ে দক্ষিণভূজে অভয়দাতা এবং মন্ত্র বিভূতিময় দ্বাদশ-মহা-বীজাক্ষররূপে দ্বাদশ স্ফটিকমাল্যধারী। বামভূজে বিশ্বশ্রী সন্ধাপিনী নীলকমলধারী ও বরদাতা। যাঁহার দন্তপাতিসকল কুন্দপুষ্পের ন্যায় অমল ধবল ও মুক্তাফলের ন্যায় উজ্জ্বল। যিনি সর্ব্বজন বিমুগ্ধকারী

মনোহর মুখকমলে চিত্তাকর্ষক মৃদুমধুর হাস্য করিয়া ত্রিলোক মোহিত করিতেছেন। যিনি নিখিল বিশ্বচরাচর কর্ত্তৃক বন্দনীয়, নমস্য ও পূজনীয়, সর্ব্বলোকই যাঁহার চরণ-কমলে নতশির, আমি সেই সমস্ত জীবের একমাত্র মুক্তিদাতা—ওঁশ্রীশ্রীবাহেগুরুদেবকে প্রণাম করিতেছি। যিনি যোগীগণের অগম্য হইয়াও ভক্তের সদা দর্শনীয়, যিনি ভক্তসহিত সর্ব্বদা অভিন্ন হইয়া একত্রেই বিরাজমান। যিনি নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতি স্বরূপ হইয়াও ভক্তের বাঞ্ছারূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ ও ভক্তকে নিজ কৃপারূপ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিয়া ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু নাম সার্থক করিয়াছেন আমি সেই সমস্ত জীবের একমাত্র মুক্তিদাতা ওঁশ্রীশ্রীবাহেগুরুদেবকে প্রণাম করিতেছি। যিনি প্রাতঃকালে অশোকপুষ্প তুল্য রক্তবর্ণ, মধ্যাহ্নে চম্পক পুষ্পতুল্য স্বর্ণবর্ণ, সন্ধ্যাকালে চন্দ্রালোকের ন্যায় উজ্জ্বল শুক্লবর্ণ, বস্ত্র পরিধান করেন। যাঁহার চরণকমল ভক্তপ্রদত্ত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া শতসূর্য্যতুল্য মহিমাময়; জীব যে চরণে আশ্রয় পাইলে আর ভবযন্ত্রণা ভোগ করে না, আমি সেই সমস্ত জীবের একমাত্র মুক্তিদাতা ওঁশ্রীশ্রীবাহেগুরুদেবকে প্রণাম করিতেছি। যাঁহার করুণা কটাক্ষ স্থির, ধীর, প্রশান্ত কোমল ও করুণ, যিনি জীবের দুঃখে দুঃখীত হইয়া মুক্তাধারার ন্যায় নেত্রধারা অবিরল মোচন করিতেছেন, যিনি শরনাগত পালন কৃপালু ও অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, যাঁহার শ্রীচরণ রেণু মস্তকে ধারণ করিতে ব্রহ্মাদি দেবগণ, এমন কি দেবাদিদেব মহাদেবও সদা ব্যগ্র; আমি সেই সমস্ত জীবের একমাত্র মুক্তিদাতা ওঁশ্রীশ্রীবাহেগুরুদেবকে প্রণাম করিতেছি। যিনি সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র সৃষ্টি, স্থিতি, পালন ও সংহার কর্ত্তা যাঁহার মা—য়া অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির বিকাশে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছে, আবার যাঁহার মা—য়া অর্থাৎ ইচ্ছার নিবৃত্তি হইলে এই নিখিল বিশ্বচরাচরই যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে। আমি সেই সমস্ত

জীবের একমাত্র মুক্তিদাতা ওঁশ্রীবাহেগুরুদেবকে প্রণাম করিতেছি। যাঁহার করুণাকটাক্ষ ভিন্ন এই বিষম মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইতে জীবের আর অন্য কোনও উপায় নাই, সকল শক্তি, সকল সাধনাই, যাঁহার মায়ার নিকট পরাভূত, একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই জীব মায়াজাল ছিন্ন করিয়া পরমাগতি লাভ করে আমি সেই সমস্ত জীবের একমাত্র মুক্তিদাতা ওঁশ্রীবাহেগুরুদেবকে প্রণাম করিতেছি। হে দেব, হে নাথ, হে কৃপালো, হে ভক্তবৎসল, হে কল্পতরু, তুমি তোমার ঐ বিশ্ববাঞ্ছিত রাঙ্গাচরণকমল আমার শিয়রে প্রদান কর। যদিও এই নশ্বর পঞ্চ-ভূতাত্মক দেহ পঞ্চভূতেই মিশিবে, তবুও আমার দেহের প্রতি অস্থি মেদ মজ্জা শিরা প্রতি রক্তবিন্দুতেও যেন তোমারি নাম জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকে। আমার মায়া নাট্টশালে যখন যবনিকা পড়িবে ; যখন দেব সর্ব্বভূক বৈশ্বানর কালচক্রে এই দেহ গ্রাস করিয়া ধ্বংস করিবেন, তখন চিতানলেও যেন তোমারি নাম ঝলকিত হয়। আমার দেহ ধ্বংস হইয়া যখন অনুপরমানুতে পরিণত হইবে তখন সেই অনু পরমানুতেও যেন তোমারি ওঁশ্রীবাহেগুরু নাম প্রকাশ পায়! হে অচিন্ত ভবভয়ে ভীত হইয়া তোমায় যুক্তকরে প্রণাম করিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া আমার এই প্রণাম গ্রহণ কর, আমায় এ বিষম মায়াপাশ হইতে মুক্ত করিয়া পরিত্রাণ কর।

মঙ্গল-আরতি

(১)

তোমারি মঙ্গল আরতি তরে
হৃদয় স্বর্ণ প্রদীপ জ্বলিল
উজল করিয়া চরণ তব
মম অজ্ঞান তিমির নাশিল
তোমারি মঙ্গল আরতি তরে
হৃদয়ে স্বর্ণ প্রদীপ জ্বলিল

(২)

স্তব্ধ করিয়া সকল ভূবন
তব নাম মহৎ শঙ্খ বাজিল
সে রবে মুগধ বিশ্ব
ত্রিলোকও-জয়-জয়-করিল—
তোমারি মঙ্গল আরতি তরে
হৃদয় স্বর্ণ প্রদীপ জ্বলিল

(৩)

অবশ করিয়া শিথিল তনু
পুলক শ্বেত "চামর" ঢুলিল

শিহরি কাঁপিল দশ ইন্দ্রিয়
পরাণ লাজে চমকি উঠিল
তোমারি মঙ্গল আরতি তরে
হৃদয় স্বর্ণ প্রদীপ জ্বলিল

(৪)

নির্ম্মল করিয়া চিত্ত "মুকুর"
তব চরণ পরশ করিল
আমার সাধের আমি—যে "পুষ্প"
ঐ শ্রীচরণে অর্পিত হইল
তোমারি মঙ্গল আরতি তরে
হৃদয় স্বর্ণ প্রদীপ জ্বলিল

ওঁ শ্রীবাহে গুরু

সুবিমল রূপের ছটায় বিশ্ব বিমোহিত করিয়া কে দেব তুমি? তোমার রূপের মোহন শোভায় ত্রিলোক মুগ্ধ বিস্মিত। পরম সংযত যোগীগণও, তোমার রূপে বিমোহিত; ত্রিলোকজয়ী মদনও তোমার রূপে মোহিত, বাহ্যজ্ঞান শূন্য। কে তুমি মদন মোহন? তুমি মস্তকে অতুলনীয় সম্পদ ধর্ম্মরূপী রত্ন কিরিট, বক্ষে প্রেমরূপী, ভূষণরাজ কৌস্তভ, হস্তে বরাভয়রূপী হস্ত কঙ্কণ, শ্রবণে কর্ম্ম ও শক্তিরূপী, মণিময় কুণ্ডল, গলদেশে ভক্তিরূপী তুলসী, প্রীতিরূপী অম্লান পারিজাত মাল্য, ললাটে জ্ঞানরূপী ত্রিনেত্র, পুণ্যরূপী শ্বেতচন্দন, শ্রীঅঙ্গে মায়ারূপী, পীতাম্বর, কমল চরণে অষ্টসিদ্ধিরূপী নূপুর, সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম রূপী মহান ভূষণ ধারণ করিয়া, বিশ্বচক্ষে বিশ্বরাজ রূপে প্রতীয়মান। কে তুমি মহান্? তুমি সম্পদ রূপিনী শ্রীবহন করিয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যমান ও সর্ব্ব সর্ব্বসম্পদবান, তুমি জ্ঞানরূপিনী শ্রীবহন করিয়া মায়াতীত, মহাজ্ঞানী, তুমি ভক্তিরূপীনী শ্রীবহন করিয়া সর্ব্বজীবে সমদর্শী, তুমি প্রেমরূপিনী শ্রীবহন করিয়া সর্ব্বজীবে আত্মদর্শী ও প্রেমময়, তুমি শক্তিরূপিনী শ্রীবহন করিয়া সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বশক্তিমান, তুমি তেজোরূপিনী শ্রীবহন করিয়া সর্ব্বজীবের আধার স্বরূপ মহান তেজময়, তুমি বীর্য্যরূপিনী শ্রীবহন করিয়া অপরাজিত বীর্য্যবান, তুমি বলরূপিনী শ্রীবহন করিয়া অপ্রমেয়, বলশালী, তুমি যশরূপিনী শ্রীবহন করিয়া বিমল যশভাগী, এবং জীবের কর্ম্মানুসারে ফলভোগ, কারক, তুমি হ্রী রূপিনী শ্রীবহন করিয়া জীবের সন্তাপ দুঃখ ও ভক্তের সর্ব্বস্ব হরণকারী, তুমি ধ্রী রূপিনী শ্রীবহন করিয়া জীবের ধ্যান, ধ্যেয় ও ধারণা, স্বরূপ, তুমি

মেধা রূপিনী শ্রীবহন করিয়া জীবের বোধশক্তি দাতা, তুমি কান্তি-রূপিনী শ্রী বহন করিয়া জীবের লাবণ্যরূপী, তুমি পুষ্টিরূপনী শ্রী বহন করিয়া সর্ব্বজীবের একমাত্র পরিপোষক ও প্রতিপালক, তুমি তুষ্টি রূপিনী শ্রীবহন করিয়া জীবের সর্ব্বসন্তোষ সাধক, তুমি দ্যুতি রূপিনী শ্রীবহন করিয়া সর্ব্বজীবের অগম্য মহান, বরীয়ান, অথচ সর্ব্বদর্শী, তুমি আশা রূপনী শ্রীবহন করিয়া জীবের উৎসাহ প্রদায়ক, তুমি ক্ষান্তিরূপিনী শ্রীবহন করিয়া পরম দয়ালু, পতিতপাবন ও ক্ষমাময়, তুমি লজ্জারূপিনী শ্রী বহন করিয়া জীবের সর্ব্বদেহে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজমান, তুমি শান্তিরূপিনী শ্রীবহন করিয়া জীবের অন্তরে পূর্ণ আনন্দ স্বরূপ, তুমি তৃপ্তিরূপিনী শ্রীবহন করিয়া কামনা হীন, নিষ্কাম, তুমি ক্ষুধা রূপিনী শ্রীবহন করিয়া জীবের নিয়তি অনুসারে মহাকালরূপে ধ্বংসকারী, তুমি ক্রিয়া রূপিনী শ্রীবহন করিয়া যাদুকরের ন্যায় বিশ্বক্রীড়াকারক, তুমি মা—য়া অর্থাৎ ইচ্ছারূপিনী শ্রীবহন করিয়া সমস্ত জীবকে আবদ্ধ ও মোহিত করিয়া রাখিয়াছ। হে দেব, হে মায়াময়, তুমি চিন্ময়ী রূপিনী পরমা আছা বিশ্বশ্রী-হ্লাদিনী শক্তিকে বহন করিয়া, **শ্রীবাহে** এবং সর্ব্বজীবের অহংরূপে তমঃ নিজকৃপারূপে আলোক দানে দূর করিয়া; তাহাদের মায়ার কবল হইতে মুক্ত ও পরিত্রানে, গুরু - শব্দে অভিহিত হইয়া বিশ্ববাসীর নিকট **শ্রীবাহে গুরু** নাম গ্রহণ ও সার্থক করিতেছে। হে বিশ্বনাথ তুমি প্রজাপতি বিরিঞ্চি, ত্রিলোক পালন মহাবিষ্ণু সর্ব্বসংহারী মহাকাল কর্তৃক বন্দনীয় ও নমস্ত। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, পিশাচ, তাল, বেতাল, সিদ্ধ, চারণ, মুনি, ঋষি, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গ্রহ, উপগ্রহ, নদ, নদী, সমুদ্র, গিরি, নির্ঝর বন, উপত্যকা, দিক, স্থাবর, জঙ্গম, চেতন, জড়, সমস্ত নিখিল বিশ্ব চরাচরই যখন তোমার চরণ কমলে নতশির; তখন সামান্য ক্ষুদ্র কীটানু কীট দীন বালিকা

আমি,—তোমার রূপ তোমার ঐশ্বর্য্য কিরূপে বর্ণনা করিব প্রভু? তুমি আমার বর্ণনাতীত; তোমার রূপে আমিও মদনের ন্যায় মোহিত বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছি। হে অনাথ নাথ, আমি আমার এই ত্রিতাপ দগ্ধ মস্তকটী তোঁমার অভয় চরণ কমলে লুটাইয়া দিলাম; হে শরণাগত পালন, তুমি আমার কর্ম্মানুসারে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় সেইরূপ গতি প্রাপ্ত করাইও, কিন্তু হে অচ্যুত; আমায় কখনই তোমার চরণ চ্যুত করনা। হে নলিন নেত্র আমি ঐশ্বর্য্য প্রার্থী নহি। দেবতা বাঞ্ছিত অমরাও আমার প্রার্থনীয় নহে। আমার অমরা আমার প্রার্থিত তোমার অভয় চরণ। দয়াময় আমি মুক্তিকামীও নহি, আমার গতি তুমি—আমার মুক্তি, তোমারি ঐ কমল চরণ।

পূজা

হৃদয় নাথ এস হে ধীরে ধীরে,
মম অন্তরে-অন্তরে—
বস এ গোপন হৃদয় মন্দিরে,
পূজিব নতশিরে-শিরে ॥
দশটী দুয়ার করিব অজপে বন্ধ,
আবেশে তনু নিস্পন্দ।
তুমি আর আমি রহিব সেথা,
পুলক দীপ জ্বালিয়ে ॥
তব নাম শঙ্খ বাজিবে সুস্বরে,
মঙ্গল জয় ঘোষিয়ে।
সে আরাব শুনিয়ে চঞ্চল চিত্ত,
রহিবে শান্ত হইয়ে ॥
মন শ্বেত কমল অঞ্জলি দিব,
রক্ত চরণ কমলে।
নয়ন ভরিয়ে হেরিব তোমায়,
ভক্তি চামর ঢুলায়ে ॥
সৎ-সত্য ধূপের উঠিবে সুবাস,
মিথ্যা মারুত নাশিয়ে।
প্রেম অমিয়া পিয়াইব সাদরে,
নিষ্কাম হিয়া লইয়ে ॥

আমার ৺গঙ্গা স্নান

পাগল মনে বড়ই সাধ হইল, পতিত পাবনী ৺গঙ্গায় স্নান করিয়া আমার কলুষিত চিত্ত অপবিত্র দেহ নির্ম্মল পবিত্র করিব; তাই ওঁ গঙ্গা নাম করিতে করিতে জাহ্নবীর বিমল তটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেবী মকর বাহিনীর দর্শনে সকল কলুষ কালিমা দূরীভূত হইল; মনে হইল এইত সেই আমার কলনিনাদিনী, শম্ভুশিরোমালিনী, পতিত পাবনী ৺গঙ্গা; এইত সেই আমার রোগ, শোক, পাপ, তাপ, কুমতি, কলাপ, দুঃখ দারিদ্র নাশিনী, ভগবতী ৺গঙ্গা; এইত সেই আমার ভক্ত বাঞ্ছিত দায়িনী, জীব উদ্ধারকারিণী নির্ব্বানদায়িনী ৺গঙ্গা; এইত সেই আমার সর্ব্বজীবে সমভাব দায়িনী মহাশক্তিরূপিণী ত্রিভূবন জননী মন্দাকিণী ৺গঙ্গা। এইত সেই অমল ধবল মুক্তাহার নিন্দিত লহরী মালা। বিশ্বজননীর বিমল রূপ একাগ্র দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইলাম, উজ্জ্বল শুভ্র আলোক ছটায় চারিদিক আলোকিত হইল। আমার অন্তরের সকল অন্ধকার দূর করিয়া শ্বেত পদ্মপরে শ্বেতাম্বরা, রত্নকিরিট শোভিতা, চতুর্ভূজা, মালা কমণ্ডুল ধারিনী, বরাভয় দায়িনী, করুণাময়ী জননী আবির্ভূতা হইলেন। বিশ্ববিমোহিনীর ভূবনমোহিনী মূর্ত্তিদর্শন করিয়া মোহিত হইলাম। শান্ত, স্থির, করুন কোমল দৃষ্টিতে আমার প্রাণের সকল জ্বালা নিবারণ করিয়া জননী হাঁসিলেন। পাষাণ প্রাণ গলিয়া যাইল, ছুটিয়া গিয়া সেই রক্ত কমল তুল্য সুকোমল চরণ দুখানি মস্তকে লইয়া আবেগ ভরা প্রাণে ডাকিলাম মা—মা—মা। দরদর ধারে অশ্রু ধারায় জননীর চরণ স্নাত হইল। পতিত পাবনী মা আমার বড়ই আদরে এই অধম পতিতকে কোলেতুলিয়া

লইয়া স্নেহ চুম্বন দিলেন। আমার হৃদয় বীণায় পঞ্চম সুরে ৺গঙ্গা ৺গঙ্গা ৺গঙ্গা। ওঁ নাম গঙ্গা ওঁ জ্ঞান গঙ্গা ওঁ করুণা গঙ্গা ওঁ নাম গঙ্গা। ৺নাম গঙ্গা ৺নাম গঙ্গা ৺নাম গঙ্গা, ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। ব্যাকুল হইয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিলাম মা এ-কি সুর বাজিতেছে? জননী হাঁসিয়া কহিলেন বাছা সুর ঠিকই বাজিয়াছে; মনে করিয়া দেখ আমার উৎপত্তি কিসে? নাম ব্রহ্মময়ী আমি, নামেই আমার উৎপত্তি, নামেই আমার চৈতন্য শক্তি, নামেই আমার দেহ, নামই আমার প্রাণ, নামই আমার আত্মা; নামই আমার মূর্ত্তিস্বরূপ; নামই আমার সর্ব্বস্ব। আমায় ও নামে কোনও প্রভেদ নাই। যে জীব অবিরত নাম করে, করুণায় আমি তাহাকে কোলে করিয়া থাকি; আমার করুণা হইলে জীবের আমার জ্ঞানমূর্ত্তি দর্শন হয়; আমার জ্ঞানমূর্ত্তি দর্শন হইলে, জীবের আর আত্মপর, ভেদাভেদ, বোধ থাকে না। তাহার বিশ্বব্যাপী আত্মমূর্ত্তি দর্শন ও সর্ব্বজীবে সমভাব প্রাপ্তি ঘটে। জীবের জ্ঞান লাভে চিত্ত স্থির হইয়া আত্মদর্শন হইলে, নির্ব্বাণ দায়িনী আমি তাহাকে নির্ব্বাণ দান করি। তাই বলিতেছি বাছা সুর ঠিকই বাজিয়াছে, নাম কর হৃদয়ে অবিরত নামের ঢেউ উঠুক, নামের উজান বহুক, চিত্তসায়রে নাম লহরী মালা অবিশ্রান্ত নাচিতে থাকুক্। আমায় সর্ব্বদা পাইবে আমি তোমায় সর্ব্বক্ষণ এমনি কোলে করিয়া থাকিব। জননীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, দুবাহুতে তাঁহার গলাটী জড়াইয়া আর একবার তেমনি আবেগ ভরা প্রাণে ডাকিলাম—মা—মা - মা। একি হল? একি হলরে—কোথায় গেল আমার মূর্ত্তিমতী জননী গো—এযে দেখি ব্রহ্মদ্রবরূপিনী বারিমূর্ত্তি। প্রাণ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আশে পাশে যাহারা ছিলেন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম আমার মা কোথা গেল তোমরা বলনা গো—কেহ কেহ পাগল বলিয়া উচ্চহাস্যে হাঁসিয়া উঠিল। কেহ বলিলেন সামনেই মা রয়েচেন দেখতে পাচ্ছ না কাঁদচ

কেন? কাতর চিত্তে আকুল কণ্ঠে ডাকিলাম মা—উচ্চরবে আবার ডাকিলাম মা—মা—মা। অন্তরে প্রতিধ্বনি হইল মা—মা—মা আঁখি মুদিয়া অন্তরে দেখি মা আমায় কোনে করিয়া হাঁসিয়া বলিতেছেন কেঁদনা এই যে তোমার অন্তরে নামব্রহ্মরূপিনী আমি বিরাজ করিতেছি। তখন চঞ্চল পাগল চিত্ত স্থির করিয়া, সম্মুখের সেই পরম পবিত্র দেবাদি-দেব বাঞ্ছিত বারি মস্তকে দিলাম, পান করিলাম। আমার সকল দেহ পবিত্র সকল ইন্দ্রিয় ধন্য হইল; হৃদয় বীণার পঞ্চম স্বরে আবার বাজিল ওঁ নাম গঙ্গা ৺নাম গঙ্গা ৺নাম গঙ্গা। ওঁ হরি বোল ওঁ হরি বোল ওঁ হরি বোল। ওগো! তোমরা সকলেই আমার সহিত গঙ্গাস্নান কর না গো। মানব জনম সফল কর, পরাণ ভরে একবার শুধু বল,

ওঁ শ্রীবাহেগুরু বোল ওঁ শ্রীহরি হরি বোল।

পিরিতি করহ সার

ভক্তির অমিয়া মথিয়া মথিয়া
পেয়েছি সুধার সুধা - পি
প্রীতির সায়র তলেতে ডুবিয়া
তুলিয়া যে আনিলাম—রি
কামনা ত্যজিয়ে আপনা ভুলিয়ে
প্রেমসার লভিলাম—তি
নিষ্কাম আধারে সাধন মার্গে
হয়েছে মোর—পিরিতি

১

পিরিতি প্রদীপ জ্বালিয়ে হরষে
নতি করি বঁধুয়ায়
সারাটী তনুতে পুলক লহরী
আবেগে উথলি যায়

২

থাকিলে কামনা না হয় পিরিতি
নাহিক ইহাতে ভূল
কামনার লেশ্ থাকে না পিরিতি
পিরিতি নন্দন ফুল !

৩

পিরিতি ফুলেতে সাজাব বঁধুরে
অন্য ফুলে কিবা কাজ
পিরিতি ফুলেতে সাজালে মানাবে
বঁধু মোর বিশ্বরাজ

৪

পিরিতি আমার—সরবস ধন
পিরিতি চোক্ের তার
পিরিতি লাগিয়ে বঁধুয়া পেয়েছি
পিরিতি গলারি হার

৫

পিরিতি আমার জীবন—জীবন
পিরিতি আমার প্রাণ
পিরিতি লাগিয়ে সকল ভূলেছি
ভূলেছি কুল ও মান

৬

পিরিতি আমার সাধের তরণী
বঁধুয়া নাবিক দাড়ী
আরোহি তরণি বঁধুয়া সাথেতে
থাকি দিবস শর্ব্বরী

৭

সংসার তৃষ্ণায় পিরিতি আমার
শান্তির গঙ্গার জল
কামের ক্ষুধায় পিরিতি আমার
ত্যাগের অমৃত ফল

৮

লভিলে পিরিতি হইবে বিরতি
পঞ্চধা আরতি আর
পিরিতি রসেতে মজেছে যেজন
থাকেনা কামনা তার

৯

পরমা নিবৃত্তি পিরিতি আমার
সকল সাধন সার
পিরিতির গুণ বলিব কি সে-রে
আঁখি ভাসে বাবেবার

১০

না হলে পিরিতি পাবেনা বঁধুয়া—
পিরিতি পূজাই তাঁর
(তাই) পিরিতি সাধন পিরিতি ভজন
পিরিতি করহ সার।

আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর সকল অহঙ্কার চূর্ণ কর।

যিনি অনন্ত, অসীম, অচ্যুত ও বিশ্বরূপ, যিনি নিরাকার হইয়াও সাকার, যিনি নির্গুণ হইয়াও সকল গুণের আকর, যিনি সকল ধর্ম্মের সকল শাস্ত্রের সারভূতাত্মক, যিনি সত্য, সনাতন, অনাদি, অকৃত্রিম, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, যিনি ধন্য, বরণ্যে, পুণ্যজ্যোতিঃ স্বরূপ, যিনি সর্ব্বলোক প্রিয়তম সর্ব্বজীব নমস্য ও পরিত্রাতা আমি সেই সর্ব্বরূপী সর্ব্বাত্মা ওঁ শ্রীবাহে গুরুদেবকে প্রণাম করিতেছি। হে প্রিয়তম, হে ভবভয়হারী তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর সকল অহঙ্কার চূর্ণ কর। হে দেব হে পতিত পাবন পূণ্য স্বরূপিণী দেবী জাহ্নবী তোমার শ্রীচরণকমলোদ্ভূতা বলিয়াই ত্রিলোক মধ্যে পূজনীয়া, অমৃতময়ী ও নির্ব্বান দায়িনী। হে প্রভু তুমি আমাকে তোমার দেবাদিদেব বাঞ্ছিত রাঙ্গা চরণ কমলে স্থান দান করিয়া, আমার অপবিত্র কলুষিত চিত্ত জাহ্নবীর ন্যায় নির্ম্মল পবিত্র পুণ্যময় কর! আমি যেন ভগবতী সুরধনীর ন্যায় সর্ব্বজীবের মঙ্গলকারিনী হইতে পারি। হে দেব তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর, সকল অহঙ্কার চূর্ণ কর। হে ইন্দিবর লোচন! মূর্ত্তিমতী ভক্তিরূপিনী দেবী জনক নন্দিনী সংসারের নিষ্ঠুর পীড়নে আজীবন পীড়তা এবং রাবণ গৃহে ভীষণ পরীক্ষায় পতিত হইয়াও মূহূর্ত্তের জন্যও তোমার অমৃতময় রাম নাম কখনই বিস্মৃত হন নাই। শত ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও তিনি তোমার চরণ কমলে স্বীয় চিত্ত কমল স্থির রাখিয়া আত্মারাম, প্রাণারাম, পরম ব্রহ্মরূপী তুমি—তোমাতে নামের দ্বারা সর্ব্বদা রমন করিয়াছিলেন সে হেতু হে সত্যস্বরূপ তিনি

সতীকুল মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া পূজনীয়া। হে দয়াময় তুমি আমাকে জনম দুখিনী সীতার ন্যায় তৎপরায়না কর, আমিও যেন মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার অমৃতময় ওঁ শ্রীবাহেগুরু নাম বিস্মৃত না হই। শতদুঃখেও যেন চঞ্চল না হইয়া তোমাতেই স্থির থাকিতে পারি। হে প্রভু তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর সকল অহঙ্কার চূর্ণ কর। হে দীন বন্ধু, বালক প্রহ্লাদ পিতা কর্ত্তৃক নিষ্ঠুর পীড়নে পীড়িত বিষম লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও তথাপি তোমার পাষাণ গলান প্রাণ কাঁদান মধুর হরিনাম ও তৎপ্রতি নির্ভরতা ত্যাগ করেন নাই। সে নিমিত্ত হে ভক্তাধীন হে ভক্তরক্ষক তুমি তাহাকে জলে স্থলে অনলে অনিলে পাষাণে কালকূটে হস্তী পদতলে সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিলে। হে নলিনাক্ষ হে চম্পক বরণ, হে ভক্ত অন্তরাচারী শ্রীহরি, তুমি আমায় তোমার মধুর হরিনামে, প্রহ্লাদের ন্যায় পূর্ণ বিশ্বাস দান কর। আমিও যেন শত লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত হইয়াও তোমার নাম ও তৎপ্রতি নির্ভরতা ত্যাগ না করি। হে প্রভু তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর, সকল অহঙ্কার চূর্ণ কর। হে কিরিটী, আদ্যাশক্তি রাধিকা, পূর্ণ মহামায়া স্বরূপিণী অষ্ট মহাশক্তি ও সিদ্ধি, মহাতপঃপরায়না তৎ তন্ময়ী গোপবালাগণ, তোমাতে সর্ব্বস্ব অর্পন করেন ও তৎ তন্ময়তা প্রাপ্তি হেতু হে আনন্দ ঘনশ্যাম, হে মদনমোহন, তুমি মদনকে মোহিত বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া তাহাদের আমিত্ব তোমাতেই লয় করিয়াছিলে। হে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তুমি আমায় গোপিকার প্রীতি—তৎতন্ময়তা শ্রীরাধিকার ন্যায় সর্ব্বজীবে তোমারি শ্রীমূর্ত্তি দর্শন—পূর্ণপ্রেম প্রদান কর। আমিও যেন সর্ব্বজীবে সর্ব্ববস্তুতে তোমারি সত্তা অনুভব করি ও তোমারি শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করি। হে প্রেমের স্বরূপ হে প্রেমময় যে মহান প্রেমে তুমি এই সমস্ত সৃষ্টি বাঁধিয়াছ তোমার সেই পরম পবিত্র প্রেমের কনিকা মাত্র আমায় দান কর। হে প্রভু তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর, সকল

অহঙ্কার চূর্ণ কর। হে যোগেশ্বর—তোমারি অর্দ্ধাঙ্গ শ্রীহর—তোমারি প্রেমে বিভোল হইয়া জগতের অস্পৃশ্য দ্রব্য সকল পরম সমাদরে দেহে ধারণ তোমার সৃষ্টির কিছুই ঘৃণাই নহে এবং তোমার সর্ব্বব্যাপ্তির পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। তোমারি নামে প্রেমে পাগল সর্ব্বস্ব ত্যাগী হইয়া জগতে ত্যাগ ও আত্মসংযম শিক্ষা দিয়াছেন। হে হরার্দ্ধ হে হরপ্রিয়, হে শ্রীহরেরও আরাধ্যধন, হে আমার প্রাণ প্রিয়তম, হৃদয় বল্লভ শ্রীহরি—তুমি আমায় শ্রীহরের ন্যায় তোমার সহিত অভিন্নতা প্রদান কর। আমিও যেন যখন যে অবস্থায় থাকিনা কেন এক নিমিষের জন্য যেন তোমা হতে বিভিন্ন না হই। এবং তোমারি নামে প্রেমে পাগল হইয়া তোমাতেই বিলিন হইতে পারি। হে প্রভু তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর সকল অহঙ্কার চূর্ণ কর! হে অনাথ নাথ তুমিই মহামতি বিদুরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কাঙ্গালের ঠাকুর নামে বিদিত, তুমিই মহাবীর পবননন্দনরূপে বক্ষ বিদারণ করিয়া জগতে নামের মহিমা ও একনিষ্ঠতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ। হে গুপ্ত মহেশ্বররূপী শ্রীহরি তুমি আমায় পবন নন্দনের ন্যায় তৎপ্রতি একনিষ্ঠতা দান কর। আমিও যেন তোমার চরণ রেণু শিরে ধরিয়া তোমার নাম হৃদে রাখিয়া জগতে সকল অসাধ্য কর্ম্ম অনায়াসে সাধন করিতে ভীত বা পশ্চাৎপদ না হই। হে প্রভু তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর সকল অহঙ্কার চূর্ণ কর। হে বিশ্বরূপ তুমি ভূধরে প্রস্তরে অনলে অনিলে পবনে আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত বিরাজমান। তুমিই মহাকালরূপে মহাকালী সংযুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-পালন ও সংহার কারী। হে যোগীজীবন মহা মহেশ্বর, তুমি যখন স্রষ্টা, তখন তোমারি সৃজিত, তোমারি ঐশ্বরিক মায়ামুগ্ধ আমি! তোমার মহিমা কিরূপে জানিব প্রভু? আমার হৃদয় মন্দিরের সপ্তম মহল সমস্তই যে তোমার অধিকারে তুমি যে তথায় রাজরাজেশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠিত। হে ভক্তহৃদয় ধন, শ্রীহার, তুমি ঐশ্বর্য্যের

নহ—কাঙ্গালের—তুমি গর্ব্বের নও নম্রতার—তুমি প্রেমশূন্য কোন সাধনের নও—কিন্তু ভক্তিযুক্ত প্রেমের—তুমি আত্মাভিমানের নও দীনতার—তুমি চঞ্চলের নও স্থির ও ধীরের—তুমি আত্মাভিমানী মহাযোগীর নও কিন্তু সামান্য নগণ্য কাঙ্গাল ভক্তের-হে ভক্ত প্রাণ-রমন, হে প্রেমের ঠাকুর—প্রেমও ভক্তি ভিন্ন কেহ কখনই তোমায় পূর্ণভাবে পায়না। হে দীন শরণ! আমি বড়ই দীন কাঙ্গাল—তুমি আমায় তোমার চরণ কমলের রেনু কর; তোমার ভক্তের শ্রীচরণের ধূলি কর। আমায় বিফল করিয়া সফল কর। হে প্রভু তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর সকল অহঙ্কার চুর্ণ কর।

মম সর্ব্বস্য

রামং নবদূর্ব্বাদল-শ্যামং জীব মুক্তি দায়কং
পিঙ্গল বরনং জটাভারং শিরসি-চন্দ্রশেখরং
গজেন্দ্র-বদন সুন্দরং-মঙ্গলং, বিঘ্ন-বিনাশনং
ভুবন-মোহনং আনন্দং শ্রীবিষ্ণুং পতিত-পাবনং
প্রজাপতিং দেব-বিরিঞ্চিং ত্রৈলোক্য-সৃষ্টি কারিণং
ভৈরবং মহারুদ্রং-সর্ব্বসংহারী-তাণ্ডব রূপং
মহাতেজং মহাদ্যুতিং সপ্তাশ্ববাহনং সবিত্রম
সুশীতলং স্নিগ্ধ সমুজ্জলং ঈশান মৌলি ভূষণং
সহস্র লোচনং জিষ্ণুং শচিবল্লভ মেঘবাহনং
শুচিং সর্ব্বভূকং পবিত্রং দেবং-রুদ্র-স্বরূপং
ধর্ম্মরাজং ধর্ম্মদণ্ডং জীবকর্ম্ম গতি-বিচারকং
মহাবীরং মহাবলং সর্ব্বভূতানাং প্রাণাধারং
অম্লান-পঙ্কজ মাল্য ভূষণং রত্নেশং জলাধিপং
ত্রিবিক্রমী বিশ্ববিজয়ী-শ্রেষ্ঠং তারকারিং কৌমারং
•শ্যাম-তনুং বঙ্কিম-নয়ন সুঠাম-নন্দ-নন্দনং
তথাপি মম সর্ব্বং শ্রীবাহেগুরুং আত্মরমনং

আমার—তুমি

১ম

অন্ধকার পূতিগন্ধময় ভীষণ দুর্ভেদ্য কারাগৃহ, বাহির হইবার কোনও উপায় নাই। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, সামান্য আলোও কখনও আসে না. কি করি? কি করিয়া এই ভীষণ কারা হইতে মুক্ত হইব, কে আমায় এই কাল রাক্ষসীর ন্যায় কারা হইতে মুক্ত করিবে, আকুল হইয়া ভাবিতেছি। দর দর ধারে আঁখি ধারায় বুক ভাসিয়া যাইতেছে। কিন্তু একি? এমন সুন্দর আলো কোথা হইতে আসিল, এ আলোকে যে আমার অন্তর বাহির দুই আলোকিত হইল। এমন পুষ্প সৌরভ পূর্ণ বায়ু কোথা হইতে প্রবাহিত হইল! এমন সুধামাখা —ভয় নাই বাণী—কর্ণে কে দিল রে—এ বাণীতে আমার কর্ণ কুহর শীতল মন প্রাণ যে পূর্ণ হইয়া ভরিয়া উঠিল। ব্যাকুল হইয়া চারিদিক চাহিলাম। সম্মুখে একি গো—কে তুমি? তোমায় দেখিয়া আমি যে আপনা হারাইতেছি। তোমার ঐ পাগল করা মোহন মুরতি অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিতেছি দেখিয়াও সাধ মিটিল না আবার দেখিতেছি বাহিরে দেখিয়া পিয়াস মিটিল না ভিতরে দেখিতেছি, অন্তরে দেখিয়াও তৃপ্তি হইল না আবার বাহিরে দেখিতেছি। মনে হইতেছে এ দেখার যেন শেষ নাই, তুমি যুগ যুগান্তর ব্যাপী আবহমান কাল পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবেই আমার সম্মুখে থাক্—আর আমি এমনি তন্ময়, এমনি বিভোল, এমনি আপনহারা হইয়া তোমায় দেখিতে থাকি। তোমার এ দেখায় কতই যেন কি দেখিতেছি—কত কি যেন সব তুমি হইয়া যাইতেছে আবার কত কি সবেতে যেন তুমি মিশি-তেছ দেখিতে দেখিতে মনে হইল তুমি না সেই আমার—তুমি

যে তুমি অনেকবার আমায় এইরূপ কারা হইতে মুক্ত করিয়াছ। অনেক বার এইরূপ কারাগৃহে দশমাস দশদিন অবরুদ্ধ অবস্থায় কাঁদিতে দেখিয়া তুমিও এমনি করিয়া কাঁদিয়াছ, এমনি করিয়া আমার কাছে আসিয়া আমায় সান্ত্বনা দিয়াছ। আমি যতবারই এইরূপ দশমাস গর্ভ কারাবাস ভোগ করিয়াছ, ততবারই তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে আমায় কারামুক্ত করিলে আমি আর কখনও তোমায় ভূলিব না. কিন্তু এমনি অকৃতজ্ঞ আমি, বিপদ উদ্ধার হইলে তখন আর তোমায় মনে থাকে না, তোমারি মায়ায় আমি তোমায় ভূলিয়া যাই। তাই আজ তোমায় দেখিয়া আমার যে একে একে অনেক পুরাণ কথাই মনে পড়িতেছে—ওগো—তোমায় কি ভোলা যায়? তুমি আমায় ভুলিয়া এতদিন কোথা ছিলে? এইত সেই হারাণ **আমার**—**তুমি**: আবার মা—য়া—সব ভুলিলাম। তোমায় ভুলিলাম। কে আমি? কোথা হইতে আসিলাম? মায়া কুহকে সব ভুলিলাম। মায়া নাট্যশালে আবার অভিনয় আরম্ভ করিলাম।

২য়

বাৎসল্যের পূর্ণ মূর্ত্তি জননী অঙ্কে সুধাপান রত আমি। ত্রিদিব হতেও শ্রেষ্ঠ জননী ক্রোড়ে বসিয়া ভাবিলাম এইত সেই দেব বাঞ্ছিত অমরা বা অমরা হইতেও রমনীয় ভূমি। জগতে জননী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে বলিয়া জানিনা। মা নামটা কতই মধুর এ মা নাম প্রাণভরে ডাকিতে কত আনন্দ এ মা নাম প্রাণভরে

ডাকিলে হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়। ভাবিতে ভাবিতে জননীর কণ্ঠ দুহাতেতে বেষ্টন করিয়া আবেগভরা প্রাণে ডাকিলাম—মা—মা। একি গো—? একি দেখাইলে এ যে দেখি জননী রূপিনী সেই আমার তুমি। স্নেহের খনি পিতৃক্রোড়ে আমি। পিতার কতই স্নেহ, কতই যত্ন, কতই স্নেহ সম্বোধন, সেই স্নেহ পারাবারে ডুবিয়া মনে হইল, অতুল সমুদ্রেরও তল আছে কিন্তু এই স্নেহ সমুদ্রের আর তল নাই, এ সমুদ্র অগাধ অতল অসীম। জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা; পিতৃচরণ মাথায় লইতে গিয়া কি দেখিলাম গো? এ যে দেখি পিতৃরূপী সেই আমার তুমি। মায়া নাট্যশালে নারীর ভূমিকায় আসিলাম। আমি নারী আমি প্রকৃতি কাজেই পুরুষের সহিত মিলিত হইলাম। সখার অফুরন্ত ভালবাসা—অনন্ত আদর-সোহাগ নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক প্রণয় আমায় মোহ সায়রে ডুবাইল। সেই মোহে সব ভুলিলাম। আমার আমিত্বও ভুলিলাম। মনে করিলাম মরিরে—কি মধুর জিনিষ—জগতে সকলের তুলনা আছে কিন্তু প্রেমের আর তুলনা নাই। প্রেমে মুগ্ধ আত্মহারা আমি সখার মুখখানি দুহাতে তুলিয়া অপলক নয়নে দেখিতে লাগিলাম। সর্ব্বদেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—একি গো এ যে দেখি স্বামীরূপে ত্রিলোক স্বামী সেই আমার তুমি।

জননী রূপিনী আমি যশোদা মুর্ত্তি ধরিলাম। পুত্ররূপী গোপাল কোলে লইয়া হৃদয়ের ক্ষীর সমুদ্র পান করিতে দিলাম। বক্ষে মুখ লুকাইয়া গোপাল যখন আধ আধস্বরে ডাকিল মা—মাঁ—তখন সেই চাঁদমুখে স্নেহ চুম্বন দিতে গিয়া আবার আবার শিহরিয়া উঠিলাম একি গো? এযে দেখি গোপালরূপী সেই আমার—তুমি। আবার বিশ্বরাজত্বে পুরুষ রূপী আমি। অনন্ত শক্তিশালিনী প্রকৃতির সহিত মিশিয়া প্রিয়ার অনন্ত মায়ায় মোহিত হইলাম. এবার যে বিষম

মায়াপাশ। এ মায়াপাশে বদ্ধ আমি, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কর্ম্ম, অকর্ম্ম, ন্যায়, অন্যায়, সব বিস্মৃত হইলাম। কিসে প্রিয়ার অভিমান না আসিয়া মনতুষ্টি হয়, কিসে প্রাণ প্রিয়ার চাঁদমুখখানি মলিন না হয়, এই আমার ধ্যান এই আমার সাধনা এই আমার নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম এই আমার তপস্যা হইল। এ হেন প্রিয়া আমার, জীবনের সর্ব্বস্ব আমার, এই প্রিয়া বক্ষে বাহুপাশে বদ্ধ রাখিয়া ভাবিলাম এই আমি—এই আমার প্রিয়া তুমি—এই আমি তুমি হইব—বা তুমিও আমি হইবে। এই আমি—তুমি আর পৃথক বা প্রভেদ থাকিবে না উভয়ে মিলিয়া এক হইব। মায়া বিহ্বল আমি এই কথাই প্রিয়াকে বলিতে গিয়া একি হল গো? একি দেখিলাম, একে দেখি, প্রাণ প্রিয়ারূপিনী সেই আমার তুমি।

৩য়

মন প্রাণ উদাস হইল। উদাস পাগল আমি, তোমারি কথা ভাবিতে ভাবিতে সমুদ্র তীরে বেড়াইতে আসিলাম। সন্মুখে অসংখ্য অগণিত বালুকণিকা, আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম ওগো—সে আমার কোথা কাছে বলিতে পার কি? কণিকা বলিল পারি—তবে তুমি যদি আমার মত কণিকা হইতে পার। তোমার আত্মাভিমান, তোমার দাম্ভিকতা, তোমার গর্ব্ব, তোমার তর্ক, তোমার অবিশ্বাস, তোমার নাস্তিকতা, তোমার শঠতা, তোমার বাক্‌চাতুরী, তোমার খলতা, সব যদি চূর্ণ করিয়া আমার মত ক্ষুদ্র অনুকণিকা হইতে পার, আমার মত যদি দীনাতিদীন হইয়া

তাঁর প্রতিমূর্ত্তির চরণ বুক পাতিয়া লইতে পার—তবে—তবে তাঁর কথা আমি তোমায় বলিতে পারি, নতুবা নহে। স্তম্ভিত হইয়া বালু কণিকার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। একি—এযে দেখি প্রত্যেক কণিকায় ঐশ্বর্য্য লইয়া অনুর মধ্যে বিরাট সেই **আমার—তুমি**।

অর্ঘ

বিস্ময়ে মুগ্ধ হইলাম। সন্মুখে দেখিলাম তুমি, পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি তুমি, দুইপার্শ্বে দেখি তুমি, উর্দ্ধে চাহিলাম অনন্ত নীলাকাশে অনন্ত অসীম তুমি—প্রদীপ্ত রবিমণ্ডলে দেখি মহান তেজোময় ওঁকার রূপী গায়ত্রী স্বরূপ আদিপুরুষ তুমি, সুধাসিন্ধু চন্দ্রমায় দেখি সোমরূপী ঔষধি জীবন, মহাসোম তুমি, তারকায় দেখি প্রতি তারকায় অসংখ্য অগণিত লোকপতি তুমি, নিম্নে দেখি সপ্তপাতাল ব্যাপী তুমি, অগ্নিতে দেখি সর্ব্বভূক্, মহাকাল, মহারুদ্ররূপী তুমি, পবনে দেখি জীব জীবনরূপী তুমি, মহীধরে দেখি মহান উচ্চ তুমি, বারিধিতে দেখি বিশাল, বিরাট, গম্ভীররূপী তুমি, জলধরে দেখি বিজলী রূপী তুমি, বৃক্ষে দেখি প্রতি পত্রে পত্রে ছায়াদাতা তুমি, ফলে দেখি বীজ-রূপী তুমি, পুষ্পে দেখি সৌরভরূপী তুমি, পুরুষে দেখি—শক্তিরূপী তুমি, নারীতে দেখি লজ্জা ও দয়ারূপী তুমি, বালকে দেখি সরলতা রূপী তুমি, ব্রাহ্মণে দেখি সত্য—ক্ষমারূপী তুমি, ক্ষত্রিয়ে দেখি অভয় ও শৌর্য্যরূপী তুমি, বৈশ্যে দেখি জীবের উপকারক রূপী প্রতিপালক তুমি, শূদ্রে দেখি দাস ভাবে সেবক রূপেও সেই তুমি, সাধুতে দেখি বিনয়, দীনতা, সত্যাশ্রয়ীরূপী, তুমি, মুনিগণে দেখি তপস্যা রূপী

তুমি, দেবতায় দেখি করুণাময় ও ভক্তাধীন তুমি, নৃপতিতে দেখি প্রজারঞ্জন, শক্রমর্দ্দন, শরণাগতপালন রূপী তুমি। পশুমধ্যে দেখি প্রবল পরাক্রমী অমিত সাহসী পশুরাজ মহাসিংহ তুমি, আবার কামনা স্বরূপা, জীব মাতৃকা, সংসার প্রতিপালিকা মহা উপকারদায়িনী গোধন রূপিনীও সেই তুমি। ধাতুমধ্যে দেখি সুবর্ণরূপী তুমি, পৃথিবীতে দেখি সহৃতা রূপী তুমি, নদী মধ্যে দেখি গঙ্গারূপিনী তুমি, বৃক্ষ মধ্যে তুলসী, অশ্বত্থ, বট, আম্র, নিম্বরূপে পঞ্চ মহাবৃক্ষ তুমি, ঔষধি মধ্যে মৃতসঞ্জীবনী তুমি, রত্নমধ্যে ত্রিলোক দুর্লভ রত্নরাজ কৌস্তুভ তুমি, অস্ত্রমধ্যে সর্ব্বশক্তিময়ী ভীমা ত্রিশূল তুমি, গ্রহমধ্যে শুভগ্রহ বৃহস্পতি তুমি, দশদিকরূপে দশদিক পাল তুমি, দ্বীপ মধ্যে জম্বুদ্বীপ তুমি। দেশ মধ্যে আর্য্যাবর্ত্ত মহাপুণ্যময় ভারতখণ্ড ভারতবর্ষ তুমি। তীর্থ মধ্যে অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারানসী তুমি। ফল মধ্যে অমৃতময় রসাল ফল আম্র তুমি, পুষ্প মধ্যে সহস্রদল তুমি, পত্র মধ্যে তুলসী ও বিল্বপত্ররূপী তুমি, পানীয় মধ্যে অমৃতরূপী দুগ্ধ তুমি যজ্ঞ-কার্য্যে ঘৃত তুমি। নক্ষত্র মধ্যে নক্ষত্র শ্রেষ্ঠ পুষ্যা তুমি, বার মধ্যে বৃহস্পতি তুমি, মাস মধ্যে মার্গ শ্রেষ্ঠ অগ্রহায়ণ তুমি, ঋতু মধ্যে বসন্ত তুমি। ত্যাগী মধ্যে মহাসন্ন্যাসী দেবাদিদেব শ্রীহর তুমি, নৃপতি মধ্যে বিশ্বরাজ শ্রীহরি শ্রীবাহেগুরু তুমি। উদাসীরূপী দেবর্ষি নারদ তুমি, ব্রতীমধ্যে ব্রহ্মচর্য্যরূপী মায়ামুক্ত শুকদেব তুমি।

যোগীরূপী মহাযোগী মহামৃত্যুঞ্জয় শঙ্কর তুমি, সর্ব্বজ্ঞরূপী ত্রিকালজ্ঞ সদাশিব তুমি, পণ্ডিতরূপী মহাপণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বেদব্যাস, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন তুমি, যুগমধ্যে নাম কৈবল্যরূপী যুগশ্রেষ্ঠ কলিযুগও তুমি। অবতার মধ্যে পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার মদনমোহন তুমি। প্রতি জীবে দেখি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সেই **আমার—তুমি**। মনে করিলাম তোমায় আর দেখিব না, দেখিতে দেখিতে জ্বালাতন হইয়া গেলাম।

তোমার উপর রাগ করিয়া তোমায় আর দেখিব না ভাবিয়া আঁখি মুদিলাম। কিন্তু কি জ্বালা গা—এযে দেখি অন্তরেও সেই আমার—তুমি। আমার হৃদয়-মন্দিরে রাজরাজেশ্বররূপী তুমি, আমার দেহের প্রত্যেক অস্থিতেও তুমি, প্রত্যেক রক্তবিন্দুতেও তুমি, প্রত্যেক অনু-পরমানুতেও সেই আমার—তুমি। না, হল না এবার তোমায় আর দেখিব না দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়া আঁখি মেলিলাম—কি বিপদ—বাহিরেও সেই সর্ব্বব্যাপী আমার—তুমি। আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমার চিরগর্ব্বিত, উন্নত মস্তক তোমার চরণতলে আপনি লুটাইল। করুণাময়! আমার সকল গর্ব্ব চূর্ণ কর; আমায় তোমার প্রতিমূর্ত্তির চরণ কণিকা কর। আমার এ কি হইল? আমার—আমি—কোথায় হারাইলাম গো? এ যে দেখি সব সেই **আমার—তুমি**।

তোমারি

বঁধু

তোমারি রূপেতে রূপময়ী আমি
গুণময়ী গুণে তোমারি
তোমারি সোহাগে আদরিণী আমি
অভিমানী প্রেমে তোমারি
যা-কিছু হেরি-এ নিখিল ভুবনে—
সকলি যে হয় তোমারি
ভুবন ভরিয়া হেরি তাই শুধু
তোমারি রূপের মাধুরি
মোর মন হরিয়ে চিত্ত-হরিয়ে—
হৃদি-হারী-হয়েছ-হরি
(তাই) আমার—আমারে তোমারে সঁপিয়ে
আমিও যে বঁধু-তোমারি

নামৈব কেবলং

হরের্নাম, হরের্নাম, নামৈব কেবলং,
কলৌ নাস্তেব, নাস্তেব গতিরণ্যথা,
ওঁ শ্রীবাহেগুরু বোল, ওঁ শ্রীহরি, হরি, বোল.

অন্তরের অন্তর হইতে ধ্বনি উঠিল, শিহরিয়া উঠিলাম। চারিদিক চাহিয়া দেখি চতুর্দ্দিকেই অসংখ্য জন-সমুদ্র, সহস্র, সহস্র লোকে সমবেত কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে হরিনাম করিতেছে। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। আকাশের উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রমা—তমোময় রাহু সর্ব্বগ্রাস করিয়াছে। চারিদিক নিবিড় অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন। সেইরূপ তমসাচ্ছন্ন মন লইয়া নিমতলার শশ্মানঘাটে বসিয়া চিতানলে দেহীর শেষ পরিণাম দেখিতেছি চট চট ফট ফট হু হু শব্দে চিতা জ্বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে দেহীর সুন্দর সুকুমার দেহ রূপ, লাবণ্য যৌবন, কত আশা, কত মান. গর্ব্ব, মদমত্ততা দাম্ভিকতা, আত্মাভিমান শক্তিগরিমা বাকচাতুরি সব নিমেষে পুড়িয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। পঞ্চভূতাত্মক দেহ পঞ্চভূতেই মিশিল। অবিনাশী অমর আত্মা লোকচক্ষুর অগোচরে দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় কর্ম্মানুসারে কর্ম্মফল ভোগনিমিত্ত পূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছেন। পাগল মনে বসিয়া ভবের কাণ্ড দেখিয়া বড়ই হাঁসি আসিল। ভাবিলাম এইত আমি—এই আমিও একদিন—সময় আসিলে এই এত সাধের দেহ ত্যাগ করিয়া কোন অজানিত অপরিচিত স্থানে গমন করিব। আমার এই এত সাধের দেহওত একদিন এমনি করিয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে। তবে—

তবে আমি এই আসল কথাটাই ভুলে থাকি কেন ? এই কথাটাই যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও ধ্রুব সত্য। কিন্তু কি মজার কথা যে এই কথাটাই যদি কেহ আমায় বলেন তবে তাহার উপর আমার বড়ই রাগ হয়, বলি, আমায় মর্ বলিয়া গালাগালি দিলে, এবং সেই রাগে তাহার মুখদর্শন করিতেও আমার আর ইচ্ছা হয় না। পাগল মনে তাই হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলাম। সম্মুখে পতিপাগলিনী দেবী সুরধনী পতি উদ্দেশে আপন মনে নির্ব্বিকার চিত্তে কুলু কুলু রবে পতিগুণ-গান করিয়া চলিয়াছেন, আমায় হাসিতে দেখিয়া তিনিও ছলাক্—ছলাক্ রবে হাঁসিয়া উঠিলেন। আমার হাঁসি দেখিয়া চিতানল চট্ চট্ শব্দে হাঁসিল, পবনও হু হু শব্দে তাহাকে জ্বালাইয়া দিয়া তাহার হাঁসির সাথী হইল। বৃক্ষপত্র সকল মর্ম্মর শব্দে হাসিয়া এ উহার ও তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। আমার অন্তর হাসিল বাহিরও হাসিল, শশ্মান ঘাটে আমাদের হাসির মহড়া পড়িয়া যাইল।

২য়

এ হেন হাসির সময় একি—অন্তরের অন্তর হইতে ধ্বনি উঠিল

"হরে র্নাম হরে র্নাম নামৈব কেবলং
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা"
ওঁ শ্রীবাহেগুরু বোল ওঁ শ্রী হরি হরি বোল।

একি ধ্বনি ? একি মধুর তান রে—এ ধ্বনিতে যে আমার শিরায় রক্তপ্রবাহ ছুটিয়া আঁখিধারায় বুক ভাসিল। এ ধ্বনিতে যেন কার পুষ্প

সৌরভময় মোহন স্পর্শ অঙ্গে লাগিয়া সারাটী তনুতে পুলক শিহরণ আনিয়া সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত, অশ্রু আবেগে বাকরুদ্ধ করিল। এ ধ্বনিতে যেন কোন অদূরের অস্পষ্ট—রুনু-রুনু—ঝুনু-ঝুনু—বাদনে হ-রি—হ-রি—রব বাজিতে লাগিল। কোন আজানা চরণ কমলের তুলসী, চম্পক, চন্দনের সৌরভে আমার সকল কাম কলুষ দূরে পলায়ন করিল। এ ধ্বনিতে যে আমার সকল অবাধ্য ইন্দ্রিয় বিস্ময়ে মুগ্ধ বাধ্য এবং স্থির হইল। দুর্দ্দমনীয় মন ও চিত্ত কামনা রহিত, নিষ্কাম হইয়া পরম শান্তি লাভ করিল। এ ধ্বনিতে যে আমার পাগল পরাণ—আপন হারা বিভোল হইল। কে গো ?—কে তুমি—? কে তুমি আমার অন্তরের দেবতা ? একবার—একবার আমার সামনে আসিয়া দাড়াও গো—আমি একবার তন্ময় হইয়া তোমায় দেখি, তন্ময় হইয়া তোমার শ্রীমুখের বাণী শুনি—। আমি যে তোমার জন্য কত কেঁদেচি। ব্যাথিত হিয়ায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় কত ছুটাছুটী করিয়াছি, কই তোমায়ত পাই নাই. ব্যাকুল হইয়া উদাস মনে কত নিশি তোমারি প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া কাটাইয়াছি, আকাশের চন্দ্রদেব, আমার সে ব্যাকুলতা দেখিতে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন । কই তুমিত আইস নাই। কত নিশি শুধু তোমারি নাম জপে তোমারি ধ্যানে উষাদেবীর আগমন হইয়াছে। কত দিবস জাহ্নবীর তটে কত অশ্রুজলে—ও মন্দাকিনী সলিলে মিশাইয়া তোমারি পূজা করিয়াছি। কত নিশি তোমারি ভজন গানে অতিবাহিত হইয়াছে ; সর্ব্ব অন্তর্য্যামি পবনদেব আমার সেই করুণ রাগিনীর বারতায় প্রতিধ্বনি দ্বারা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কত বৈশাখের প্রদীপ্ত খরতাপে দ্বিপ্রহরে ভগবান মার্ত্তণ্ডদেব মস্তকে রাখিয়া তোমারি নামে আত্মহারা হইয়াছে। কত শিশিরের দূর্দ্দান্ত শীতে তোমারি প্রতিক্ষায় আকণ্ঠ নদীতে ডুবিয়া তোমারি ধ্যানে স্থির হইয়াছি। আমার যতদিন অতিবাহিত হইয়াছে তত নিরাশ হৃদয়ে উন্মাদিনীর ন্যায় আকুল হইয়া

তোমারি জন্য কাঁদিয়াছি আমার সে কান্নায় পশু পাখী তরুলতা সকলে করুণ ভাবে কাঁদিয়াছে। ওগো—পাষাণ—ওগো—নিষ্ঠুর—কই তুমিত আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াও নাই। আমি এইরূপভাবে কতবারই আসিলাম কতবারই কাঁদিলাম আমার আসা যাওয়ারও কখনও বিরাম হইল না কান্নারও কখন বিরাম হইল না—

তবে আজ একি দয়া দয়াময় ?—এতদিনে কি কাঙ্গাল বলিয়া মনে পড়েছে কাঙ্গালের নাথ ?—তাই আজ অন্তর হইতে পূর্ণভাবে তোমার স্পর্শ উপলব্ধি করাইয়া তোমার বাণী প্রকাশ করিলে। কিন্তু ইহাতেও যে আমার অন্তর্জালা নিবারিত হলনা; তোমার মুরতি একবার দর্শন না করিলে আমার এ প্রাণের জ্বালা যাইবে না। সেজন্যই বলিতেছি—ওগো। দীনবন্ধু এত দিনে যদি দীনের প্রতি করুণা হয়েছে তবে একবার,—মাত্র, একবার আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াও গো—। আমি একবার—অন্তরে—বাহিরে তোমায় দেখিয়া আমার এ পাগল প্রাণ স্থির করি।

৩য়

আবার একি—নামৈব কেবলং—নামৈব কেবলং ? নামই সত্য ? সত্য বলিতে কেবল একমাত্র তোমাকেই যে বুঝায় কারণ তুমিই যে একমাত্র অমর অজয় অক্ষয় অবিনাশী তোমার যে বিনাশ নাই, আর যাহা দৃষ্ট বস্তু সমস্তই ব্যোম—জলবুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী অবশ্য বিনাশী—আর সেই সত্যরূপী—

অজং শাশতং কেবলং

তুরীয়ং প্রপঞ্চ খলুং মাত্তস্ত বিমলং।

তুমিই একমাত্র কেবলং—আবার বলিতেছ নামৈব কেবলং—তুমি তবে কি? তোমার স্বরূপ কি তবে নাম? তুমি কি তবে নাম বহ্মরূপে বিশ্বম্ভর হইয়া বিশ্বব্যাপি বিরাজ করিতেছ? দয়াময় এ আবার কি বাণী? তোমার নাম ব্যাতিরেকে তোমার উপলব্ধি অসম্ভব। যে জীব তোমার নাম করিবে তুমি তাহার অন্তরে তোমার পূর্ণমূর্ত্তি প্রকাশ করিবে, তোমার নামের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে তোমার সুবিমল তাপহারী পুণ্যময় জ্যোতি দর্শন হইবে। তোমার নামে শক্তিতে তোমার পুলক স্পর্শ অনুভূতি হইবে। তোমার নামে মহাপাপীরও মহাপাপ ধ্বংস হইয়া তোমারি দেবতা দুর্ল্ভ পরমার্থরূপী শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে মহানির্ব্বৃত্তি লাভ হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপী মহাশান্তি ঘটীবে। কিন্তু আত্মাভিমানী মহাযোগীও যদি আত্মাভিমানে মোহিত হইয়া তোমার নামে অবহেলা করেন, তবে তিনি ভ্রান্ত ভ্রষ্ট হইবেন, তাঁহার যোগ সাধন সমস্তই বৃথা। তোমার নামই তোমার প্রকৃত ও পূর্ণস্বরূপ। তোমায় ও তোমার নামে কোনও প্রভেদ নাই, তোমার নাম ব্যতিরেকে তোমায় পাইবার কোনও আর সহজ উপায় নাই।

৮খ

পুনরায় সহস্র কণ্ঠে সমবেত স্বরে উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি উঠিল হরি হরি বোল, হরি হরি বোল, হরি হরি বোল, এ নামে আবার চৈতন্য ফিরিল। চাহিয়া দেখিলাম আকাশের চন্দ্রদেব, রাহু কবল মুক্ত, নির্ম্মল হইয়া হাঁসিতেছেন। তাঁহারি মুক্তি লাভে জীবের আনন্দ সূচক হরিধ্বনি—কিন্তু আজত শুধু চন্দ্রের মুক্তি বা গ্রহণ—গঙ্গাস্নানে জীবের মুক্তি নহে।

আজ আমার আত্মারূপ পূর্ণশশী মোহরাহু কবল হইতে মুক্ত হইয়া নামরূপ গঙ্গাস্নানে নির্ম্মল হইয়াছে। তাই আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন। সজল নয়নে অন্তরের দেবতাকে প্রণাম করিয়া উঠিলাম দেব ৺শশ্মানেশ্বরকে দর্শন, প্রণাম করিয়া সুরধনীর পবিত্র নীরে অবগাহন করিলাম। তখনও অসংখ্য নরনারী মুক্তিস্নানে নিস্মল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেছে। তাহাদের সে ধ্বনিতে বিহ্বল হইয়া প্রাণ ভরিয়া বলিলাম—

"হরে নাম হরে নাম নামৈব কেবলং
কলৌ মাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা"
ওঁ শ্রীবাহেগুরু বোল ওঁ শ্রী হরি হরি বোল।

তোমার বাঁশী

বাজিয়ে বাঁশী কাঁদিয়েছিলে ব্রজ যোগীগণে।
সেই বাঁশী বাজল মোর হৃদয় বৃন্দাবনে॥
উদাস সুরে স্তব্ধ হয়ে কাঁদি আকুল প্রাণে।
মন যমুনা বইছে ধীরে নামের উজানে॥
প্রেম পুলকে ভাবের ঢেউ চলে—তরতরি।
আবেগ ভরে উঠলে উঠে ভক্তির লহরী॥
বাজছে বাঁশী দিবানিশি—করুণ সুর তানে।
মরমে পশিয়ে করম-ঘুচায়ে স্থির করে ধ্যানে॥
কাল হয়েছে কাল ঐ বাঁশী সংসার সাধনে।
আমি আছি কি? নাই? তাহা হয়না স্মরণে
পাগলী বলে শুন আমার হৃদয় বিহারী।
অন্তিমেতে সামনে এস মোহন রূপ ধরি॥
বিভোল হয়ে হেরব তোমা দূটী আঁখি ভরি।
জিহ্বা শুধু বলবে তখন ওঁ শ্রীহরি হরি॥
তোমার ডাকে পাগল প্রাণ যাই সব ভুলি।
তোমাতেই কর লয় বাহেগুরু রাম বলি॥
যুক্ত করে বলি শুন ওহে! ভবের কাণ্ডারী।
ভবার্ণবে পাই যেন ঐ রাঙ্গাচরণ তরী॥

ত্রিধারা

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, দেবী মিলিত হয়ে হলেন কিনা ত্রিবেণী সঙ্গম। ক্ষেত্র মহাপ্রয়াগ, মালিক বেণী মাধব। গঙ্গা, বরুণা, অসি মিলিত হয়ে হলেন কিনা বারানসী, ক্ষেত্র মহা অবিমুক্ত ধাম, মালিক ৺বিশ্বনাথ। ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না মিলিত হয়ে হলেন কিনা কুণ্ডলিনী, ক্ষেত্র দেহ, মালিক পরমাত্মা। জ্ঞান, কর্ম্ম, শক্তি, মিলিত হয়ে হলেন কিনা মহাসিদ্ধি, ক্ষেত্র ওঁ শ্রীশ্রীগুরুচরণ মালিক ইষ্টদেবতা। ভক্তি প্রীতি প্রেম মিলিত হয়ে হলেন কিনা পিরিতি, ক্ষেত্র পরমা নিবৃত্তি, মালিক বঁধুয়া। পাগল মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম মন বল দেখি? এই যে তিনটী ধারা ইহা একই কিম্বা পৃথক বা বহু। মন বলিল দেখ, এই ধারা তিনই এক বা একেই তিন-ধারা—কেহই পৃথক বা বহু নয়। আমি বলিলাম কিসে? মন বলিল এই যে গঙ্গা—যমুনা—সরস্বতী—এই গঙ্গাদেবী তোমার **প্রেম**। গঙ্গা যেমন নিস্বার্থভাবে আপনাকে বিলাইয়া সমস্ত জীবের অস্পৃশ্য দ্রব্য এমন কি মল মুত্রাদি গলিত মৃতদেহও পরম সমাদরে বহন করিয়া এবং তটবাসী জীবকে ধনে জনে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাদের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়া মহা-সমুদ্র রূপে পতি অভিমুখে গমন ও মিলিত হইতেছেন। প্রেমও সেইরূপ আপন পর বাছে না; ভাল মন্দ ভাবে না এবং কাহার নিকট কোনও প্রতিদানের আশা না রাখিয়া নিস্বার্থভাবে আপনহারা হইয়া সেই বিশ্বরূপ মহাসমুদ্রে সর্ব্বজীবের মধ্য দিয়া গমন করে ও বিশ্বস্বামীর সহিত মিলিত হয়। আর দেবী কালিন্দী তোমার **প্রীতি**। তিনি যেমন প্রিয়তম প্রীতিতে দ্রবীভূতা এবং তাহার চক্ষে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন রং প্রীতিপদ হয় না এই নিমত্ত স্বকীয় বর্ণ প্রিয়তম

বর্ণনানুসারে কৃষ্ণ করিয়া কৃষ্ণা নাম গ্রহণে প্রিয়তম হইতে এক মুহূর্ত্তও পৃথক থাকিতে ইচ্ছা করেন না। প্রীতিও সেইরূপ সর্ব্বজীবেই আপনাকে দান করিয়া সর্ব্বজীবেই সেই কৃ—ষ্ণ অর্থাৎ আকর্ষণকারী পরমপুরুষকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর ভাবে আলিঙ্গন করেন এবং এক মুহূর্ত্ত তাহা হইতে পৃথক থাকিতে ইচ্ছা করেন না। আর দেবী সরস্বতী তোমার **ভক্তি**। তিনি যেমন অন্তসলিলা হইয়া প্রবাহিতা। এবং নিজ সখি কালিন্দী অপেক্ষা উজ্জ্বল শুক্লবর্ণ হইলেও, কোন দিনও আত্মশ্লাঘা করিয়া প্রধান হইতে যান না এবং সপত্নি সখিদ্বয়ের নিকট সদা কুণ্ঠিতা ও তাহাদের অন্তরাল দিয়া মৃদু গমন করিয়া স্বকীয় আত্মগোপন এবং তাহাদের প্রধান করিয়াছেন। ভক্তি সেই রূপ সর্ব্বজীবের মধ্য দিয়া গমন করিয়াও কখন আত্মপ্রকাশ করেন না। এবং সর্ব্বজীবের নিকটেই বিনয় নম্র দীনতাভাবে নতশিরে থাকেন ও কখনই আত্মশ্লাঘা করিয়া প্রধান হইতে চাহেন না। আর এই গঙ্গা—যমুনা—সরস্বতী কিনা প্রেম—ভক্তি—প্রীতি—মিলিত হইয়া হইলেন কিনা ত্রিবেণী সঙ্গম এই ত্রিবেণী হল তোমার পিরিতি-ক্ষেত্র মহাপ্রয়াগ বা পরমানিবৃত্তি—আর মালিক হলেন বেণীমাধব—কিনা সেই বঁধুয়া। আর গঙ্গা-বরুণা অসি মিলিত হয়ে হলেন কিনা বারানসী। এই দেবী গঙ্গা তোমার **জ্ঞান**। এ স্থানের গঙ্গা যেমন দক্ষিণাভিমূখে প্রবাহিতা না হইয়া উত্তর বাহিনী হইয়া জীবকে বলিতেছেন—আমার স্বামী মহাসমুদ্র যিনি, যাঁহার জন্য আমি পাগলিনি হইয়া সুদূর হিমালয় হইতে যাত্রা করিয়া পথের কত কষ্ট, দুঃখ, বেদনা, যাতনা, ঘাত, প্রতিঘাত, সমস্ত অম্লান বদনে অকাতরে সহ্য করিয়া আগমন করিতেছি। সেই আমার স্বামী ভগবান বারিধি—এই ভবায়, অর্থাৎ বারিরূপী এই সর্ব্বায়—বিশ্বব্যাপী ৺শ্রীবিশ্বনাথ। তাই পথের মাঝে স্বামী চরণ দর্শন পাইয়া সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া তন্ময় হইয়াছি। তাই আমার গতিও আর দক্ষিণাভিমুখে না হইয়া বিশ্বস্বামীর

চরণে স্থির ও নির্ব্বান প্রাপ্ত হইয়া উত্তর বাহিনী হইয়াছে। জ্ঞানও সেইরূপে বিশ্বব্যাপী সেই বিশ্বস্বামীর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন। তাঁহার সর্ব্বজীবেই স্বা—মী—অর্থাৎ আমি সেই—বা সেই আমি—বা সবই আমি এই মহাভাবে সর্ব্বজীবে সর্ব্ববস্তুতে আত্মদর্শনে পরমানন্দ প্রাপ্তি বা মহানির্ব্বাণ লাভ হয়। আর দেবী বরুণা তোমার **কর্ম্ম।** তিনি যেমন দূর দূরান্তর হইতে কত বাধা বিঘ্ন পাইয়াও তবু নিরুৎসাহ না হইয়া প্রাণপণে কোনদিকে লক্ষ্য কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিজ লক্ষ্য দেবী সুরধুনীর চিন্তা করিয়া সেই চরণে উপনীত হইয়া আপনাকে সমর্পণ করিতেছেন কর্ম্ম সেইরূপ সংসারের সকল বাঁধা বিপত্তি কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কোনও ক্লেশে বিচলিত না হইয়া এক মনে এক ধ্যানে নিজ লক্ষ্য সেই পরমপুরুষরূপী সর্ব্বজীবের চরণে আপনাকে সমর্পন করেন। আর দেবী অসি তোমার **শক্তি।** অসি যেমন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতরা হইলেও নিজ ইষ্টদেবী ভাগীরথীর মহাশক্তিতে শক্তিময়ী হইয়া বিশাল বপু ধারণ এবং সেই শক্তিতে দুকুল প্লাবিত করিয়া তটবাসীর অশেষ মঙ্গল সাধিত করেন। শক্তিও তদ্রুপ স্বয়ং ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতরা হইলেও সেই পরম শক্তিমানের মহাশক্তিতে শক্তিময়ী হইয়া সকল অসাধ্য অনায়াসে সাধন ও জীবের উপকার করেন। আর এই দেবী—গঙ্গা—বরুণা—অসি মিলিত হইয়া হইলেন কিনা বারানসী। বা মহাসিদ্ধি—ক্ষেত্র অবিমুক্তধাম বা ওঁ শ্রীশ্রীগুরুচরণ। মালিক ৺বিশ্বনাথ বা বিশ্বব্যাপী বিরাজমান তোমারি ইষ্টদেবতা ৺বিশ্বনাথ যেমত কাশীধাম হইতে পৃথক নহেন বলিয়া কাশীধামের অবিমুক্ত নাম হইয়াছে সেইরূপ ওঁ শ্রীশ্রীগুরুচরণ ও মহামন্ত্ররূপী-ইষ্টদেবতা উভয়ে পৃথক নহেন একই বস্তু একই সত্তা। এজন্যই মহাসিদ্ধিরূপী ৺শ্রীশ্রীগুরুচরণে অচলা মতি ও নির্ভরতা রাখিলে মহামন্ত্ররূপী-ইষ্টদেবতা প্রত্যক্ষ দর্শন হইয়া চিরশান্তি লাভ হয়। আর দেবী ইড়া—পিঙ্গলা—

সুষুম্না মিলিত হইয়া হইলেন কিনা—কুণ্ডলিনী ক্ষেত্র—দেহ মালিক—পরমাত্মা। এই ইড়া বা ব্রীড়া অর্থাৎ সঙ্কোচ নাশিনী দেবী হলেন তোমার **ওঁশ্রীশ্রীগুরুকৃপা।** সাধক যখন মহাসাধনায় নিযুক্ত থাকেন তখন দেবী মহামায়া নিজ অষ্টবিধ মায়ায় নানা বিভিষিকা দেখাইয়া সাধককে সাধন ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। কারণ তিনি সাধকের ইষ্টদেবতার আবরণ দেবতা। তিনি সাধককে পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে সাধক ইষ্ট সমীপে আসিবার যোগ্য কি না? সেই মহা-বিপদ সময়ে যেরূপ ওঁশ্রীশ্রীগুরুকৃপারূপিণী ইড়া বা ব্রীড়া নাশিনী দেবী সাধকের অন্তরের সমস্ত ভয় লজ্জা সঙ্কোচ দূর করেন এবং আপনি সহায় হইয়া তাহাকে পূর্ণ উদ্যমে সাধন করিবার পূর্ণ শক্তি দান করেন। সেইরূপ ওঁ শ্রীশ্রীগুরুকৃপা হইলে জীবও সংসাররূপ মহাসাধন ক্ষেত্রে মহামায়ার—মায়া বিভীষিকায় অনুমাত্র ভীত বিচলিত না হইয়া পূর্ণ উদ্যমে পূর্ণ উৎসাহে মহাসাধনা সংসার সেবা পূর্ণভাবে সাধন করেন। আর দেবী পিঙ্গলা তোমার **নিষ্ঠা**। পিঙ্গলা যেমন অপর দুই সখী সুষুম্না ও ইড়ার সহিত মিলিত হইয়া প্রসুপ্তা ভুজঙ্গিনী সদৃশা দেবী কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করিবার জন্য সাধকের অন্তরের সকল মিথ্যা কালিমা সকল কপটতারূপী অন্ধকার দূর করেন এবং সৎ বা সত্যরূপী আলোকদানে—সেই সৎ বা সত্যরূপিণী মহামায়া দেবী কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করেন, এবং সচেতনা সৎরূপনী কুণ্ডলিনীকে সহায় করিয়া সেই সৎ—বা সত্যরূপী পরমপুরুষের সহিত আত্মারূপী সাধকের মহা-মিলন করিয়া দেন। নিষ্ঠাও সেইরূপ জীবকে সকল মিথ্যা ও কপটতার আবরণ হইতে দূর করিয়া সত্য বা সততা দানে সেই সৎ বা সত্যরূপী পরম পুরুষের সহিত মহামিলন করাইয়া দেন। নিষ্ঠা লাভ হইলেই সাধকের সর্ব্বজীবে সমতা প্রাপ্তি বা সত্যলাভ হয়। তাহার আর এতটুকুও মিথ্যা বা কপটতার আবরণ থাকে না। আর দেবী সুষুম্না

তোমার **বিশ্বাস।** সুষুম্না যেমন নিজ সখী ইড়া পিঙ্গলার মধ্যবর্ত্তিনী থাকিয়া উভয়কে রক্ষা এবং সহায় করিয়া ধীরে ধীরে কুণ্ডলিনী সমীপে আগমন ও সচেতনা কুণ্ডলিনী সহায়ে ক্রমশঃ সখীদ্বয়কে লইয়া উৰ্দ্ধধামে গমন এবং মণিপুরাদি ষটচক্র ভেদ করিয়া কূটস্থ সেই ওঁকার বেষ্টিত পরমাজ্যোঃতি সম্পন্ন শান্তিময় দর্শনে পরমানিবৃত্তি বা শান্তি লাভ করিয়া স্থির হন। বিশ্বাসও সেইরূপ জীবকে অভয় ও নিষ্ঠা দান করিয়া ধীরে ধীরে সেই শান্তিময়ের দর্শন লাভ করাইয়া পরমানিবৃত্তি প্রাপ্ত করান। তুলনা—বালক প্রহ্লাদ শুধু বিশ্বাসবলেই স্তম্ভের মধ্য হইতে শ্রীহরি আবির্ভাব রূপ মহৎ আশ্চর্য্য ঘটাইয়াছিলেন, আর মহামায়া স্বরূপিনী দেবী কুণ্ডলিনী তোমার **বাহেগুরু হরিনাম।** যেরূপ কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলেই সাধকের সাধন সিদ্ধ অনায়াসেই হইয়া ইষ্টদর্শন হয়। সেইরূপ শব্দ ব্রহ্মরূপী হরিনাম চৈতন্যময় হইলে জীবের আর কোনও সাধন ভজন আবশ্যক হয় না তাহার অনায়াসেই ইষ্টদর্শন হইয়া শান্তিলাভ ঘটে। কারণ যেই নাম সেই নামী, ও যেই নামী সেই নাম। এই নাম ও নামীতে কোনও প্রভেদ নাই একই বস্তু। আর এই নাম চৈতন্যময় হইলে তাহার শক্তি অন্তরে অনুভূত হয় এবং তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতাও স্ফুরিত হয়। এই স্থানে মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম শব্দ ব্রহ্মরূপী নাম সদাই চৈতন্যময়; তাহা আবার সচেতন কি হবে গো? মন বলিল—এই শব্দব্রহ্মরূপী নাম সর্ব্বজীবেই বিদ্যমান আছেন; কিন্তু স্বকীয় মহামায়া প্রভাবে সুষুপ্ত অবস্থায়। যিনি এই নাম কিনা রাম—নামরূপী রাম সহিত—**রাম রমতু মম চিত্তে তু সতত রমনং**

সর্ব্বদা রমণং—গমনা-গমনং অর্থাৎ—রমণং এই গমনা-গমনং শ্বাসে প্রশ্বাসে অহরহ রমন করেন। তাঁহারি মহামায়ার প্রভাব তিরোহিত হইয়া; নাম প্রসুপ্ত অবস্থা হইতে জাগরিত হইয়া চৈতন্যময় হয়। এবং

এই নাম একবার চৈতন্যময় হইলে তিনি আর কিছুতেই সুসুপ্ত হন না। আর এই অবস্থায় নামকারীর অবিরত নামে বা রামে—রামে—বা নামে রমন লাভ হইয়া নামের মূর্ত্তি স্বরূপতা প্রাপ্তি ঘটে। এই অবস্থায় নামকারীর দেহের প্রতি অনুপরমাণুতেও নাম জলন্ত অক্ষরে প্রতিভাত হয়। পবন নন্দন হনুমান নিজ বক্ষ বিদারণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে নামের মূর্ত্তি স্বরূপতা জগৎ সমক্ষে বিকাশ করিয়াছিলেন। তরণীসেনের কাটা মুণ্ড হইতে উচ্চৈস্বরে রাম নামের ও সুরথ রাজার কাটা মুণ্ড হইতে করুণভাবে হরিনামের ধ্বনি উঠিয়াছিল। দুঃখী বালক প্রহ্লাদ শুধু নামের বলেই নির্ভয় ছিলেন। মহাযোগী মহামৃত্যুঞ্জয় দেব মহেশ্বরও নামের বলেই ভীষণ কালকূট অনায়াসেই পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। সীতাদেবী নামের বলেই অগ্নি পরীক্ষায় বিন্দুমাত্রও ভীত বিচলিত হন নাই। নামের বলেই পবন নন্দন সমুদ্র লঙ্ঘন ও সামান্য বানরে সলিলে পাষাণ ভাসাইয়া দুর্জ্জয় সমুদ্র বন্ধনরূপ অসাধ্যকর্ম্ম অনায়াসেই সাধন করিয়াছিলেন। নামের বলেই দেব বাসুকি সপ্তদ্বীপা সসাগরা মেদিনী মস্তক ধারণ করিয়াছেন নামের বলেই অগস্ত্য মুনি সমুদ্রপানে সক্ষম হইয়াছেন। নামের বলেই চোর রত্নাকর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মিকী নামের গুণেই ভোলানাথ সন্ন্যাসী নারদ মুনি উদাসী। বিরিঞ্চি—বাসুদেব—মহারুদ্র—মহাশক্তি যিনি যাহা করেন সমস্তই নামের বলে। যে নামের মহিমা পঞ্চানন পঞ্চমুখে, ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে,অনন্ত দেব অনন্ত মুখে, সমস্ত দেবগণও—বেদ বেদান্তে বর্ণন করিতে অক্ষম, সেই আমার পাগল করা হরি নামের মহিমা ; পাগল আমি তোমায় কিরূপ ভাবে বর্ণনা করিব। তবে জানিও নামই সেই অনাদি, সত্য, স্ব+য়+ম্ভূ—বিশ্বব্যাপী. বিরাজমান বিশ্বেশ্বর—মহালিঙ্গ। বিশ্বম্ভর—ওঁকাররূপী ভগবান পূর্ণব্রহ্ম নামই যাঁহা হইতে মহামায়া মহাশক্তির বিকাশে স্বতঃ—রজঃ—তমঃ—ত্রিবিধ গুণের উৎপত্তি হইয়া এই নিখিল বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টি-স্থিতি—পালন—সংহাররূপ অনন্ত মায়ার বিকাশ

হইতেছে। আর ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না মিলিত হইয়া হইলেন কিনা কুণ্ডলিনী—অর্থাৎ নামের শক্তি। কাজেই এই কুণ্ডলিনী চৈতন্যময়ী হইলেই জীব অনায়াসেই সেই নাম ব্রহ্মরূপী বিশ্বম্ভরের পুণ্য জ্যোঃতিদর্শনে সক্ষম হন। আর ক্ষেত্র তোমার দেহ—বা সাধনা—। যেমন দেহ ব্যতিরেকে কর্ম্ম হয় না সেইরূপই সাধনা বিনা যিনি যে কর্ম্মের কর্ম্মী হউন না কেন কাহারও কখন ইষ্ট লাভ হয় না। আর মালিক পরমাত্মা—বা মায়ামুক্ত তোমারি আত্মরাম প্রাণারামরূপী সেই পরম পুরুষ। সেই—সৎ—চিৎ—আনন্দময় পুরুষ মায়ামুক্ত, তুমি মায়ামুক্ত। তাঁহার কৃপায় তোমার এই মায়ার যুক্ততা মায়ার বন্ধন মোচন হইলে, তখন তাঁহাতে তোমাতে মিলন হইবে। তখন তুমি সেই—বা সেই—তুমি—বা সব তুমি বা তুমিও সব তাঁহাতেই হইবে। আমিও তাই বলিতেছিলাম যে এই তিনটী ধারা একই। এবং তিনিই এক—একেই তিন। ও এই ত্রিধারা ত্রিবেণী সঙ্গম তোমার **বাহেগুরু হরিনাম**। এই ত্রিবেণী সঙ্গমরূপী হরিনামে স্নান কর দেখিবে বঁধুয়ারূপী মাধব আপনি আসিবেন। এই সঙ্গমে স্নান করিয়া মাধব দর্শন হইলে তাহার আর মায়া বন্ধন থাকেনা। মনের কথা শুনিয়া ব্যাকুল হইলাম। মনকে বলিলাম ওগো আমার পাগল মন—আমার যে কোন সম্বল নাই গো—তুমি আমায় প্রাণভরে এই ত্রিবেণী ত্রিধারা—সঙ্গমে স্নান করাও আমার সকল জ্বালা জুড়াক্। আমার শ্রীমাধব দর্শন হক। মন বলিল হবে হবে—নাম কর, নাম কর, অবিরত কেঁদে কেঁদে নাম কর। নাম গঙ্গাস্নানে কলুষ কালিমা কাটিলে শ্রীমাধব দর্শন আপনি হবে। তিনি আসবেন এই ভাব, আর অহরহ প্রাণের কান্নায় মিশাইয়া নাম করিতে থাক দেখ নিঠুর বঁধুয়া আসেন কি না?

পাষাণ বঁধুয়া

বঁধুরে চিত্ত হরিয়ে পিরিতি করিয়ে
উদাস করিলি মোরে
তোর পিরিতি লাগিয়ে ব্যথিত হৃদয়ে
কাঁদি আকুল অন্তরে
তুঁহু সরম হরিলি করম ঘুচালি
সকল হরিলি মোর
তাই তুহাঁরি ধেয়ানে জীবন কাটাব
আঁখিতে সজল লোর্
মোর মরমে বেদনা হিয়ায় যাতনা
জ্বালায় এচিত ভোর
তুঁহু নিঠুর কপট চতুর বঁধুয়া
পাষাণ-পরাণ তোর্
মোরে কাঁদায়ে কাঁদায়ে অনলে পুড়ায়ে
কালি করিলি এ দেহ
তোর দয়াল নামেতে কালিমা লেপিব
ও নাম লবেনা কেহ ।

স্বপনদেশে সর্ব্বনাশ

তুল-তুল-তুল, ফুর-ফুর-ফুর, টুল-টুল-টুল। গা যেন শিউরে—শিউরে, চমকে—চমকে, উঠছে। মাতালের মত এদিকের পা ওদিকে, আর ওদিকের পা এদিকে, টলে টলে পড়চে। মনে হচ্ছে যেন কোন স্বপন দেশের স্বপন রাজত্বে এসে পড়েচি। এরা যেন সব স্বপন দেশের লোক। স্বপনে খায়, স্বপনে ঘুমায়, স্বপনে জাগে, স্বপনে হাঁসে, স্বপনে কাঁদে, স্বপনে গাণ গায়, স্বপনে ছন্দে, ছন্দে, তালে, তালে, নৃত্য করে। এদের যেন সবই স্বপনের। স্বপনের মত এরাও যেন সুক্ষশরীরী ইচ্ছা মাত্রই এই আছে আর এই নাই। স্বপনের মত এরাও যথেচ্ছা মনগামী যাতায়াত করে। কিন্তু যাহা হক্ এরা কি সুন্দর? কি নির্ম্মল পবিত্র, এদের গায়ে কি সুন্দর ফুলের গন্ধ; চোকের চাহনি কি করুণ, কোমল, অথচ মর্ম্মপর্শী। অধরের হাঁসিটী কি মধুর সরলতাময়, কি মনমোহন; এদের মুরতি গুলি যেন গোলাপ, চাঁপা ও দুগ্ধ দিয়ে গায়ের রঙ, আর নবনী দিয়ে গঠন তৈরি হয়েছে। এক একটা যেন বালকের হাতের খেলিবার সজীব মোমের পুতুলি। এদের চুলগুলি পর্য্যন্ত যেন সোণার সরু জালের মত। সেগুলি হাওয়ায় কপালের এদিক ওদিক আসিয়া পড়ায় এদের কতই না ব্যস্ত করেছে, সে শোভাও দেখিতে কত সুন্দর। এদের সবই সুন্দর স্বপন দেশের লোক হলে কি এতই সুন্দর হয় গা? এদের দেখে আমার বুকটা যে ভরিয়া গেল, সকল বেদনা যাতনা, জুড়াইল। আর একটু সামনে যাইলাম। একটী স্বপন দেশের লোক আসিয়া আমায় দেখিয়া অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে? আহা-রে মরে যাই—বালাই নিয়ে মরি। কথা গুলি কি মধুর, কি মিষ্টি, যেন সুধা

ঢালা—কথার স্বরেই আমার সকল ক্লেশের শান্তি হইল। আমি বলিলাম আমি কে? আমি—আমি। স্বপন দেশের লোক বলিল আমি কে? আমাদের এদেশেও কেউ আমি আসে না—আমাদের এদেশে আমি এসেছ কেন? আমি বলিলাম তোমাদের দেশে তবে কি আসে। সে বলিল আমাদের দেশে আমি কেহ নাই সব তুমি। আমাদের যিনি তুমি—তিনিই আমাদের সব—আর আমরা সকলেই তাঁর। কাজেই আমাদের এদেশে কেহ কখনও আমি আসে না যদি কখন কেহ আসে তবে তাহাকেও এখানে এলেই তুমি হতে হয়। অতএব তুমি যখন এসেছ কখন তোমার সব আমাদের তাঁহাকে দিয়া আমি হারাইয়া তুমি হও। কি সর্ব্বনাশ? এ বলে কি গো? স্বপন দেশের লোক বাহিরে এতই সুন্দর ভিতরে কিনা এতই গা? এমনি করে কি এরা লোকের মাথা খায়। আমার এই এত সাধের আমি—আহা-হা—এই আমিত্ব কিনা বিসর্জ্জন দিয়ে কোথাকার কোন অজানা এদের কে তুমি আছে তাকে কিনা সব দিয়া তুমি হতে হবে? না বাপ্‌রে—তা পারব না আমার এ সাধের আমি হারাতে পারব না। তার চেয়ে স্বপন দেশে থাকিবার দরকার নাই দেশের মানুষ দেশে ফিরে যাই। মনে স্থির চিন্তা করিয়া আস্তে আস্তে পিছুঁন ফিরিলাম। কি বিপদ—স্বপন দেশের লোক আসিয়া হাত ধরিল—আবার সেই চিত্তহারী মধুর হাঁসি আবার সেই সুধাঢালা স্বরে বলিল—ও কি বন্ধু! বলি পালাচ্ছ কেন? মনে করিলাম না হয়েছে এইবার আমার দফাটা খেলে। এরা সব রাক্ষসী, যাদুকরী, মায়াবিনী, ডাকিনী, শেষে ডাইনির হাতে পড়িয়া অপঘাতে প্রাণটা খোয়ালাম গা। কি ঝকমারী করেই এই আজানা দেশে, পা দিয়াছিলাম। আমার এত সাধের সংসার এত সাধের সব আর এই সব চেয়ে সাধের আমার আমি-টায় হায়; সব গেল, চোকে

জল আসিল, হাউ হাউ করিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। স্বপন দেশের লোকত্ত দেখিয়া অবাক্। আমার কান্না দেখিয়া সেও সজল চোকে করুণ কাতর ভাবে বলিল বন্ধু কাঁদচ কেন? ভাবিলাম তাইত এরা ডাইনি নিশ্চয়—না হলে আমার কান্না দেখে কাঁদবে কেন? এরা এম্নি করে লোককে ভুলাইয়া তাহার মাথা খায়। যাহা হক আমি এদের মায়ায় ভুলিব না, আর এখানে ভাল মানষিতে হবে না, একটু চোক রাঙ্গানির দরকার। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আমার হাত হইতে তাহার হাতখানি সজোরে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম— বন্ধু, বন্ধু, করচ কেন বল দেখি? কে তোমাদের বন্ধু? আমি পথের পথিক, না হয় পথ চলিতে চলিতে তোমাদের দেশে এসেই পড়েছি। তাই বলিয়া অম্নি তোমাদের বন্ধু হইয়া যাইলাম নাকি? বন্ধু কাকে বলে জান? বিপদে, সম্পদে, মনে, প্রাণে, যে সদা সঙ্গী তাকে বলে বন্ধু। আর আমি কিনা দু এক মিনিট একটু দাঁড়িয়ে কথা কয়েছি ওম্নি তোমাদের বন্ধু হইয়া যাইলাম। তাই বন্ধু, বন্ধু; সর্-সর খবরদার্—বন্ধু বলে ডেকে আমায় আর বিরক্ত জ্বালাতন করনা। স্বপন দেশের লোক এবার সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। ব্যথিত করুন ভাবে সজল চোকে কহিল বন্ধু—ভুল বুঝেছ। তুমি যাহা বলিলে তাহা তোমাদের দেশে। কিন্তু আমাদের এদেশের নিয়ম হচ্ছে, যে আমরা যাহার সহিত তিনবার মাত্র বাক্যালাপ করি সেই আমাদের বন্ধু হয়; এবং আমরা তাহার সুখ দুঃখের সমভাগী হয়ে থাকি। আর তোমার সহিত এতক্ষণ আলাপ করিলাম, আর তুমি কিনা বন্ধু হবে না। কি আশ্চর্য্যের বিষয়? যাক্ তুমি রাগ করনা, যদি কিছু দোষ করে থাকি, ক্ষমা কর। আর তুমি অনেকক্ষণ এসেছ তোমার কিছু সেবা করা হয় নাই। তুমি এই আসনে বস। আমরা তোমার সেবা করি। স্বপন দেশের লোক ভাল মকমলের আসন পাতিয়াহাত ধরিয়া আমায়

আদর করিয়া বসাইল। সোনার গাড়ুতে শীতল জল আনিয়া আমার পা ধোয়াইয়া নিজের আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিল। আমায় একখানি চাঁদের আলোর মত পরিস্কার ধব্‌ধবে কাপড় পরাইয়া, কপালে অগুরু কস্তুরি মিশ্রিত শ্বেত চন্দন তিলক অলকা, গলায় তুলসী চাঁপার মালার হার দিয়া যথাসম্ভব সাজাইল। সোনার থালায় নানাবিধ ফল মিষ্টান্ন, ও সোনার ঘটীতে কর্পূর-সুবাসিত শীতল জল রাখিয়া খাইবার জন্য অনুরোধ করিল। আমি আহারে বসিলে শ্বেত চামর লইয়া বাতাস করিয়া শীঘ্রই আমার সকল পথশ্রম ক্লান্তি-অবসাদ দূর করিয়া ফেলিল। অনেক পথ চলিয়া আসিয়াছিলাম, বড়ই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পাইয়াছিল, কাজে কাজেই আহার গুলি শীঘ্র শীঘ্রই শেষ করিলাম। ফলগুলি এক একটী যেন অমৃতের ন্যায়। আমার আহার শেষ হইলে সে আচমনের জন্য আমার হাতে জল দিয়া পুনরায় নিজের আঁচলখানি দিয়া আমার হাত মুছাইয়া দিল। আমার খাওয়া আচমন শেষ হইলে সোনার ডিবায় মহাসুরভিময় তাম্বুল দিয়া তাহার সেবার সম্পূর্ণতা শেষ ও সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমায়ও বিভোল করিল। স্বপন দেশের লোকের সেবায় বড়ই সন্তোষ, প্রীত ও মুগ্ধ হইলাম। গদগদ কণ্ঠে তাহার হাতখানি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বন্ধু! আমি তোমার উপর এত রাগ করিতেছিলাম, আর তুমি কিনা আমার উপর কিছুমাত্র রাগ না করে, আমার কান্না দেখে কাঁদছিলে কেন? সে বলিল আমি যে তোমায় বড় ভালবাসি। সেই জন্যইত তোমায় কাঁদতে দেখে থাকতে না পেরে আমিও কাঁদছি। কি আশ্চর্য্য—? তার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, বলে কি?— আমি এত বিরক্ত এত রাগারাগি করিলাম, আর ও কিনা সেই জন্যই আমায় এত ভালবেসে ফেললে। না তাহলে এ ঠিকই বন্ধু। বিহ্বল হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিয়া প্রীতমনে জিজ্ঞাসা করিলাম বন্ধু! তোমার নাম কি ভাই? সে বলিল আমার নাম আ—ত্মা। আমি বলিলাম আর ইহারা মায়া বলিল ইহারা—আমার

এই ষোড়শ সহস্র সঙ্গিনী সকলে আমারি এক্ এক্ মূর্ত্তির এক্ এক্ অংশ। আমি নিজেই এই ষোড়শ সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক এক ভাবে তাঁর সেবা করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারি না। আমার ষোড়শ সহস্র মূর্ত্তির মধ্যে একশত আটজন আমার পার্শ্বসহচরী ও তন্মধ্যে আটজন আমার প্রাণপ্রিয় সঙ্গিনী ও আমারি সমতুল। আমি এই অষ্টমূর্ত্তি ধারণে আমাদের প্রভুর অষ্টমূর্ত্তির সেবা করিয়া থাকি। আমি যাহাকে ভালবাসি তাহার মধ্যেও এই ষোড়শ সহস্র ভাবের বিকাশ হইয়া সেও এই ষোড়শ সহস্র ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়। তাহার চিত্তসাগরে এই ষোড়শ সহস্র ভাবের ঢেউ উঠিতে থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়াই এই ষোড়শ সহস্র মূর্ত্তিতে যে আমার মূর্ত্তির শেষ হইল এমত নহে। আমি অনন্তা, আমার মূর্ত্তিরও শেষ নাই, আমার রূপেরও তুলনা নাই। আমার প্রভু যখন যে মূর্ত্তি ধারণ করেন, আমিও তৎক্ষণাৎ সেই মূর্ত্তি ধারণে তাঁহারি সেবা করিয়া থাকি এবং ত্রিমূর্ত্তি ধারণে সর্ব্বদা তাঁহার সেবা পূজা ও নাম করি। এক নিমিষ আমি তাহা হইতে বিভিন্ন নহি। যে আমায় জানে সে তাঁকে জানে, আবার যে তাঁকে জানে সে আমাকেও জানে, আমরা উভয়ে পৃথক নহি একই। আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই বন্ধু? তুমি কিরূপে তাঁহার ত্রিমূর্ত্তিতে ত্রিভাবে সেবা কর। মায়া বলিলেন আমার **"প্রথম মূর্ত্তি,"** তাঁহার সহিত মধুর ভাবে লীলা করিয়া তাঁহার লীলা সেবা করে। সে মূর্ত্তি সর্ব্বদা তাঁহার সহিত আলিঙ্গিত। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহিত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গও মনে মনে, প্রাণে প্রাণে সব মিশিয়া মধুর ভাবে অবস্থিত। এ মূর্ত্তি আমার যত মূর্ত্তি আছে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গূঢ় লীলা রহস্যে আবরিত। এবং বিনা সাধনে কাহারও আমার এ মূর্ত্তি চিন্তা করিবার বা মহিমা বুঝিবার সাধ্য নাই। আমি নিজে যাহার প্রতি তাহার কর্ম্মফলে সুপ্রসন্ন হই, সেই তখন আমার এ মূর্ত্তির লীলাতত্ত্ব কিছু কিছু ধারণা

করিতে পারে। বাকী সাধনা ব্যতিত কেহই ইহা জানিতে পারে না। আমার "দ্বিতীয় মুর্ত্তি" তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, পালন, সংহাররূপ অসাধ্য কর্ম্ম অনায়াসেই সাধন করে, এবং অনন্ত মূর্ত্তি ধারণে অনন্তারূপে এবং পূর্ণমূর্ত্তিতে একাই বিশ্বব্যাপীয়া সেই বিশ্বনাথের সেবা করে। আমার এ মূর্ত্তি তাঁহার সঙ্গের সঙ্গিনী, কর্ম্মের ভাগিনী ও সেবারতা দাসী। আমার "তৃতীয় মুর্ত্তি" তাঁহার নামলীলা গানে উন্মাদিনী। তাঁর মধুর নামের মোহন শক্তিতে আত্মহারা। আমার এ মূর্ত্তি বড়ই কমনীয়া, বিকচ কোমল বালিকা মূর্ত্তি। নিষ্পাপ নির্ম্মল ফুলের মত পবিত্র, ফুলের মতই সুন্দর, ফুলের মতই পুণ্য সুরভিময়। আমার এই বালিকা মূর্ত্তি অবিরাম তাঁহার নাম লীলা গান করে, কখন বিস্মৃত হয় না। কখনও ক্লান্ত বা বিরক্ত হয় না। আমি এ মূর্ত্তিতে তাঁর নাম গানে নিজে আপন ভোলা পাগল হই, ও বিশ্ববাসীকে তাঁহারি নামে, প্রেমে, পাগল করি। আমি নাম গান করিয়া নাম ব্রহ্মরূপী তাঁহারি সেবা করিয়া থাকি। এই আমার ত্রিভাবে তাঁহার সেবা করা। মায়ার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। প্রাণটা কেমন যেন আনচান করিতে লাগিল। মনে হইল যেন কি হারাইলাম। কি যেন আমার খোয়া গেল। মনে করিলাম না হয়েছে, এরা সব মায়াবী, এম্নি করে ছলে, বলে, কৌশলে, আমার সব চুরি করিতেছে। বিরক্ত হইয়া বলিলাম না ভাই, বন্ধু—তোমরা ভাই আমার ঠিক বন্ধু নও, তোমরা ভাই সকলেই চোর। এই সব পাঁচ রকম বলে আমার সব চুরি করিতেছ। সেজন্ত কিছু মনে করনা। যদিও তোমরা আমার খুব সেবা করেছ; তবুও এ চোরা ব্যাপারে আমি ভাই বন্ধুত্ব রাখিব না। বন্ধুরা সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া এ উহার ও তাহার প্রতি পরস্পরে সজল নয়নে কাতর ভাবে চাহিতে লাগিলেন। মায়া বলিল সে কি—

ভাই? আমরা চোর? আমরা তোমায় কি চুরি করিয়াছি ভাই? আমি বলিলাম তোমরা পূর্ব্বেই ত যাহা বলেছিলে আমার মনে হইতেছে তোমরা যেন আমাকেই চুরি করিতেছ। কি সর্ব্বনাশ, বন্ধু হয়ে, বন্ধুর সর্ব্বনাশ করলে আর কি করবে? চুরি উহারা করে নাই বন্ধু চুরি আমিই করিয়াছি আমিই চোর। এ—কি! স্তম্ভিত হইলাম। পুণ্য বিভূতিময় জ্যোতিঃতে ও পুষ্প সৌরভে দিক পরিপূর্ণ হইল। এ কি গো—তুমি? আমার সেই তুমি? তুমি এখানে কেন? আমি তোমারি অন্বেষণে উদ্‌ভ্রান্তের মত বাহির হইয়া এই বিজন দেশে বন্ধুদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, তোমার জন্যই ত আমার এই দশা, এই পাগল অবস্থা। আর তুমি? নিত দেখি বেশ আনন্দেই রহিয়াছ, কই আমায় দেখিয়া তোমার প্রাণেত কিছুমাত্র লাগিল না, পাষাণ প্রাণ কিনা—পাষাণে আঘাত লাগে না। তা সে যাহা হক্ তুমিই চোর? আর তুমি শুধু চোর নহ চোর চূড়ামণি। তুমি এমনি সিঁদ দিয়া চুরি কর যে পুলিসের বাবাও সন্ধান পায় না বা চোর ধরিতে পারে না। যাক্ তুমিত চোর বুঝিলাম; কিন্তু তুমি আজ আমার বন্ধুদের স্বপক্ষে ওকালতি করিতে এসেছ কেন? আমাদের বন্ধুতে বন্ধুতে ঝগড়া হক, বা মিলন হক, সে আমাদের হবে, তাতে তোমার কি? চোর বলিল বন্ধু, আমি যখন নিজেকে চোর বলিয়া স্বীকার করিতেছি তখন আর বিবাদে দরকার কি? আমায় কি শাস্তি তোমার দিতে ইচ্ছা হও দাও আমি তাহাই আদরে লইব। শাস্তি—তোমায় আমি শাস্তি দিব। আমার কি তুমি কিছু আলাদা রেখেছ যে তাই নিয়ে তোমায় শাস্তি দিব। এইবার আমায় কৃপা কর। কাঙ্গাল, পাগল, আমি! মহান্ রাজরাজেশ্বর তুমি—আমি করজোড়ে তোমার নিকট করুণা ভিক্ষা চাহিতেছি। দানী তুমি, দুখিনী বালিকাকে ভিক্ষা দান কর। আর তোমায় শাস্তি

দিব। তোমার শাস্তি তোমার ঐ চরণ কমল সদাই হৃদে ধরিয়া রাখিব। এক মুহূর্ত্ত তুমি আমাকে তোমার চরণ ছাড়া করিতে পারিবে না। কেমন রাজি আছ কি? এই সময় বন্ধু মায়াদেবী বলিলেন ভাই বন্ধু! শাস্তি ঠিকই হইয়াছে। এক মুহূর্ত্তও ঐ চরণ ছেড়না। আমিও আমার সঙ্গিনীগণ সদাই ঐ চরণ প্রয়াসী আমি তোমায় বড় ভালবাসি, তাই বন্ধুর হিতার্থে বলিলাম, সব ভুলিও কিন্তু ঐ চরণ যেন কখনও ভুলিও না। নবীন আগন্তুক সজল নয়নে আমার হাতখানি ধরিলেন। আমার সমস্ত দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বোধশক্তি চৈতন্য যেখানে যাহা ছিল সমস্তই লোপ পাইল। থর থর করিয়া কাঁপিয়া সেই বিশ্ববাঞ্ছিত রাঙ্গাচরণ কমলে পড়িয়া যাইলাম। আমার সব গেল। আমার সর্ব্বস্ব নাশ হইল, আমার সর্ব্বস্ব আমাকে এইবার হারাইলাম। মায়াদেবী আমার মাথাটী কোলে করিয়া বসিলেন। সমস্ত বন্ধুগণ আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সুধা-মাখা কণ্ঠে, প্রাণ গলান মন মাতান, স্বরে বলিলেন **ওঁ শ্রীবাহে গুরু বোল, ওঁ শ্রীহরি হরি বোল** অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। হরি নামে শঙ্খ, হরিনামে মঙ্গল বাদ্য বাজিতে লাগিল। মনে হইল যেন কত অসংখ্য, অগণিত, জীব, কত নানা দেহের দেহী, সব এই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। সকলের হাতেই মাল্য চন্দন, সকলের মুখেই হরিধ্বনি। বিশ্বময় কি যেন উৎসব কি যেন আনন্দের সাড়া পড়িল। দেব পবনও সেই পুণ্য-সুরভি ও আনন্দ মাখা মধুর বাহে গুরু নাম ও হরিনাম দিগ্-দিগন্তে বিলাইলেন। হরিনামে সারাটী জগৎ ভরিয়া গেল। বিশ্ব ব্যাপিয়া গম্ভীর রবে শব্দ উঠিল **ওঁ শ্রীবাহে গুরু বোল। ওঁ শ্রীহরি হরি বোল।** কি মধুর, কি চিত্তহারী, কি সুধা ঢালা, আমার এই সর্ব্বস্বহারী—বাহেগুরু নাম—হরি নাম রে—এ নামে

যে আমার সকল পাপ, তাপ, জুড়াইয়া যায়! ওরে,—জগতে সকলের তুলনা আছে, কিন্তু আমার—বাহেগুরু নাম হরিনামের যে আর তুলনা নাই। এ নাম শুনিলেই যে আমার চোকে আপনি জল আসে। হরি নামে আমার চৈতন্যশক্তি ফিরিয়া আসিল। চাহিয়া দেখি চোর সজল নয়নে কত না কাতর, ব্যাথিত দৃষ্টিতে, আমারি প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। হরিনামের সুরের রেশ তখন বেশ আমার চারিপাশে যেন ঘুরিতেছে। প্রিয়তম—চরণে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া সকল সুরে সুর মিলাইয়া প্রাণ ভরিয়া বলিলাম—বাহেগুরু বোল, হরি হরি বোল। গেলরে—সব গেল্—আমি গেল,—মায়াদেবী গেল, বন্ধুগণ গেল, বিশ্ব-বাসীগণ গেল, সব গেল। রহিল শুধু সেই চোর। সেই চোরে সব মিশিল, চোরও সবেতে মিশিলেন। আবার দেখিতে দেখিতে চোরের আকৃতি গেল। রহিল শুধু জ্বলন্ত অগ্নিসম রক্তবর্ণ ওঁকার এবং তাহারি অভ্যন্তরে পূর্ণচন্দ্রমা ন্যায় দীপ্তিশালী উজ্জ্বল শুক্লবর্ণে আমার পাগল করা—

বাহেগুরু নাম।

হরিময় জগত দেখি

১

(আমি) হরিময় জগত দেখি
প্রাতেঃ প্রকাশে তপ্ত কাঞ্চন তপন
তাহে হেরি আমার শ্রীহরি বরন
ভানুরে নিরখি নলিনী হাঁসিলে
কমলে হেরি শ্রীহরি কমল আঁখি
হরিময় জগত দেখি।

২

অশোকের হেরি হিঙ্গুল বরণ
মনে পড়ে শ্রীহরি রাতুল চরণ
তাহে স্বর্ণ চাঁপার রং যে মিশেছে
তাই চাঁপারে আমি এত ভালবাসি
হরিময় জগত দেখি

৩

আকাশে ইন্দ্রধনু বিচিত্র শোভন
তাহে হেরি শ্রীহরি কিরিট ভূষণ
জলদের বুকে চপলার চমকে
স্মরণে জাগে শ্রীহরি মধুর হাঁসি
হরিময় জগত দেখি

৪

বারিধির বিশাল মহান আকৃতি
তাহে হেরি শ্রীহরি প্রশান্ত মুরতি
বারিধির বারির সীমাও যে আছে
অসীম বারি শ্রীহরি করুণা রাশি
হরিময় জগত দেখি।

৫

বিপিনে বিহগের কাকলী কূজন
তাহে শুনি শ্রীহরি নূপুর ভাষন
নূপুরের বোল শ্রীহরি, হরি ধ্বনি
(আমার) মরমে পরশে আঁখি নীরে ভাসি
হরিময় জগত দেখি

৬

অন্তরে-বাহিরে সাকারে-নিরাকারে
সকলে হেরি শ্রীহরি রূপের মাধুরি
ওঁ শ্রীহরি পাশরি নিমিষ থাকি না
তাই হৃদয় মাঝারে সতত রাখি
হরিময় জগত দেখি।

ধূপ

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আপনা বিলাইয়া পরপ্রীতিতে পরসেবাতে আত্মদান করিয়া কে গো তুমি—? শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিরব নিস্তব্ধ ভাবে, কে তুমি—মহা মহান নির্ব্বাক শ্রেষ্ঠ মৌনযোগী ? আপনাকে অনলে পুড়াইয়া শেষ নিশ্বাসটী পর্য্যন্ত পরতৃপ্তিতে দান করিতেছ ? তোমার এ ত্যাগ তোমার এ মহত্ত্ব কেবল ঐ তোমাতেই দেখিতে পাই। এমন করিয়া মৌনব্রতে শেষ সময় পর্য্যন্ত স্বকীয় সৌরভে দশদিক আমোদিত করিয়া দশদিকবাসীকে পুণ্যভাবের ভাবুক করাইয়া অনলে আত্মাহুতি কেবল ঐ একমাত্র ধূপ তুমিই দাও। তুমি কাহার প্রতিক্ষার অপেক্ষা কর না। কোন স্বার্থ কামনা তোমার নাই, কাহার ভয়ে ভীত হইয়া স্বকীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত হও না। হে কর্ম্মযোগী ! তোমার সাধনাই হইতেছে—জগতকে ত্যাগী, সত্যাশ্রয়ী, নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থবান হইতে শিক্ষাদান। হে মহাসাধক ! তুমি জান যে সর্ব্বরূপী সর্ব্বেশ্বরের সেবা কিরূপভাবে করিতে হয় ! তুমি জান, কিরূপে আত্মাভিমান দম্ভ মদগর্ব্ব সব অনলে পুড়াইয়া আত্মবিসর্জ্জন দিতে হয়। তুমি নিজে মহাসৌরভময়, মহাপুণ্যবান্, কিন্তু কত দীনাতিদীন ভাবে আত্ম উৎসর্গ করিতেছ। কোনও অহং—তমঃ আসিবার নিমিত্তই, তুমি কঠোর মৌনব্রত লইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম অচল, অটল ও দৃঢ়ভাবে সম্পাদন কর। হে নীরব কর্ম্মী ! ইহা তোমার সুমহান কর্ম্মেই প্রকাশ। হে মহাতাপস ! তুমি স্বয়ং অকাতরে অযাচিত ভাবে আপনাকে কর্ম্ম অনলে পুড়াইয়া সেই বিশ্বরূপী বিশ্বনাথ ওঁ শ্রীবাহেগুরু শ্রীহরির তৃপ্তিসাধনরূপ মহা তপস্যা কর। এ নিমিত্তই হে পবিত্রবান ! তুমি সর্ব্বলোকের নিকট এত সম্মানীয় এত প্রীতিপ্রদ। হে মঙ্গলময় ধূপ ! তুমি যে কোন মাঙ্গলীক কর্ম্মেই থাক তাহা

বড়ই আনন্দ পুণ্যময় হয়। এবং তুমি না থাকিলে কোন কর্ম্মই যেন প্রাণহীন দেহ—ও শিবহীন যজ্ঞের ন্যায় সুসম্পন্ন হয় না। হে মহাবীর! আমি তোমার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তোমার সহিত সখ্য স্থাপন করিতেছি; তুমি আমার এই সখ্যতা, বীরের কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ কর। এবং প্রতিদান স্বরূপ আমায় তোমার মত নিরব নিস্তব্ধভাবে আত্মবিসর্জ্জন ও স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষাদান কর। হে আদর্শ শ্রেষ্ঠ! তুমি এত মহাসংযমী বলিয়াই ত তোমায় এত ভক্তি করি, ভালবাসি। হে বন্ধো! এবার আবার যখন তোমার উপাদান হইবে, তখন আমিও তোমার সহিত মিশ্রিত হইয়া তোমার সৌরভ আর পুণ্যময় ও বৃদ্ধি করিয়া তোমার সহিত তোমারি মত মহাব্রত ধারণ করিয়া শেষ নিশ্বাসটী পর্য্যন্ত কর্ম্ম অনলে আত্মদান করিয়া সর্ব্বজীব সেবারূপ সর্ব্বেশ্বরের আর্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিব। হে মহা উদার! হে মহাপ্রাণ! হে বন্ধু! আমার প্রণাম ও হৃদ্যতা গ্রহণ কর কিন্তু দেখিও আমায় যেন ভুলিও না।

সন্ধান

কিসের তরে ঘুরিস্ এত ওরে আমার মন ?
কার বা তুমি ? কেবা তোমার ? কিসের প্রয়োজন ?
কিসের এত হাঁকাহাঁকি—কিসের এতই লাফ্—
দেখার মত দেখরে চেয়ে দুনিয়াটাই ফাঁক্।
কিসের এত ছুটাছুটি—কিসের এতই কাজ—
কিসের তরে অধীর হয়ে পরছ নানান সাজ ?
কিসের লাগিরে অন্ধ হয়ে—ধর্ম্মে আঘাত করি—
ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকে—দাও বিষম ছুরি ?
অর্থ! তোমার এতই বড় ?—এই জেনেছ সার ?
তাই—পরামার্থ ভুলে গিয়ে করছ হাহাকার।
যে আনন্দ পাবার লাগিরে—ঘুরছ ত্রিভুবন।
হৃদয় মাঝে দেখ্‌রে সেই সৎ চিদানন্দ-ধন।
পাগলী বলে—শোন্ আমার ক্ষ্যাপা পাগল মন—
অহঙ্কারের হননা ঠাকুর—ভক্তের জীবন।
আমি ও আমারে—তাঁরে সঁপিয়ে হও যদি তাঁরি
আপনি আসিয়ে দেবেন ধরা—বাহেগুরু হরি।

তুমি আমায় কত ভালবাস

প্রাণের স্পর্শ প্রাণের নীরব ভাষা প্রাণের বোধগম্য। প্রাণের পুলক প্রাণে প্রাণেই হয়, ইহা বাহিরে প্রকাশ করা কিরূপে সম্ভব। আমার প্রাণের দেবতা! আমি কিরূপে তোমার ভালবাসা বর্ণন করিব; ইহা যে আমার বর্ণনাতীত। আমার সে ভাব নাই সে ভাষাও আমি জানি না। ইহার কল্পনাতেও আমার এ পোড়া চোখে আপনি জল আসে। তুমি যে আমার সারাটী তনুতেই বেষ্ঠিত, তাহা আমার প্রাণ বুঝিতে পারে; তোমার স্পর্শ আমার প্রতি অঙ্গেই পুলক শিহরণ আনিয়া দেয়; সর্ব্বদেহে রোমাঞ্চ আঁখিধারায় বক্ষ প্লাবিত, পুলকানন্দে বাকরুদ্ধ হয়। আমি যখন অনাথ, অক্ষম, দুর্ব্বল, শিশু ছিলাম, তখন তুমি যদি জননীর হৃদয়ে তোমার স্নেহ কণিকা দান না করিতে—তবে কিরূপে আমার জীবন রক্ষা হইত? তোমারি স্নেহধারা মাতৃ হৃদয়ে শতধারায় বহিয়া আমায় আজ পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতেছে। প্রিয়তম—এযে তোমারি বাৎসল্যরূপী ভালবাসা। তুমিই বিবেকরূপে শিক্ষা দিয়াছ মায়াময় জগৎ মিথ্যা—তুমিই একমাত্র সত্য অব্যয় অবিনাশী; তত্রাচ তুমি সর্ব্বজীবে সর্ব্ববস্তুতে পূর্ণ ভাবেই বিরাজমান। তুমি ক্ষুধাতুরকে নিজের মুখের অন্ন দিবার জন্য মনে মনে বলিয়া দিয়াছি। তুমিই ভয়ার্ত্তকে অভয় দিতে বিপদগ্রস্থকে বিপদ হতে রক্ষা করিবার জন্য তোমারি শরণাগত হইয়া কাঁদিতে শিখাইয়াছ। তুমি আমায় সংসার সমুদ্রের শত তরঙ্গ শত তুফান—মায়া প্রান্তরের শত ঝটিকা শত মরিচিকা হতে রক্ষা করিয়াছ। মায়া নাট্যশালে ভূমিকা আরম্ভ করা হইতে আজ পর্য্যন্ত তুমি জননী, সখা, গুরু, এবং শিক্ষকের ন্যায় আমায় সর্ব্বদা

উৎসাহিত—পরিচালিত—প্রবোধিত—শাসিত ও রক্ষা করিয়াছ। আমি যখনি যে কোনও বিপদে পড়িয়া তোমায় স্মরণ করিয়াছি তুমি তৎক্ষণাৎ অন্তরে সাড়া দিয়া আমায় অভয় দিয়াছ। ওগো আমার অন্তরের অন্তর্য্যামী অন্তরের দেবতা তোমার সহিত অন্তরে কথা কহিয়া কত সুখ, কত শান্তি, কত তৃপ্তি যিনি তোমার সহিত অন্তরে অন্তরে—কথা কহিতে জানেন তিনিই এ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন। আমি যখনি ধ্বংসের পথে ছুটিয়াছি, তুমি তখনি ভীষণ ভ্রুকুটি শাসনে শাসিত দ্বারা; আমায় নিবারণ করেছ। আমি যতবারই তোমার কোন নিবারণ না শুনিয়া পাগলের মত যথেচ্ছা ছুটেছি; তুমি ততবারই কিছুমাত্র বিরক্ত না হয়ে আমার হাত ধরে কতনা আদরে নিজের কাছে টানিয়া এনেছ। আমি যখন যে কোন দুঃখে অভিভূত হয়ে কাঁদি; তখন তুমিও আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে থাক; আমার আঁখিধারার সহিত তোমারও নেত্রধারা মুক্তাফল শিশির বিন্দুর ন্যায় অবিরত ঝরিতে থাকে। তুমি তখন দয়ার্দ্র বিগলিত চিত্তে—কতই স্নেহ যত্নে আমার অশ্রুজল-করকমল দ্বারা মোচন কর। আমার হৃদয়ে কত শান্তি প্রাণে কত সান্ত্বনা দাও। আমি তখন তোমারি করুণায় আমার সকল দুঃখ বেদনা ভুলে যাই। রোগ শয্যায় পড়িয়া থাকিলে মনে হয় তুমি যেন আমার মাথার শিয়রে বসিয়া আমার সকল বেদনা যাতনা নিজ করুণ দৃষ্টিতে হরণ করিতেছ। আমার সারা অঙ্গে তোমারি অভয় হস্ত স্পর্শ দিয়া আমার রোগ যন্ত্রণা দূর করিতেছ। আমার প্রাণ সখা! কেহত তোমার মত আমায় এত ভালবাসে না। হাঁসিমুখে আমার শত অপরাধ শত ত্রুটী সহ্য করে না। সংসারের সকলের সঙ্গেই ত দেখি দেনা পাওনার সম্বন্ধ। সামান্য অপরাধে সামান্য ভুলেও দেখি সকলেই বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়। কেহত কই তোমার মত আমার শয়নে—স্বপনে—জাগরণে—বিচরণে—মনে—প্রাণে সদা সঙ্গে সঙ্গে থাকে না। আমি এমনি করিয়া যতবার

আসিলাম, তুমি ততবারই আমার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছ। আবার আমি যতবার যাইলাম তুমিও ততবারই সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছ কই একবারও আমার উপর রাগ কিম্বা বিরক্তি প্রকাশে আমায় ত্যাগ করিয়া সঙ্গ ছাড়া হও নাই। ওগো আমার সঙ্গের চিরসঙ্গী—আমার সাথের—চিরসাথী। কে আমায় এমন করিয়া তোমার মত ভালবাসিতে পারে? তোমার ভালবাসা অফুরন্ত ইহা ফুরাইবার নয়; তোমার ভালবাসা নিষ্কামও নির্ম্মল ফুলের মত পবিত্র অথচ প্রাণঢালা। তোমার ভালবাসায় জীব পুণ্য পবিত্র হৃদয় হয় এবং তাহার প্রাণে ত্রিদিব দুর্ল্লভ প্রেমের সঞ্চারে কাম, কামনা ত্যাগ হইয়া পরম আনন্দ পরম শান্তি লাভ হয়। সর্ব্ব বস্তু বা সর্ব্ব বিষয়ের তুলনা আছে কিন্তু হে আমার—অতুলনীয় দেবতা। তোমার ভালবাসার তুলনা নাই ইহা অমর জগতেও অতুলনীয়—। ইহা প্রাণে প্রাণে হয়, তোমার ভালবাসার পুলক—আনন্দ—কেবল তুমি জান আর যে তোমায় ভালবাসে সেই জানে। তোমার ভালবাসা—তোমার কৃপা ব্যাতিরেকে বিনা সাধনে কাহারও লাভ হয় না। আমার আরাধ্য দেবতা! আমি তাই বলিতেছিলাম গো! আমি কেমন করিয়া বলিব যে—**তুমি আমায় কত ভালবাস।**

গোপন দেখা

রূপ লাগি তোর আঁখি ঝুরে বঁধু—
গুণেতে পরাণ ভোর
হেরিলে সে রূপ পিয়াস মিটেনা
ব্যাকুল চিত চকোর
ঐ রূপ হেরিলে আপনা পাশরে
তুলনা পাগল ভোলা
(তোর) রূপের লাগিয়ে পাগল হইয়ে
পরেছে হাড়ের মালা
হৃদয়ে ধরিয়ে রাখিতে তুঁহারে
সদাই হয় বাসনা
যুগ ও যুগান্তে জনমে জনমে
দাসী হব এ কামনা
হার করিয়া তোরে বক্ষে ধরিব
চন্দন রূপেতে ভালে
(তোরে) তাম্বুল করিয়া অধরে রাখিব
কাজল-চোকেরি-কোলে।
সিন্দুর করিয়া তুহারে বঁধুয়া
রাখিব মোর মাথায়
(তোরে) ভূষণ করিয়া পরিব অঙ্গেতে
যদি অঙ্গ জ্বালা যায়

বিনাইয়া মাথার চিকনি বেণী
তুঁহারে করিব ফুল
(আমার) সারাটী তনুতে পরশ তুঁহার—
মিশে সুধা-সমতুল

(বঁধুরে) কেহ না জানিবে কেহ না দেখিবে
তোরে-রাখি হিয়া-তলে
সমাহিত-চিত্তে গোপনে দেখিব
অন্তরের-অন্তরালে—

জয়-পরাজয়

১ম

ওকি ?—ও ?—থামলে কেন ঠাকুর ?—থামলে চলবে না—এ যে সাধন—সমরাঙ্গন—এখানে আমার কি প্রয়োজন আছে ? যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর, মহান রাজরাজেশ্বর তুমি—অনেক অস্ত্র-শস্ত্র সৈন্য-সামন্ত তোমার আছে, মহা যোদ্ধা তুমি যুদ্ধের কায়দাও জান ভাল, সেইজন্যইত, সসৈন্যে, সবাহনে, সঅস্ত্রে, সপারিষদে, যুদ্ধ করিতে এসেছ। বিশ্বরাজ তুমি, বিশ্বের সমস্ত শক্তি রাজভক্তি দেখাবার জন্য দশ দিক্‌পালরূপে দশমহান শক্তিধারী হয়ে এসেছ। আর স্তাবক, বন্দীগণ, চারণ, পদাতিক্, হাতী, ঘোড়া, লোক, লস্কর, রথ, বাদ্য, বাজনা, বাপ্‌রে বাপ্—গুণে আর দেখে শেষ করতে পারি না ; সব সঙ্গে এসেছে। তা ঠাকুর ? এত ঘটা করে এসেছ কেন—? অনাথ দীন দুঃখি বধ করিতে অনাথনাথ—দীনবন্ধুর এত আড়ম্বর—এত জাঁকজমক কেন ? কাঙ্গালকে নিধন করিতে কাঙ্গালের ঠাকুরের এত সাজসজ্জা কেন ? তুমি একা এলে ত বেশ হত। না—তুমি কত বড় রাজা, তাহাই দেখাইবার জন্যই কি এই এত-আয়োজন প্রভু ? তা বেশ ত। তবে থামলে কেন ? একদিকে বিশ্বের সমস্ত শক্তি তোমার চরণে উপনীত হইয়া তোমার, আর অন্যদিকে কাঙ্গালের সমস্ত শক্তি কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব হরিনাম আমার। তবে থেমনা যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর।

উঃ একি—? কি ও ? কি ভীষণ শব্দ হল, সহসা—একি ? এ কি জ্যোতি—এ জ্যোতিতে যে চোখে ধাঁধা লেগে গেল, মনে হচ্ছে যেন

শত সূর্য্যের একসঙ্গে উদয়ে সমস্ত জগৎ লোহিতাভ হয়ে উঠেছে। কি ও? ও কি? ভীষণ ভ্রুকুটীধারী—মহাতেজোময় অর্দ্ধসিংহ অর্দ্ধ মনুষ্যরূপী জ্যোঃতীর্ম্ময় মূর্ত্তি। কি ভীষণ দুর্নিরিক্ষ বদন মণ্ডল, মনে হচ্ছে যেন অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড ঐ বদন-গহ্বরে। কি চন্দ্র সূর্য্য অগ্নিময় ত্রিনেত্র, মস্তকে মহানাগ বাসুকির জ্বলন্ত ফনাসম কি ভীষণ জটাজাল, বক্ষে জ্বলন্ত পাবক সম দীপ্তিশালী কি তেজোময় ব্রহ্মণ্যতেজ, ব্রহ্মণ্যশক্তি—উপবীত; কি শক্তিময় সহস্রবাহু, সহস্র বাহুতে সহস্র অস্ত্ররূপে সহস্র শক্তির বিকাশ। নররূপী কমলচরণে তুলসী চন্দনের কি মহাসৌরভ, চম্পকদামের কি মহাবেষ্টন। কি উজ্জ্বল শুক্লবর্ণ, কি সুন্দর স্বর্ণাভাযুক্ত পীতাম্বরধারী হইয়া কঠোরেও কি কোমল মধুর ভাব। সমস্ত গাত্ররন্ধ্রে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ও জগৎ বিরাজমান হইয়া কি আশ্চর্য্য দৃশ্য। কিন্তু কি ভীষণ সিংহনাদ; সর্ব্বোপরি প্রলয় কালীন মহাসমুদ্রের ন্যায় কি ভীষণ গর্জ্জন—উঃ উঃ কি শব্দ; কি ভীষণ অট্টহাস্য, গেল, গেল, সব গেল, ব্রহ্মাণ্ড কটাহ বুঝিবা বিদির্ণ হল। এক সঙ্গে শত বজ্রাঘাত, শত উল্কাপাত হল। কালাগ্নির মত মহাতেজশালী মহারবির আবির্ভাবে গগনের রবি ম্লান হইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সমস্ত গ্রহনিচয় অন্তরীক্ষ হতে ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম হইল। পশু পক্ষী তরু লতাদি হইতে দেবতা মনুষ্য মুনি ঋষি পর্য্যন্ত যাবতীয় চরাচর বাসীগণ ত্রিলোক রক্ষার জন্য মহাভীত ও ত্রাস্ত হইয়া উঠিলেন। বিশ্বম্ভরের আবির্ভাবে ত্রিলোক টলমল করিতে লাগিল মহাজ্যোতীতে সব জ্বলে পুড়ে বা গেল—গেলরে সব গেল,—চতুর্দ্দিক হইতে রব উঠিল স্তব কর, স্তব কর। সকলেই মহাভীত হইয়া কাতর চিত্তে যুক্ত করে স্তব করিতেছেন ও আমায় স্তব করিতে বলিতেছেন। স্তব করিব—? স্তব আমিত জানি না। আমার স্তব আমার সবই যে ঐ হরিনাম। ঐ হরিনাম ছাড়া আমার ত আর কিছু নাই। কিন্তু তোমরা ভয় করনা—

ভয় করনা, আজ আমি এ সাধন-সমরে তোমাদের সকলের চরণ রেণু শিরে ধারণ করিয়া শুধু ঐ হরিনামের বলেই শ্রীহরির সমস্ত শক্তি সমস্ত তেজ হরণ করিব। তোমরা ভয় করনা স্থির হও।

২য়

উঃ জ্বলন্ত অগ্নিসম কি ভীষণ তেজ আমার উপর পতিত হয়ে, সমস্ত অঙ্গ ঝিম ঝিম করে শরীর অবশ হয়ে আসছে সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে মোহ মূর্চ্ছা উপস্থিত হচ্ছে। কে গো—? কে তুমি? আমার সমস্ত শক্তি হরণ করে নিচ্ছ?—কে=তুমি? এস, এস, সামনে এস অত দূরে কেন? কাছে এস, সমস্ত বিশ্ব সন্তাপিত করে আজ এই নৃসিংহ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েছ কেন প্রভু? আমায় সংহার করিবার জন্য কি? যদি তাহাই হয় তবে এই বুক পাতিয়া দিতেছি; তোমার সহস্র হস্তের যে শক্তি দিয়া আমায় বধ করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই কর। তোমার চরণে চিত্ত স্থির করিয়া আমার যদি তোমার হাতে এ জীবন যায় সেও খুব ভালই হবে। আমার উত্তম গতি কি না তোমাতেই লয় হইবে, কারণ তুমি যে—হতারি-গতি দায়কঃ।

কিন্তু তোমার যে অনাথনাথ নামে কলঙ্ক হবে। না—না—তা হবে না—প্রাণ থাকিতে তোমার নামে কলঙ্ক কিছুতেই হতে দিব না। আজ আমি এ-সাধন সমরে তোমার নামের বলেই তোমার সমস্ত শক্তি সমস্ত তেজ হরণ করিব, নাম ব্রহ্মরূপী তুমি—তোমার নামের শক্তিতেই—আজ তোমায় আমি পরাজিত করিব। বিশ্ববাসী দেখিবে হরি—বড়—কি হরিনাম—বড়। থাক্—থাক্ যোগীমুনির, সাধনার ধন, ভোলানাথের প্রাণরমণ হরি—থাক্ ঐ ভাবেই থাক্; আমি একবার

ভাল করে ঐ কোমলে কঠোর মূর্ত্তিখানি প্রাণভরে দর্শন করি। কি ভয় দেখাও—ঠাকুর? তোমার নাম যদি শিরে ধরি, তোমার চরণ যদি হৃদে রাখি, তোমার কোনও মূর্ত্তিকেই ভয় করিনা,—ঠাকুর,—আমি প্রস্তুত—কি দিয়া আমায় নিধন করিবে কর। আবার—একি-? এ আবার কি? কোথায় গেল আমার কোমলে কঠোর ঠাকুর রে। এ কি মধুর ধ্বনি? কি মিষ্ট কি মধুমাখা কি সুধা ঢালা ধ্বনিরে—প্রাণ যে ভরে গেল এ মোহন তান—এ পাগল করা সুর লহরী—যেন নিকট হতেই আসচে; ঐ যে সুরের মর্ম্মস্পর্শী অন্তর্ভেদী তান কাছেই আসচে—ঐ যে কে গায়—**বাহেগুরু রাম—**

বাহেগুরু রাম—

রাম রাম হরে হরে।

কে গায়? এমন সুধামাখা কণ্ঠে প্রাণ সুশীতল করে এ নাম কে গাইল রে? কে গেয়ে চলে গেল? কই কেউত নাই, তবে একি স্বপ্ন? না, না, স্বপ্ন কেন হবে—এ যে জলন্ত সত্য—প্রমাণ স্বরূপ তরুলতা সকলও যে এ নামের ধ্বনিতে নতশির হয়ে শিশির বিন্দুরূপী অশ্রুবর্ষণ করছে। তবে কই সে কোথা গেল—আমিত কই দেখতে পাচ্ছি না। ওগো—কে-গো? কে তুমি আমায় পাগল করে চলে গেলে—তোমার গান যে আমার মরম ভেদ করে হৃদয়ের সপ্তম পর্দ্দায় আঘাতে সুরের ঝঙ্কার তুলেছে, এ যে আপনি বাজছে, কিছুতেই থামছে না। ঐ যে আবার—আবার সেই মোহন সুরে—আবার ঐ গান **বাহে গুরু রাম,**

বাহে গুরু রাম—

রাম রাম হরে—

ওগো এস-এস—আমার পাগল করা রাম-রূপী নাম—নামরূপী রাম এস—কাছে এস, আমায় পাগল করে আর চলে যেও না।

ঐ যে আসচে,—অন্তরে বাহিরে—নামের মূর্ত্তিতেই আসচে, কিন্তু এবার ত একার কণ্ঠে নাম নয়, এ যে অসংখ্য কণ্ঠের সুর আসছে। অসংখ্য কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সমস্বরে, জগৎ মাতাইয়া, নানা বাদ্যযন্ত্রের আলাপে মোহন রাগিণীতে আলাপ রাখিয়া বিভোল আত্মহারা—পাগল পারা—সমুদ্র বুদ্বুদের মত অগণিত ভক্তসঙ্গে ঐ যে নাচিতে নাচিতে চলিয়া চলিয়া অঙ্গ এলাইয়া, মোহন হরিনাম বিলাইয়া ঐ যে কিশোর রূপে মোহন তনু—কিশোর মোহন সে আমার আসচে—। ঐ যে নিকট হতে নিকটতর হয়ে আসচে; আমার দেহযন্ত্রী নিচল, নিথর, শীতল, অবশ হয়ে গেল যে। ওগো—এস—এস-কোথা গেল তোমার ভীষণ নৃসিংহ মূর্ত্তি; কোথা গেল তোমার যুদ্ধ সাজ? এ—আবার কি লীলা লীলাময়—? এস—এস—কাছেই—এস—অত দূরে কেন? অত দূরে থাকে কি? একি—? এ যে দেখি শুধুই নাম—শুধুই **বাহেগুরু নামে** জ্যোতির্ম্ময় দেহ, না—না—এ যে দেখি লীলা-বিগ্রহরূপী দেহধারী—না—তাহাও ত নয় এ যে—দেখি অসংখ্য ভক্তের অসংখ্য ইষ্টরূপে কেবল অসংখ্য নাম—না, না, এ যে আমারি সর্ব্বস্ব গো—না একি হল? তাহাও ত নয়—এ যে হরিনাম দেখি—সুন্দর মোহনরূপে আলো করে আমার প্রেমের ঠাকুর হৃদয় মোহনরে। ওকি—? অমন করে চেয়ে চেয়ে হাঁসচ কেন গো? হেসনা, হেসনা—তোমারি জয় আমারি পরাজয় হয়েছে। তুমি যে বিনা যুদ্ধেই আমার সবই দখল করেছ সখা! আমি যে স্বয়ং অযাচিতভাবে তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করিতেছি। আবহমানকাল পর্য্যন্ত, তোমার জয় হউক প্রভু—আমি যুগে যুগে তোমারি নামে আত্মহারা;—তোমারি প্রেমে বন্দিনী;—জনমে জনমে তোমারি রাঙ্গাচরণে—**পরাজিতা দাসী।**

সকলে তুমি আছ

সকলে তুমি আছ—আছে সব তোমায়
মায়ামুগ্ধ অন্ধ আঁখি দেখিতে না পায়।
আছ—অসীম আকাশে ভানুর ছটায়,
আছ—অনন্ত অসংখ্য নভো-তারকায়,
আছ—হিমাংশু সুধায় জলদেরি গায়,
আছ—বিটপি শাখায় পুষ্প কোমলায়,
তোমারি রূপের বিভূতি বিকাশ হয়।
আছ—অনল-উজ্জ্বলে পবন হিল্লোলে,
আছ—হিমাদ্রি অচলে বারিধি কল্লোলে,
আছ—ভূধরে—প্রস্তরে পর্ব্বত কন্দরে,
আছ—বিহগ সুরের লহরে লহরে,
তারা) তোমা প্রেমে মাতিয়া তোমা মহিমা গায়।
আছ—কঠিন পাষাণে দীপ্ত হুতাশনে,
আছ—নিবিড় কাননে প্রান্তর বিজনে,
আছ—গ্রহরূপেতে তুমি ব্যোম-গগনে,
আছ—বিজলী-রূপেতে জলদ-সদনে,
উজ্জ্বল রূপ তোমার ক্ষণিকে মিলায়!
আছ ক্ষত্রিয় শৌর্য্যতে মহান বীর্য্যতে,
আছ শূদ্রের সেবাতে ব্রাহ্মণ ধৈর্য্যতে।

আছ নারীর দয়ায় সাধুর ক্ষমায়,
আছ শিশুর হাঁসিতে শুদ্ধ সরলায়—
পবিত্র তোমার মূরতি প্রকাশ পায়।
আছ ভক্তের সাধনে ইষ্ট আরাধনে,
আছ প্রণয় মোহনে অতি সঙ্গোপনে,
আছ জননী বক্ষেতে সুষমা সিঞ্চনে,
আছ কালের করাল ভৈরব বদনে,
সর্ব্বরূপে তন্নু তব মায়াতে লুকায়।

আমি কি তোমার হব না?

১ম

ও ঠাকুর! ও ঠাকুর! অত তাড়াতাড়ি কোথা যাচ্ছ? এত ব্যস্ত এত ব্যাকুল এত আগ্রহ সহকারে যাওয়াটা কোথা হচ্ছে? আহা একটু দাঁড়াও না গা। আমায় না হয় খুব চুপি চুপি আস্তে আস্তে বলেই যাওনা, যে কোথায় যাচ্ছ—? এত লাজ কিসের—? এঁ্যা—কি বলিলে—কি বলিলে ভাল করে বল; শুনতে যে পাইলাম না,এঁ্যা—কি—কি—তোমার কাজ আছে, দাঁড়াবার সময় নাই। কি আশ্চর্য্য— অবাক করলে যাহক্ তুমি? তোমার আবার কাজ আছে? আমিত তোমার দুটী কাজ ছাড়া আর কিছু কাজ আছে বলে মনেই করতে পারি না। প্রথম—যে তোমায় সব ছেড়ে ভালবাসবে তার সর্ব্বস্ব হরণ করা—দ্বিতীয় তাকে সারাজীবনের মতন কাঁদান। দেখ মনে করে, নয় কি? ঠাকুর!

তোমার জন্য ভোলানাথ সর্ব্বত্যাগী, যোগী, ভিখারী, তাঁর অপরাধ, তিনি তোমাময় প্রাণ—তোমাছাড়া আর কিছু জানেন না। তুমি তাঁর সাধনের ধন, জীবনের জীবন, তুমি তাঁর সর্ব্বস্ব। সেই জন্যই তুমি তাঁকে পাগল করেছ। সারাজীবন কাঁদাইয়াও নিস্তার দাও নাই শেষে কিনা শ্মশানে, শ্মশানে তোমারি বিরহে পাগল শঙ্করকে পঞ্চভূতাত্মক দেহের শেষ পরিণাম কিনা ছাই—তাই বিভূতি অর্থাৎ—ঐশ্বর্য্য বলে গায়ে মাখাইলে। তোমারি সৃষ্টির কিছুই তুমি ছাড়া নহে বলিয়াই কি নামে—প্রেমে পাগল—ভোলাকে অহরহ ঐ ছাই—ঐশর্য্য বলেই মাখাচ্ছ, পর্ব্বত নন্দিনী রাজদুলালি গৌরিকেও কিনা বালিকা বয়সে

যোগিনী সাজাইয়া পাগলার সঙ্গে পাগলী করেছ। পাষাণ তুমি শ্রীহরের—আর বাকী কি রাখলে? আবার দেখ্ ঐ নারদমুনি বেচারিকে চিরকালটাই আইবুড় কার্ত্তিক করে রেখে দিলে। তা তাকে না দিলে বিয়ে করতে; আর না দিলে কত সাধের সংসারের—সংসারী হতে, সে বেচারী ঐ তোমারি নামের মোহে সব ভুলে ঐ তোমারি নামই সার সম্বল করেছে। আবার দেখ্ ঐ কচি-কচি—দু-দুট ছেলের মাথা তুমি এমনি খারাপ করে দিলে, যে তাদের একজন সর্ব্বস্ব ত্যাগ ও শত তাড়না সহ্য করেও তবু তোমার নাম ত্যাগ করলে না, আর একজন জীবনের সম্বল দুখিনী জননীকেও ত্যাগ করে বনে বনে পাগলের মত "ওগো তুমি কি আমার সেই" বলে সামনে যাকে পেলে তাকেই বুকে ধরে আলিঙ্গন করলে, তা, বাঘ, ভালুক, সাপ, গাছ, পাথর, যাহাই হক। ঠাকুর! বালক দুটীর সেই কালের কথা ভাবিতে গেলে চোক ফেটে জল আসে—তুমিত—সেই ঠাকুর—। তোমার গুণের কথা আমি আর কি বলিব—তোমায় ভালবেসে দুঃখিনী—বৃষভানু নন্দিনী ও সরলা গোপবালাগণের কি চরম দুর্গতি করেছিল প্রভু! তাদের—স্বামী পুত্র সংসার পরিজন, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ন্যায় অন্যায়, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, কর্ম্ম অকর্ম্ম, ইহকাল-পরকাল যেখানে যা ছিল, সব ভুলাইলে, তাদের পরনের কাপড় খানি পর্য্যন্ত ত্যাগে লজ্জা ও তোমার সহিত অভিন্নতা ঘুচিয়ে, আমিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিলে। তার পরে সেই তৎতন্ময়ী সরলা বালিকা-দের বুকে রথের চাকা চালাইয়া দিয়া তোমার অপর ভক্তের কর্ম্মভোগের জন্য কর্ত্তব্য পালন করিতে নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, পাষাণের মত চলিয়া গেলে, তাহাদের তখনকার বুকফাটা আকুল কান্নায়, সমস্ত জগৎ কেঁদেছিল, কিন্তু তুমি? তুমিত বেশ স্থিরভাবেই ছিলে—তুমিত সেই ঠাকুর! আবার বুক চিরে প্রাণ ঢেলে, আপনি হারা হয়ে; যিনি তোমায় পালন করলেন, সেই গোপরাণি দেবী যশোমতীর, তুমি কি দুর্দ্দশাই না করে-

ছিলে। নিজে রাজা হয়ে, রাজসভায় বসে যজ্ঞ করছিলে, আর তোমার দ্বারীর দ্বারা, সেই পাগল দুঃখিনীকে কতইনা অপমান করাইয়া ছিলে, তুমিত সেই ঠাকুর? তোমায় ভালবেসেছিল বলে দেবী জনকনন্দিনীকে সারাজীবন কাঁদিয়েছ; তোমায় ভালবেসেছিল বলে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সমস্ত জনম কঠোর সাধন করিয়েছ। তোমায় ভালবেসে নদের গোরা পাগল হল, সারা নদীয়ায় তোমার নামের তোমারি প্রেমের উজান বহালে, তোমার নামে প্রেমের বাণে কত জীব ভেসে গেল। গাছে পাতায়, আকাশে, পবনে নামে প্রেমে সুধা ঝরল, কত পাষণ্ড উদ্ধার হল, কত পতিত দেবতা হল, সারা নদীয়া সে ভাবে টলমল করেছিল। তোমার প্রেমে অধীর হয়ে গোরা মাটীতে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদত, সে কান্নায় দেহের সমস্ত বন্ধন খুলে যেত প্রতি রোমকূপে রক্তদেগাম হয়ে মূর্চ্ছা হত। তুমি তার আর কি বাকী রেখেছিলে ঠাকুর! তোমায় ভালবেসে রাজার দুহিতা, রাজপুত্রবধু স্বয়ং রাজরাণী মীরাদেবী সমস্ত রাজৈশ্বর্য্য, সুখ, সম্মান সব ত্যাগ ক'রে আপন ভোলা হয়ে বৃন্দাবনের পথে পথে ভিখারিণীর বেশে তোমারি নামে সারা বৃন্দাবন মাতাইয়া ছিলেন, পশু পাখীরা শুদ্ধ তাঁহার সহিত নামে কাঁদিত। তুমি তার আর কি বাকী রেখেছিলে ঠাকুর! তোমায় ভালবেসে শাক্যসিংহ - মহানির্ব্বাণী বুদ্ধ। শুকদেব উদাসী যোগী। মুনিগণ, তুলসীদাস, কবীর, নানক, শ্রীগৌর নিতাই, রূপ সনাতন দাস, অদ্বৈত-প্রভু দাদু, তৈলঙ্গ স্বামী, বামাক্ষেপা, রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, মহামতি গান্ধি, দেশমাতার আদর্শ সুপুত্র চিত্তরঞ্জন, সকলেই শুধু তোমারি এক এক ভাবের প্রেমে মহাযোগী ও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ঠাকুর সেইজন্যই বলিতেছি যে তোমার গুণের কথা অনন্ত দেব অনন্ত মুখে বলে শেষ করতে পারেন না সেই সর্ব্বগুণময় অথচ নির্গুণ তুমি! তোমার গুণের কথা উদাস

পাগল আমি আর কি বলিব। তবে বল্‌ছিলাম যে কার আবার দাঁড়িয়ে কপাল পুড়ল গা—কে আবার সাধ করে কান্নাব্রত বরণ করে নিলে, যে এত সাধের এত গুণের ঠাকুর তুমি! আর তোমায় কিনা ভালবেসে ফেললে, আর সেই জন্যই তুমি কিনা একেবারে ব্যস্ত স্তমস্ত হয়ে ছুটে যাচ্ছ? আহা সে বেচারী কি জানে না গা যে তোমায় ভালবাঁসতে হলে জনম ভোর কাঁদতে হবে, অনেক চোকের জল চাই। তবে তোমার একটা গুণ আছে সেটা না বলিলে তোমার কাছে অপরাধী হতে হয়। কেহ যদি তোমার জন্য কাঁদবার মত কাঁদতে পারে তবে তুমি তার শত দোষ ক্ষমা করে তাকে তোমার কর, আর এই একবার তোমার হতে পারলেই সব জঞ্জাল মিটে যায়, তার আর সাধন ভজনের দরকার হয় না, সর্ব্বসিদ্ধি অযাচিত ভাবে তাহার নিকট আপনি আসে। যাক্ আমার অতশত ভাবিবার প্রয়োজন নাই, তুমি যখন আমার এত কাছ দিয়া যাচ্ছ তখন তুমি আমার। কারণ জানইত যার হাওয়া যখন যার গায়ে লাগে সে তখন তার। কাজে কাজেই তোমায় বসতেও হবে আর আমার কথা শুনে তবে যেতে পাবে। তা কাজ তোমার যতই থাক্। আহা—ধূলায় বসনা এখানেও আসন নাই—তা নাই থাক আমার আঁচল খানি পাতিয়া দিতেছি। কাঙ্গাল আমি স্বর্ণ সিংহাসন কোথা পাব, তুমি এতেই বস। চরণের নূপুর যে খুলে পড়ে যাচ্ছে, রক্ত কমল চরণে যেন শ্রান্তি দরুণ রক্তাভা ফুটে বেরুচ্ছে, ক্লান্তি দরুণ অবসাদে সমস্ত অঙ্গে স্বেদ মন্দাকিনী ধারা পড়ছে। হাতের বালা, কানের কুণ্ডল, গলার কৌস্তুভ হার, মাথার মুকুট, সব যেন খুলে পড়ে যাচ্ছে তোমারি গলার তুলসী মালা তোমায় প্রেমে আত্মহারা দেখে স্বপত্নী ভয়ে যেন তোমার বুক হতে নেমে আসছে। সর্ব্ব দেহই যে তোমার বড় শ্রান্ত দেখছি আহা—বস, বস।

তোমার মলিন মুখ, অঙ্গের স্বেদনীর, আগে মুছাইয়া দি আমার কাপড়ের অবশিষ্ট দিয়া তোমায় বাতাস করি, তুমি একটু সুস্থ হও। গাছের ফল পাড়িয়া দিতেছি তুমি খাও। পাতা গাঁথিয়া নদী হতে জল আনিয়া রাখিয়াছি তুমি পান কর। তোমার শিথিল অলঙ্কার যথাস্থানে পরাইয়া দিতেছি তুমি স্থির হও। ঠাকুর নদী হতে জল আনিবার সময় রক্তকমল তুলিয়া আনিয়াছিলাম তোমার রক্ত চরণ কমলে রক্ত কমল ও তারি সঙ্গে আমার হৃদয় কমল অঞ্জলি দিয়া তোমায় একটু সেবা করি। তুমি বিশ্রাম কর সুস্থ হও তবে আমি বলিব যে তোমায় বলিবার আমার কি কথা আছে।

২য়

ঠাকুর—

তুমি যে সর্ব্বজীবেই বর্ত্তমান, সকল সত্তাতেই যে তোমার সত্তা আছে—কই এ বিশ্বাসত আমার এখনও হয় নাই প্রভু! আমি যে এখনও সম্পূর্ণ হিংসার বশবর্ত্তিনী। সকলের মূর্ত্তি যে তোমারি মূর্ত্তি কই এভাবেত, জীবের সেবা নিতে পারি না। আমার যে এখনও ভেদবুদ্ধি আছে—এখনও যে কেহ কোন অপকার করিলে বা ক্রুটী হইলে তুমিই করিতেছ ভাবিয়া সহ্য করিতে পারি না; রাগ তৎক্ষনাৎ প্রকাশ পায় এবং সেই হিংসায় তাহাকে প্রতিশোধ দিতে ইচ্ছা হয়। দয়াময় তখন, আমার, তুমি সেই,—বা সেই—তুমি সেই—আমি,—বা আমিও সেই,—তুমি—আমি, বা আমিও—তুমি একথা সর্ব্বনাশকারী ক্রোধের সময় ভুলি কেন? করুণাময় তোমার রাতুল চরণে আশ্রয় পাইয়াও আমি মহাশক্র ক্রোধের বশীভুত হই

কেন? যে তোমার চরণ প্রকৃত হৃদয়ে লইবে, তাহাকেত অন্ত কেহ বাধ্য বা বশ করিতে পারে না। তবে—তবে—আমি অপরকে বশীভূত না করিয়া নিজেই তাহার বাধ্য হই কেন—? সত্য করিয়া বল দেব—! তবে কি আমার—হরি নাম করা ভণ্ডামি—? ধর্ম্মের ভাণ—? যতক্ষন আমার হিংসা নামের আগুণে পুড়ে ছাই না হবে, যতক্ষণ মহাশত্রু ক্রোধ আমার ছায়া মাত্র স্পর্শ করিবে—ততক্ষণ আমি পরপর্শ দোষে পতিত হইব। ততক্ষন তোমায় ত সম্পূন্নআত্মদান করা হলনা প্রভু! ইন্দ্রিয় নিগ্রহে—রিপুদমনে—যতদিন পর্য্যন্ত তুমিই সব—আমার এইভাব না অসিবে মহা সর্ব্বনাশী অহং না ঘুচিবে—দয়াময়—ততদিন পর্য্যন্ত আমি তোমার রাতুল চরণে অপরাধিনী, মিথ্যা—আত্মপ্রবঞ্চিত, ধর্ম্মের নামে সেচ্ছাচারিনী, রিপুবশীভূতা, ক্রোধ কবলিতা, ও তোমায় বিস্মৃত হইয়া; পরস্পর্শ দোষে—ব্যাভিচারিনী। আমার হরিনাম করা সবই মিথ্যা। ওকি—ও—কি—গো—? কাঁদচ কেন ঠাকুর?—কেঁদনা—কেঁদনা তোমার চোকের জল তোমার কান্না আমার যে সহ্য হয়না গো! যে তুমি সকলকে কাঁদাও সেই তুমি আজ এই অভাগিনী পাগলীর কান্না—দেখে কাঁদচ কেন প্রভূ? কেঁদনা—কেঁদনা আমার মরমে আর ব্যাথা দিও না। দয়াময় এত দয়াল তুমি? সর্ব্বভূতের ঈশ্বর—হরি—আমার বলিবার ভুল হয়েছে। তুমি নিষ্ঠুর নও, দয়াল। তুমি চতুর নও সরল, তুমি পাষাণ নও কোমল। মায়ামুগ্ধ-মিথ্যা আত্মাভিমানে অভিমানী, আমি তোমায় জানিতে বা বুঝিতে পারি না—। তুমি বল—কতদিনে তুমিই সব—এই জ্ঞান, এই সার সত্যকথাটী, আমি অহরহ মনে রাখিয়া সর্ব্বজীবেই তোমার দর্শনে, প্রাণপণ করিয়া নিজকে ভুলিয়া—সর্ব্বসেবায় আপনাকে দান করিব। আমার স্বার্থ, আমার কামনা, কতদিনে ঘুচে যাবে। কর্ম্মফলের আশা কতদিনে মিটে যাবে। পরম শত্রুকে তুমি ভাবিয়া, তাহার

মঙ্গল করিব, সম্পূর্ণ রূপে ইন্দ্রিয় নিগ্রহে রিপু দমনে—সর্ব্বজীবের জননী হইয়া পূর্ণভাবেই তোমায় আত্মদান করিব। তোমার নাম আগুনে আমায় পুড়াইয়া খাঁটী সোনা কর; একটুও খাদ; একটু কৃত্রিমতা রেখ না—। বল ঠাকুর—কাঙ্গালের ধন হরি—বল তোমার চরণ আশ্রিতা—বালিকা—আমি, বল প্রভূ—একবার মাত্র বল, তুমিত সদাই আমার; কিন্তু—**আমি কি তোমার হব না—।**

কাঙ্গালের ধন

আমি সাগর ছেঁচিয়া মানিক পেয়েছি,
যতনে তুলিয়া পরেছি গলে।
ভুবনে অতুল ভূবন মোহন রূপ,
লুকায়ে রেখেছি হৃদয় তলে।

কতই যে আপনার সে প্রিয় আমার,
দুখ—দরদী—ব্যাথা—ব্যাথী সে।
ওগো! মরমের—বাণী শতেক কহিনী,
অন্তরে প্রকাশি স্বয়ং শুনে যে।

(তাই) মোর হিয়ার মাঝারে নিভৃত কন্দরে,
পূজিয়া তারে অতি সঙ্গোপনে।
আর সকল সঁপিয়া তোমারি বলিয়া,
পরাণ লুটানু ঐ শ্রীচরণে।

ঠাকুরের—দর্শন

ভাদ্রের ভরা গঙ্গা; কানায় কানায় বারিরাশি ছাপাইয়া দুকুল ডুবাইয়াছে। গঙ্গাবারি কখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘুর্ণিপাক খাইয়া, কখন তুলারাশির ন্যায় সফেন আছড়াইয়া পড়িয়া, কখনও সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে; আবার কখনও বিষম ঢেউ উঠিয়া তীরস্থে আঘাত লাগিয়া ছলাক্—ছপাৎ রবে ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে। জননী এখন দুষ্টা বালিকার ন্যায় বড়ই চপলা—চঞ্চলা, বিন্দুমাত্র স্থির বা শান্ত হইতে পারিতেছেন না। পবনদেবও সোদর সাথীরূপে চপলা বালিকাকে আর চঞ্চলা করিয়া তুলিয়াছেন। সহোদরের হু-হু-শোঁ শোঁ-গোঁ-গোঁ খেলার শব্দে ও ভগ্নির তারি সঙ্গে তালে তাল দিয়া নাচিয়া নাচিয়া কল্-কল রবে গীত ও নৃত্যে আমার মত কত পাগল দেখিয়া শুনিয়া অবাক। তাহার উপর আবার জ্ঞাতি সহোদর ইন্দ্রদেব আসিয়া মুষলধারে চট্ চট্ টপ্ টপ্ ফট্ ফট্ শব্দে শিলা এবং বারিবর্ষণ করিয়া খেলিতে লাগিয়া গেলেন, ছিল দুইজন, হইল তিনজন—আর দেখে কে? ভারি মজাই লাগিয়া যাইল। দুষ্ট, তিন ছেলে মেয়ের খেলার দাপটে যে যেখানে ছিল সব ভয়ে পালাইল। ৺কাশীধামের সমস্ত ঘাটগুলি যেন জনমানব শূন্য। কেবল এত দুর্য্যোগেও মশান ঘাট ও মণি কর্ণিকায় সধূম চিতা জ্বলিয়া উঠিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ দুর্য্যোগের ঠেলায় নিবিয়া যাইয়া দাহকারীদের দুর্গতির একশেষ করিতেছে। ঘাটের মাঝি মাল্লারা দুর্য্যোগে—বজরার ভিতর দরজা—জানালা—বন্ধ করিয়া—কেহ বা নিদ্রা দেবীর সাধনা করিতেছেন,

কেহ বা এই দ্বিপ্রহরে—বিহানত—ভায়াল—বলিয়া বিহানের—ভাং-ভুরা—শিল পাতিয়া মশলা সংযোগে পিশিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আবার কেহ বা ঢোলকরূপী বাদ্য লইয়া রাসভনিন্দিত কণ্ঠে—হামারা ফুলমনি—ননদী—বলিয়া—বধূর ননদীনী—সোহাগের—গাঁথাবলী বর্ণনা করিতেছেন। সব দেবালয় গুলির ভোগ আরতি শেষ হইয়া নিস্তব্ধ হইয়াছে। ৺কাশীর কপিপ্রবর মহাশয়েরা এ সময় বড়ই সঙ্কট দেখিয়া অশত্থ গাছে সকলেই অতি আত্মীয়তায় ভদ্রভাবে কাছাকাছি হইয়া বসিয়া ভিজিতেছেন; কেহ—কেহ—পেটের জ্বালা, বড় জ্বালার, সহ্য করিতে না পারিয়া—ভদ্রতা লঙ্ঘনে কচি—কচি অশত্থ পাতা ছিঁড়িয়া জঠরে দিয়া—পেটের জ্বালা নিবারন করিতেছেন। দু একটী জমিদার তুল্য মেজাজী গজেন্দ্রগামী—ধর্ম্মের সামন্ত, নন্দীকেশ্বর মহাশয়, যদি বা ঘাটের দিকে আসিতেছেন—তা সে কতক্ষণের জন্য—একমূহূর্ত্ত থাকিতে না পারিয়া পুচ্ছ তুলিয়া পালাইতে পথ পাইতেছেন না। পাগল আমি ঘুরিয়া—ঘুরিয়া সব দেখিলাম প্রাণের জ্বালা যায়-কই? পাগল প্রাণ কি চায়? প্রাণকে জিজ্ঞাসা করিলাম কি চাও গো—? প্রাণ বলিল কি—চাই? যদি দিতে পার তবেই তোমায় বলি, নতুবা চুপ করে থাকাই ভাল; আমি বলিলাম, যে আমার সাধ্যমত যদি কিছু হয় তবে নিশ্চয় দিব—তবে কি চাও—একবার বলইনাগো—বলতে আর কি দোষ আছে। বল, বল লক্ষ্মীটী, আমি শুনি। প্রাণ বলিল—আমি চাই—সেই—তাঁকে একবার দেখতে—কেমন? দেখাতে পারবে—কি?—ভাবিলাম তাইত! এত এমন কিছু অন্যায় বলেনি, ভেতরটা জলে যাচ্ছে, কাজে কাজেই একটীবার দেখতে চায়! কিন্তু তাকে পাই কোথা! সে কোথা আছে—কোথা গেলে তাকে পাব—কে আমায় তাকে দেখাতে পারবে—কার কাছে যাব কাঁদিতে কাঁদিতে—মনকে

বলিলাম—ওগো! সে আমার কোথা আছে বলনা গো? সে যে বলেছিল, যে শীঘ্রই সে সময় হলেই এসে দেখা দেবে—কোথা সে—? এতদিন যে হয়ে গেল এখনা এলনা, তবে কি সে আর আসবে না? আমায় কি সে ঐ বলে ভুলিয়ে ফাঁকি দিয়া লুকিয়েছে, ওগো মন, বলগো কোথা কার কাছে যাই! কার কাছে গেলে তাকে একবার দেখতে পাব, আমার প্রাণের জ্বালা যাবে। মন অনেকক্ষণ চুপ করে শুনে, পরে ধীরে ধীরে বিজ্ঞের চালে উত্তর দিলেন। মন বলিল—তাঁকে দেখবে? তাঁকে দেখলে তবে তোমার প্রাণের জ্বালা যাবে। তার জন্য অত কান্না কেন? তিনি ত তোমার সামনেই, ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখতে পাচ্ছ না। মনকে বলিলাম কইগো? কোথায় তিনি কই আমিত দেখতে পাচ্ছি না? মন বলিল, সামনের জিনিষ তুমিও দেখতে পাও, তবে চোকে মিথ্যার আবরণ দিয়া, চোক বাঁধিয়া রাখিলে কি করে দেখিতে পাবে। কাণামাছি খেলার সময় চোর কি বুড়ি-দেখতে পায়? তার মাথায় যতই টোকা মার, আর পিঠে যতই ঠেলা দাও, সে অবিরত কাণামাছির ভোঁ ভোঁ শব্দ লক্ষ্য করেই বুড়ি ছুঁইতে যায়। কিন্তু ফল হয় কি? হয়। হুমড়ি খেয়ে পড়ে মরে; না হয় বুড়ির বদলে খেলার সাথীদের বুড়ি বলে ছুয়ে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হয়। তুমিও ত ঠিক তাই করছ, চোকে মিথ্যার আবরণ দিয়া চোক বেশ শক্ত করেই বেঁধেছ; আর বিবেক রূপী, ভো-ভোঁ সাথীর তাড়নায় বুড়িরূপী সেই তাঁকেই ছুঁইতে যাইয়া, সংসাররূপী কামনা বাসনায় হুমড়ি খেয়ে; পড়ে মরে; কাঁদতে আরম্ভ করেছ। তাই বলছি যে চোকের ঐ মিথ্যার বাঁধন জোর করে একবার খুলে ফেল না! বাঁধন খুলিলেই সামনেই সত্যরূপী সেই বুড়িকে দেখতে পাবে; ও একবার সেই বুড়িকে ছুঁলেই মিথ্যার চোর থাকিবে না, আর কামনা—বাসনারূপী, সংসার সাথীদের মার বা তাড়না

সহ্য করিতে হইবে না। সেই সত্য স্বরূপকে দেখিতে হইলে নিজেকে সত্য হতে হয়; এতটুকু মিথ্যার আবরণ থাকিতে কেহই তাঁহার দর্শন পায় না। তবে আর একটা খুব সহজ উপায় আছে—তুমি যদি তাঁর জন্য প্রাণভরে কাঁদিতে পার। তবে একটা কথা আছে—দেখ এই কান্নাটা দেখিবে কোথা হতে আসচে—যদি দেখ এমনি কাঁদিয়া চোখের জলে বুক ভাসিল। তবে জানিও,—যে না হলনা, এ কান্নাও ঠিক হল না, যে দিন দেখবে, যে বুকের ভিতর পাক দিয়া পরাণ নিঙাড়ি নিঙাড়ি কান্না উঠিয়া বুক ভাসিল। সেই দিন জানিবে যে কিছু হল। তারপর যেদিন দেখবে, যে তাঁর নামে আঁখি আপনি ঝুরে—সেই দিন জানিবে—যে হ্যাঁ এইবার ঠিক হয়েছে। অন্তরে এই কান্না রাখ। আর নিজেকে পূর্ণ সত্য কর। কায়, মন, বাক্য, তিন এক করে, সেই বিশ্ববাঞ্ছিতচরণে অর্পণ করিয়া দেখ, সেই সত্যরূপের চাক্ষুষ দর্শন পাও কিনা?

প্রথম তোমার বাক্য। তোমার যে জিহ্বা দিনে, অন্ততঃ এতশতটী মিথ্যা না বলিয়া স্থিরহয় না, পাঁচবারও পরচর্চ্চা, পরনিন্দা, না করিয়া শান্তি পায় না,—একবারও আপন আত্মগরিমা, আত্মাভিমান, দম্ভ অপরের কাছে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই জিহ্বা সংযত কর। প্রাতে নিয়ম কর, বাচাল জিহ্বা যদি অবাধ্য হয়, তবে লৌহ শলাকা পুড়াইয়া ছেঁকা দিয়া শাস্তি দিব। রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে চিন্তা করিয়া দেখ জিহ্বা তোমার কতদূর বাধ্য। এই অসংযমী, চপল জিহ্বাকে-বলপূর্ব্বক বশ কর, বাধ্য কর, দেখিবে বাক্য আপনি সংযত ও সত্য হবে! **দ্বিতীয়** তোমার মন, যে মন তোমার সদা কলুষিত, বিষয় বিষে জর্জ্জরিত; যে মন তোমার সকলের সর্ব্বনাশ সাধনে সদা তৎপর, যে মন তোমার ধন, মান, যশ প্রাধান্য, ও রূপের, জন্য সদা লালায়িত, মিথ্যা মায়াগর্ব্বে গর্ব্বিত ও মদমত্ত, সেই চপলা হতেও চঞ্চল মন, কতটুকু সময় তোমার ঠাকুরের চরণ কমলে—স্থির হয়? মনকে স্থির

করিতে হইলে, সেই চরণ কমল সদাই চিন্তা করিতে হয়। সংসারের কর্ম্ম কর—সকল কর্ত্তব্য পালন কর, কিন্তু সেই কর্ম্মগুলি তাঁহার এবং সকল কর্ম্মই তাঁহার জন্য করিতেছ এই ভাবিয়া কর্ম্মফল তাঁহাতেই অর্পণ কর। নিজে কর্ত্তা হইয়া বড় সাজ কেন? দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে লইবার দরকার কি? ভৃত্য যেমন প্রভুর হুকুম পালন করে তাতে তার নিজের দায়িত্ব কি আছে—তুমিও সেই মহাপ্রভুর হুকুম পালন রূপী সংসার সেবা কর তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সাবধান তোমার সাধের সেই চরণ যেন ভুলনা। সদা সৎ বা সত্যরূপী চরণে মনকে স্থির ও অন্তর্সমাধি প্রাপ্ত করাইতে পারিলেই, চিত্ত সংযম হইয়া মন আপনি সত্য নিশ্চয় হবে। বাকী তোমার **কায়** পূর্ণভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা, নিজেকে ফুলের মত পবিত্র নির্ম্মল কর। বিনা ব্রহ্মচর্য্য পালনে অবশ্য বিনাশী, শত ভোগের আকর, অপবিত্র, এই জড়দেহ পবিত্র হয় না। সেই প্রাণারাম—শ্রীবাহেগুরু শ্রীরামের সহিত, রমণ করিতে হইলে—কামেরর ইন্ধন বাড়াইলে চলিবে না। **রামরূপী—নাম ও নামরূপী—রাম** সহিত রমণ কামে নয়—প্রেমে। কামনায় প্রবৃত্তিতে নয়—কামনা রহিতে। আর সেই কামনা ত্যাগ করিতে হইলে প্রথমেই আত্মশুদ্ধির জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন বিশেষ প্রয়োজনীয়। ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ সাধনা ব্রহ্মচর্য্য ভগবৎ চরণে আসিবার তোরণ দ্বার। বিনা ব্রহ্মচর্য্য পালনে, যে কর্ম্ম দ্বাদশ বৎসরেও পূর্ণ হইতে কষ্টসাধ্য হয়; ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা সেই কর্ম্মই একবৎসর মধ্যেই পূর্ণ হয়। ব্রহ্মচর্য্য পালনে চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল, মেধা ও ধীশক্তি স্থির, হৃদয় পবিত্র—চক্ষুর জ্যোতি—ও শরীরের স্বাস্থ্য অটুট থাকে; লাবণ্য, এবং কান্তি, বৃদ্ধি হয়। কি সাধু জীবন—কি গার্হস্থ্য জীবন—কি ছাত্র জীবন যিনি যে কর্ম্মের কর্ম্মী হউন না কেন,—বিনা ব্রহ্মচর্য্যে কাহার কোনও কর্ম্মই সহজ

সিদ্ধ হয় না এই সময় আমার উপর মনের উপর বড়ই রাগ হইল। তাহাকে বলিলাম,—আহা—হা—কি মজার কথাই বললে-গো! সকলেই যদি তোমার ঐ ব্রহ্মচর্য্য পালন করে কিনা সত্যপীর—সাজেন, তবে এই সৃষ্টি থাকবে কি করে? ব্রহ্মচর্য্যই যদি ভগবৎ চরণে আসিবার একমাত্র তোরণ হয়,—তবে এই যে এত বড় সৃষ্টি চলছে, এই যে এত বড় সংসারের ভালবাসা, ভক্তি; যত্ন, স্নেহ, মায়া, দয়া, প্রীতি, সরলতা, পবিত্রতা ইত্যাদিতে এত বড় কারখানা চলছে, এগুলি কি সব ঝুট্—আর তোমার ব্রহ্মচর্য্যই কিনা এতই সাঁচ্চা—? আর সংসারী জীব সকল বিনা ব্রহ্মচর্য্য পালন দরুণ ভগবৎকৃপা পাবে না—কেমন—? মন বলিল - ওগো! তা নয়—তা নয়.—কথাটাই আগে শুন তবে। বলি রাগ করে—অত চট্‌ছ কেন? সংসারী জীব ভগবৎকৃপা পাবে না, বা ঐ চরণে আসিবার উপায় নাই; এমন কথা—পাগল হলেও আমি এমন পাগল কথা—তোমায় বলিতে পারি না ভক্তকে শ্রীভগবান সর্ব্বস্ব দান করেন। সংসারী জীব যদি ভক্ত হন, তবে কি তিনি ভগবৎকৃপা হতে বঞ্চিত হবেন—? না তা হতে পারে না সংসারী জীব যদি কর্ম্মী হন, তবে কি সর্ব্বকর্ম্ম নিয়ন্তা শ্রীভগবৎ বিচারে—অবিচার পাবেন—? না তাহাও নয়। অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি সম্পন্ন-ষড়ৈশ্বর্য্যশালী-সর্ব্ববিভূতিবান, মহামহান-শ্রীভগবান, জীবকে কর্ম্মানুসারে সকল বস্তুই দান করেন। তাই, বিদ্যা, মান, যশ, রূপ, লাবণ্য, সকল প্রকার কাম্য ভোগ্য বস্তু, দেবতার বাঞ্ছিত অমরাপুরীর অধীশ্বর ইন্দ্রত্ব; অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি,—এমন কি আপন স্বরূপত্ব স্বরূপ সিদ্ধিও, তিনি ভক্তকে—কর্ম্মীকে,—তাঁহাদের ভক্তি ও কর্ম্মানুসারে দান করেন, কিন্তু আপনাকে কাহাকেও দেন না। এই ভগবানকে যিনি চাহিবেন, তিনি এ সমস্ত কিছুই চাহিবেন না। তিনি সর্ব্বকামনা শূন্য হইয়া—যুগে যুগে—জনমে জনমে,—ঐ শ্রীভগবানকেই চাহিবেন প্রেমভাবে বিনা প্রেমে

কখনও হরি পাওয়া যায় না। আর প্রেম কখনও কাম থাকিতে আসে না। কাজেই প্রেম লাভ করিতে হইলে বিনা ব্রহ্মচর্য্য পালনে চিত্তবৃত্তি কখনই ফুলের মত পবিত্র—নির্ম্মল ও কোমল হয় না। আর এই প্রেম লাভ হইলেই তাহার সর্ব্বকামনা সমাধি লাভ করে। বিন্দুমাত্র কাম—কামনা বা কোন বিষয়ের প্রবৃত্তি থাকিতে কেহই সেই প্রেমময়ের সহিত, প্রেম করিতে সক্ষম হন না। কাজেই সংসারী জীব সবই পাইবেন কিন্তু বিনা ব্রহ্মচর্য্য পালন জন্য আবার মায়ায় বদ্ধ হইবেন। কিন্তু তিনি যদি সংসারের মধ্যে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা ইষ্ট আরাধন, ও স্বকীয় সাধন করেন, তবে তিনি, এবং তিনি কেন, যে কেহই ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা নিজ দেহ, সেই প্রেমময়কে দান করিবেন; সেই পরম কারুণিক, প্রেমধারারূপী শ্রীভগবান, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া পরমা-নিবৃত্তিরূপী-আপনাকে দান করিয়া মায়ামুক্ত করিবেন। তাহার আসা যাওয়ার ছুটী। তবে সেও আসিবে, যখন তার সর্ব্বস্বধন-শ্রীভগবান লীলা করিতে অবতীর্ণ হইবেন, তখন সেও,—যুগে—যুগে,—জনমে—জনমে,—তাঁহারি সেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই আসিবেন। তাই বলিতেছি যে অত রাগ করনা,—রাগ করনা,—কর্ম্মী হও—ভক্ত হও—সবই পাবে। কিন্তু বিনা ব্রহ্মচর্য্য পালনে প্রকৃত সত্যরূপী শ্রীভগবান পূর্ণভাবে পাবে না। এজন্যই বলিতেছিলাম যে ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ সাধনা, ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ তপস্যা, জীব ব্রহ্মচর্য্য পালনরূপী মহাতপস্যা করিলে অনয়াসেই মায়ামুক্ত হইয়া নিষ্কাম সাধনায় শান্তি লাভ করিবেন। আর এই কায়, মন, বাক্য, তিনটী বস্তু এক করিয়া যেদিন তুমি সেই চরণে আত্মসমর্পণ করিবে, সেই দিনই তুমি সত্য হবে তুমি সত্য হলেই তোমার আঁখির মিথ্যা আবরণ মুক্ত হইয়া, অন্তরে বাহিরে সেই সুবিমল রূপ দর্শন হইবে। তাই বলিতেছি সত্য হও,—সৎ রূপী নাম জপে মিথ্যা কপটতা দূর কর, নিশ্চয় সেই সত্যস্বরূপের দর্শন পাবে। মিথ্যা থাকিতে—কিছুতেই দর্শন পাবে না—

কাঁদিয়া মাথা খুঁড়িলেও নহে, মনের কথা শুনিয়া আমার পাগল প্রাণ আরও ব্যাকুল হইল। কোথা—প্রাণের দেবতা—তুমি কি দেখা দিবে না দীনবন্ধু, দিনে, দিনে, যে অনেক দিন হইয়া যাইল, কতদিনে কাঙ্গালকে দেখা দিবে—জগতের নাথ হয়ে কাঙ্গালের প্রতি আর এত নিষ্ঠুর হও না,—আর যে কাঁদিতে পারি না প্রভু হয় পরিত্রাণ কর, নতুবা তোমার নামে—পাগল কর আমি এ অন্তর্জ্বালা হইতে নিস্তার পাই। এমন করে উদাস মনে পাগল করে, আর কতদিন রাখিবে নাথ— আর কাঁদিতে যে শক্তি নাই প্রভু—শুনতে কি পাওনা। কতদিনে তুমি আসবে—কতদিনে তোমায় দেখে আমার সর্ব্ব কামনা রহিত হবে। আমার এ তনু তোমাতেই লয় হবে, কতদিনে। আমার এ প্রাণের জ্বালা যাবে, আমার এ বুক- ফাটা অন্তর— কান্নার নিবারণ হবে পাগল মন বলিল—কাঁদ—কাঁদ,— আর—কাঁদ, প্রাণভরে—জীবনভোর কাঁদ—খুব কাঁদ। কাঁদিতে কাঁদিতে চোকের জলে সকল কলুষ কালিমা মলিনতা ধৌত হউক। কাঁদিতে কাঁদিতে জন্ম-জন্মান্তরের সকল কর্ম্মরাশি—চোখের জলে ভেসে চলে যাক্। সকল মায়াবন্ধন ডুরি খুলে যাক্। কাঁদিতে—কাঁদিতে সেই সদা আকাঙ্খিত চরণ দুখানির অভিষেক কর—আর কাতর করুণকণ্ঠে শরনাঁপন্ন হইয়া বল—ত্বং গতিং পরমেশ্বরং

ত্রাহি মাং মধুসূদনঃ।

তুমি লুকালে গো কোনখানে ?

১

দেখা দিয়ে দয়াল শ্রীহরি
তুমি লুকালে গো—কোনখানে
মোর আঁখিধারা—বেয়ে—পড়ে
(সখা) এতই ছল তোমার মনে
তুমি লুকালে গো—কোনখানে ?

২

কাছেতে থাকিয়ে মায়া দাও
কাঁদায়ে মোরে দূরে—লুকাও
(একে) কেমন ধারার ভালবাসা
বুঝিতে নারি—সরল প্রাণে
তুমি লুকালে গো কোনখানে—?

৩

মৌন ভাষায় চকিতে এস
সুধার রাশি হাঁসাটী হাঁস
শূন্য পরাণ উদাস করে
বাঁশী বাজাও কোন বিপিনে
তুমি লুকালে গো কোনখানে—?

৪

(আমি) সইবনা আর লুকোচুরি
ভাঙ্গব তোমার জারিজুরি
একবার দেখা পেলে পরে
বাঁধব রাতুল শ্রীচরণে—।
তুমি লুকালে গো কোনখানে—?

অন্তরে—অন্তরে

অন্তরের—অন্তরধন! অত—অন্তরে—অন্তরে কেন—? কাছে এস, অত-অন্তরে—থাকে কি—? তুমি যে অন্তরের। অন্তরে—অন্তর্সমাধি প্রাপ্ত হয়ে, অন্তর মাঝে তোমায় পূজা করি এস। আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত তুমি আছ,—কাজেই তোমার অন্ত নাই, এই অন্ত রহিত তুমি, কিন্তু আমার অন্তরে সদাই আছ। চৈতন্য শক্তি, চিৎরূপে,—বিবেক বেশী সৎরূপে, এবং ইচ্ছা মায়া আনন্দ রূপে সচ্চিদানন্দ, তুমি আমার অন্তরে—তোমারি অনুভূতির বিকাশ কর। ক্রিয়াশক্তি, স্পন্দন, বাক্য-স্ফুরণ, ইন্দ্রিয়াদির অনুভব সমস্তই, তুমি অন্তর হইতে সমাধান কর। সত্ব, রজঃ, তমঃময়, অথচ ত্রিগুণাতীত—নির্গুন তুমি, আমার অন্তরে ত্রিগুণে থাকিয়া, আমায়—ত্রিভাবে—কার্য্য করাইয়া যাদুকরের ন্যায় ভেল্কিবাজী করিতেছ সর্ব্বশক্তিমান তুমি আমার অন্তরে তোমার অনন্ত শক্তির বিকাশ করিতেছ। তোমার শক্তিতেই তোমারি ইচ্ছারূপিনী—আমির উৎপত্তি হইয়া, অহংজ্ঞানে বদ্ধ, ও মোহিত হইয়া,—অন্তরে আত্মারাম তুমি,—তোমাকেই অন্তর হইতেও অন্তরে রাখিয়া, ভুলিয়া যাইয়া, ত্রাহি—ত্রাহি—রবে আবার—অন্তরে খুঁজিতে আরম্ভ করিতেছি। তুমি আমার অন্তর মন্দিরে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিবানিশি রহিয়াছ, তথাপি আমি মায়া আবরণে আঁখি বদ্ধ করিয়া তোমার জন্যই দিবানিশি অন্তর কান্না আরম্ভ করিয়াছি। আমার অন্তরচারী—অন্তরবিহারী—সখা—তুমিত আমার অন্তরে, তোমার বিহারের পূর্ণ্যলীলাভূমি পূণ্য নিকেতন করিয়াছ। কিন্তু আমি—সমস্ত ত্রিভূবন ঘুরিয়াও, তোমার

নানারূপে-নানালীলা-দর্শনেও কোথাও তৃপ্তি না পাইয়া, আবার অন্তরে অন্তরস্থ—তোমার লীলাদর্শনে, অন্তঃতৃপ্তিতে—স্থির হইয়া থাকি। আমার অন্তরের একমাত্র দেবতা! তোমার ইচ্ছারূপিনী আমি আমাকে নিবৃত্তি কর। আমার—যথেচ্ছাগামী সেচ্ছাচারী মনকে, অন্তরে—অন্তরগামী তুমি—তোমাতেই সংযুক্ত কর। হে অন্তর সাধনার আরাধিত-ধন! অন্তরে থাক্। কিন্তু মায়ায় ভুলাইয়া আমায় অন্তরে—অন্তরে—করিতেছ কেন? এ যে বড় দূরত্ব—বড়—ব্যবধান—এ মায়া ব্যবধান মায়া-দূরত্ব দুর কর—আমি তন্ময় হইয়া তোমাকেই সর্ব্বমূর্ত্তিতে, অন্তর দেবতারূপে দর্শন করি। আমার চিত্তবৃত্তি সকল অন্তরস্থ তোমাতেই নিয়োজিত কর। হে দেব—তুমি অন্তরে—অন্তরে থাকিলেও, যদি কেহ তোমায় ডাকার মত ডাকে, কাঁদার মত কাঁদে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহার অন্তরে পূর্ণ প্রকাশ হইয়া অভয় দাও। তোমার লীলা তোমার দান সমস্তই অন্তরের অন্তরে, অতি গোপনভাবে। হে নাথ! আমিই যখন তোমার অন্তরের তখন এত অন্তরে—অন্তরে কেন প্রভু? আমার অন্ধ আঁখির আবরণ দূর কর। আমি অন্তরে তোমার পূর্ণ—"সৎ"—মূর্ত্তির দর্শনে, মায়া মিথ্যা কবল হইতে পরিত্রাণে,—তোমার নিকটস্থ হইয়া এ মায়া ব্যবধান দূর করি। বড় জ্বালা প্রভু! এ জ্বালা সেই জানে যে তোমার অন্তরস্থ।

ওগো। নিকট বন্ধু! আর কেন? সদয় হও। এবার সৎ বা সত্যরূপী তোমারি সহায়ে; আমায় অন্তর্সমাধি প্রাপ্ত করাইয়া নিকটস্থ কর। আর অন্তরে অন্তরে দূরে-দূরে থাকিও না।

প্রেমময়

কীর্ত্তন

প্রেমময় হে

করুণা করিয়া প্রেমভিক্ষা দিয়া,
চিরসাথী কর মোরে।
তুমি প্রেমের মহাজন প্রেমিক সুজন,
প্রেমের মহাদানী হে।

তুমি প্রেমের রাখাল প্রেমের কাঙ্গাল,
প্রেমের মহারাজন হে।
তুমি প্রেমের সায়র প্রেমের নাবিক,
প্রেমের মহান তরী হে।

তুমি প্রেমের যোদ্ধা প্রেমের সৈন্য,
প্রেমের মহান রথী হে।
তুমি প্রেমের ভূপ প্রেমের স্বরূপ,
প্রেমের মহামুরতি হে।

তুমি প্রেমের আরতি প্রেমের বিরতি,
প্রেমের মহান রতি হে।
তুমি প্রেমের আকৃতি প্রেমেতে প্রকৃতি,
প্রেমেই তোমার লীলা হে।

তুমি প্রেমের ছাত্র প্রেমের পণ্ডিত,
প্রেমের মহান জ্ঞানী হে।
তুমি প্রেমের আকর রত্নগুণাকর,
প্রেমের মহান খনি হে।

তুমি প্রেমের ভিখারী প্রেমেই সাকারী,
প্রেমেই বাঁধা চিরদিন হে।
তুমি প্রেমের বিজয়ী প্রেমেই পরাজয়ী,
প্রেমেই ভক্ত চরণধারী হে।

আমি কোন প্রেমেতে বাঁধব তোমায়,
ভুবন বাঁধা তোমার প্রেমে হে।

দ্বাদশাক্ষরী—ওঁ শ্রীজপমালা

১। ওঁ শ্রীবাহেগুরু হরিনাম সত্য।

২। ত্রিদিব দুর্লভ বাহেগুরু হরিনাম।

৩। মর জগতে অমর বাহেগুরু হরিনাম।

৪। সাধনার মহাসিদ্ধি বাহেগুরু হরিনাম।

৫। জলন্ত পাবক সম দীপ্তিশালী বাহেগুরু হরিনাম।

৬। প্রাণ কাঁদান মন মাতান, পাষাণ গলান বাহেগুরু হরিনাম।

৭। সংসার মরুতে বাহেগুরু হরিনাম অমৃত বারি।

৮। ওঁ শ্রীবাহেগুরু হরিনাম সজীব মহামন্ত্র জীবের অন্তরে অনুভূতির পূর্ণ বিকাশ করে।

৯। ওঁ শ্রীবাহেগুরু হরিনাম মহাপাদপ সর্ব্বজীবে ছায়াদাতা।

১০। ওঁ শ্রীবাহেগুরু হরিনাম মহাশক্তিময় শান্তির আধার।

১১। সৎ চিৎ আনন্দ একই ব্রহ্ম চিৎ চিদ্ চেতন একই চৈতন্য বাহেগুরু হরিনাম চৈতন্যরূপী সচ্চিদানন্দময় পরম ব্রহ্ম।

১২। প্রপঞ্চ পঞ্চশাস্ত্রকে বাহেগুরু হরিনাম শ্রেষ্ঠ।

শেষ মিনতি

শুন ওগো ত্রিলোকবাসী বলি যুক্তকরে,
পায়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বিনয় সকাতরে।
যাত্রার শেষ অঙ্কে পাগলীর নাট্যশালে,
সমস্বরে বাহেগুরু রাম, বোল সকলে।
নাম সুধা কর্ণমূলে দিওগো! সবে ঢালি,
আঁখি তারা-নিভবে তখন ওঁ হরি-বলি।
হরিনামে খুলবে বাঁধন মায়া আবরি,
শমন যাবে দূরে সরি আসবে মুরারি।
হরি নাম সার করেছি হরি নাম স্মরি,
মায়াভূমি ত্যজি যাব বলি জয় শ্রীহরি

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ওঁ শান্তি

শ্রীবাহেগুরু অঞ্জলি

দ্বিতীয় খণ্ড

কীর্ত্তন লহরী

ওঁ শ্রীশ্রীগুরু অঞ্জলি

আবাহন

সুর কীর্ত্তন

রূপে আলো করে ভুবন,
ভুবন মোহন কে এলরে।

চম্পক বরণ নলিন নয়ন,
কমল চরণে তুলসীদল রাজেরে।
ঐ চরণ সুধা পান করিয়ে,
ভোলা পাগল হয়েছেরে!

রাজীব লোচন সুধাংশু বদন,
শিরে কিরিট ভূষণরে।
শ্রীমুখ শোভিত চাঁচর কেশজালে,
কিবা মন মুগধ শোভারে।

যেন শ্যাম-জলদ হৃদে ধরেছে,
শরদিন্দুর পূর্ণ চাঁদেরে।
কটিতে-কিঙ্কিনি করে কিনি-কিনি-ধ্বনি,
যেন কারে বা ডাকেরে।

পাগল করা রূপ তাহার,
পরাণ ভুলাণ আঁখিরে।
পীতবাসে তনুখানি জড়িত যেন চম্পক দামে,
কাঞ্চন দাম আবরি মিশেছে রে।

কিবা মৃগ চন্দন তিলক ভালে,
শ্রবণে মণি কুণ্ডল দোলে।
গলে বনফুলে তুলসী দলে,
মালা রচিয়া কে দিল রে।

কিবা সে রূপের উজল শোভা,
ত্রিলোক মোহন—মনলোভারে।
হেরিয়ে সেরূপে চিত্ত—বাসনা বিরূপ,
সকাম—নিষ্কাম—হয়েছে—রে।

কেরে হৃদয় মন্দিরে

কেরে হৃদয় মন্দিরে—কেরে আমার হৃদয় মন্দিরে
আলো করে দশদিশি
বসে   কেরে হৃদয়' পরে

১

কি তার মোহন মুরতি শোভা
যোগীজন মনলোভা—
তাই মধুকর হয়ে তারা
চরণ-সরোজে গুঞ্জরে—
কেরে হৃদয় মন্দিরে,

২

কিবা বদন সুন্দর জিনি শশধর
কোটী চাঁদের উদয় রে,
(তাই) কলঙ্কি চাঁদ কেঁদে মরে
(ঐ) পূর্ণ চাঁদের পায়ে ধরে,
কেরে হৃদয় মন্দিরে,

৩

কিবা অলকা তিলকা ভালে
গলে বনমালা জ্বালে
কিবা শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝল্‌মল্‌
রত্নকিরিটি, শিরে.
কেরে হৃদয় মন্দিরে

৪

কিবা চম্পক বরণ অঙ্গ ভাতি
দশন মুকুতা পাঁতি
কিবা অমিয়া জিনিয়া হাঁসি
সুধা ক্ষরে অধরে—
কেরে হৃদয়—মন্দিরে

৫

কিবা বঙ্কিম নলিন নয়ন টানে
টেনেছে মোরে প্রাণে প্রাণে,
সকলি হরিয়া করেছে কাঙ্গল
এমনি দয়াল রে,
কেরে হৃদয় মন্দিরে,

৬

যে হেরেছে সে মোহন রূপে
সেই ভুলেছে নিজ স্বরূপ
তাই মদন মোহিত হল—
হেরে ঐ মদন মুরারে

নিঠুর বলি অভিমানে—

এত নিঠুর হরি কে আছে আর তোমা বিনে
কাঁদান স্বভাব তোমার গেলনাত জীবনে
কাঁদিয়েছিলে মা যশোদায় কাঁদিয়েছিলে গোপবালায়
কাঁদিয়েছিলে শ্রীরাধিকায় বৃন্দাবনের বনে বনে
কাঁদিয়েছিলে বৃন্দায় কাঁদিয়েছিলে শ্রীদাম সখায়,
কেঁদেছিল ধ্রুব প্রহ্লাদ হরিবোলে আকুল প্রাণে।
কেঁদেছিল রাণী মীরা, কেঁদেছিল নদের গোরা
তারা কেঁদে কেঁদে পাগল হল, হরি হরি নামের গুণে
কাঁদেন দেখ নারদমুনি বীণা করে হরি-হরি-ধ্বনি
হরিনামে বিভোল ভোলা—কাঁদেন বসে শশ্মানে
যে ডাকে তোমায় হরি বলে ভাসাও তারে চোখের-জলে
সারাজীবন কাঁদ্‌লে পরে বাজে তবে তোমার প্রাণে
কেঁদে কেঁদে জনম গেল—বলি শুন হে দয়াল
স্থান দাও চরণে মোরে নিঠুর বলি অভিমানে।

হরি নাম সার করেছি

জয় হরি শ্রীহরি—হরি নাম বল বদনে
হরি নামে নদীর উজান ফিরে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে
হরি নামে পাষাণ গলে মৃত বাঁচে প্রাণে—
হরি নাম বল বদনে

কাজ কি তোর ভজন পূজন—কাজ কি সাধনে ?
কাজ কি তোর বেদ বেদান্তে কাজ কি তোর জ্ঞানে
হরি নাম বল বদনে

কাজ কি তোর যোগ-যাগে—কাজ কি তোর ধ্যানে
কাজ কি তোর উপনিষদ কাজ কি দর্শনে—
হরি নাম বল বদনে

কাজ কি তোর পাতঞ্জলে—কাজ কি তোর সামে
কাজ কি তোর শ্রুতি স্মৃতি কাজ কি বিজ্ঞানে

হরি নাম বল বদনে
কাজ কি তোর ন্যায়—নীতি—কাজ কি তোর-মানে
কাজ কি তোর-অহমিকায়—কাজ কি—শাসনে
হরি নাম বল বদনে

কাজ কি তোর—ব্রত জপে—কাজ কি তোর দানে
সকল সারের সার হরিনাম লও প্রতিক্ষণে
হরি নাম বল বদনে

হরিনামের কি মহিমা বল কেবা জানে
জানেন শুধু পাগল ভোলা তাই কাঁদেন শশ্মানে
হরি নাম বল বদনে

হরিনাম শিরেধরি' হরিনামের ভূষণ পরি'
(আমি) সার করেছি সার হরিনাম—ভয় করিনা শমনে
হরি নাম বল বদনে

করনা বঞ্চনা

হরি হে—

(আমি) অকৃতি অধম বলে করনা বঞ্চনা

অনন্ত অসীম তুমি

মায়ামুগ্ধ জীব আমি

কেমন করে জানব তোমায়

তুমিই তোমার তুলনা

আছি ভবের কারাগারে

ছয় প্রহরী তাড়ন করে

মায়ার শিকল গলায় পরে

(আমি) পাই কত যাতনা—

দয়াময় দয়া কর নাইক

আমার সাধনা-

তোমার রাঙ্গা চরণ বিনে

আরত কিছু জানিনা

(আর) তোমার মায়ায় ভুলিয়ে আমায়

চরণে ঠেলনা-ঠেলনা

প্রভু করনা বঞ্চনা

তুঁহু ভরসা

পিয়ারে

ময়কো তুঁহু ভরসা
হামারা দিলমে—ঢুঁড়কে দেখ
ময়লা নেহি হায় খোলসা
তুঁহারি-চরণ-হামারি-শরণ
মেরি সবকো তুঁহু-আশা—

জগন্-নাথ

তুঁহু—হামারা—
তুঁহু বনয়ারী—
তুঁহু হোঁ মুরারি
তুঁহু-রাখালিয়া—
তুঁহু—ব্রজরা—
তুঁহু—নারায়ণ—
তুঁহু—মধুসূদন—
হামারি—শরণ—
চরণ-তুঁহারা—

সকলি হরিয়া—হরিনাম লয়ে

হরি হে—

সকলি হরিয়া লইয়ে মোর
হরি নামটী লয়েছ—
বঙ্কিম নয়নে চোকেরি টানে
পরাণ কাঁদাতে শিখেছ
পাগল করা মধুর হাসি
ফাঁসীর রাশে বেঁধেছ
ভুবন ভুলান মোহন মুরতি
হিয়ায় হিয়ায় এঁকেছ—
(ভক্ত) সাধন-ধন-কমল-চরণ
হৃদয় মাঝে রেখেছ—
(আমার) সারাটী তনুতে জলন্ত আঁকরে
হরি হরি নাম লিখেছ

হরি বলে ভবপারে চল

হরি বল, হরি বোলে—
ভবপারে চল্—
হরি-চরণ কর তরী—
হরি হবেন কাণ্ডারী
ভক্তির পাল তোল তাতে,
প্রেমের হালটী ধর
বিশ্বাস বায়ে ছুট্‌বে তরী—
নাম কর সম্বল
আশীলক্ষ ঢেউ কেটে যাবে
পাবে মোক্ষফল
মায়ার তুফান যতই উঠুক
হও নির্ভর—
হরি হরি হরি তানে—
উজান—বেয়ে চল

নবীন-মানুষ

এসেছে নবীন মানুষ
তোরা দেখবি যদি আয়
নির্গুণ ঐ পরম পুরুষ
স্বতঃ রজঃ তম ময়—

তার মায়া ঢাকা সকল অঙ্গে
জ্যোঃতি খেলে নানারঙ্গে
লাল নীল সবুজ সাদা
কত রংয়ের বিকাশ হয়

চোকে বেঁধে মায়ার ঠুলি
কেন আছ আপন ভুলি
ভাল করে দেখবে চেয়ে
গোলকের চাঁদ নেমেছে ধরায়

(ও) সে মনের কথা জানতে পারে
লুকান কিছু যায়না তারে
(ওগো) মায়ার সাথে সদাই মাতে
তারে চেনা দায় !

তারে দেখার মত দেখলে পরে
কাম যায় দূরে সরে—
আমার ঐ চরণে রতি থাকে
শুধু কাম যে পালায়—

ও) সে মুখে বলে বাহে গুরু—
স্বয়ং ভক্ত কল্পতরু
আমি চরণ পেয়েও চিনতে নারি—
তাই কেঁদে মরি হায়
তোরা দেখবি যদি আয়

আরাধনা

নয়ন জলে মালাটী গাঁথিয়ে
সাজাইব হরি তোমায়
সোনার কমল নাই যে আমার
মন-কমল দিব রাঙ্গা পায়
প্রেম-ভক্তি দুটী ফুলে
পূজিব চরণ কুতূহলে—
অনুরাগের চন্দন লইয়ে—
মাথাইব সকল গায়
হৃদয় মন্দিরে পাতিয়া আসন —
বসাইব সাদরে করিয়ে যতন
পুলক চামর আবেগে ঢুলায়ে
পরাণ ভরে হেরব তোমায়
মুখে বলিব হরি হরি
পড়বে ঝরে প্রেমবারি
আমার – আমি তোমার হবে
জুড়াইব মায়ারি জ্বালায়

ক্ষ্যাপামন হরি বলনা

ওরে আমার পাগল মন—
একবার হরি বলনা
পরাণ ভরে হরিনাম বলনা
একবার হরি বলনা
আশীলক্ষ জনম ঘুরে
সাধের মানব জনম পেয়েছরে
এমন সোনার জনম—ওরে ও মন্
(তুমি) মাটীর দরে বেচোনা
হরি নামে আছে কত মাধুরি
পান কররে পরাণ ভরি
হরি নাম সুধা পান করিলে
ভবের ক্ষুধা রবে না
তোরে ক্ষ্যাপা বলবে বলুক লোকে
তাতে তুমি ভয় করনা
শুধু নামের গুণে তরে যাবে
ঘুচে যাবে আনাগোনা

মা—আমায় পাগল কর

পাগল করে দেমা আমায়
আমার পাগল হতে বড় সাধ হয়েছে
কে জানে মা পাগলের তত্ত্ব
পাগল জানে শুধু ঐ পাগলা তত্ত্ব
হরি নামে পাগল উদাসী
আমি পাগল বড় ভালবাসি
পাগল হলেই—পাগল পাব
ত্রিতাপ জ্বালা মা—জুড়িয়ে যাব
ও সে নিজের ভাবে নিজেই পাগল
স্বত্তঃ রজ তম ময়
মা—পাগল না হলে পাগলত কেউ পায় না
ভবের আনাগোনা তার ঘুচেনা ঘুচেনা
পাগল পেতে হলে যেতে হবে সকল ভুলে—
সচ্চিদানন্দময় পাগল পেলে
মাগো দুঃখ আর রবেনা রবেনা
তাই বলি ও ইচ্ছাময়ী—
এবার পাগল মোরে করনা

তোমার অন্ত পাওয়া ভার

ঠাকুর

তোমার অন্ত পাওয়া ভার্
তুমি কারেও হাঁসাও—কারে কাঁদাও
কারেও ভাসাও আর
তোমার অন্ত পাওয়া ভার্
গুণের তুমি গুণমণি—
আমি বলব কিবা আর
তোমার অন্ত পাওয়া ভার
রূপের তোমার নাই উপমা
তুমি সকল রূপের সার
তোমার অন্ত পাওয়া ভার্
আবার প্রেমের দায়ে গোপী-চরণ
ধরলে বারে-বার
তোমার অন্ত পাওয়া ভার্
তাই হরি হয়ে বলচ হরি—
একি লীলা—বুঝতে নারি আর
তোমার অন্ত পাওয়া ভার্

অভাগা কপাল

বঁধুরে

পিরিতি তুঁহারি কিসে আর—
আমি রাখি বল্
তোর পিরিতি লাগিয়ে—হয়েছে আমার
আঁখি ধারার সম্বল্
পাইব বলিয়ে পরমা বিরতি—
তাইতে করিলাম পিরিতি আর
একুল ওকুল দুকুল হারালাম
শুধুই লভিলাম গঞ্জনা সার্
না হল সাধের সংসার সাধন
পাগল পরাণ চিত্ত-বিকার
তোর পিরিতি তোরে জনম কাঁদিনু—
অভাগা কাঙ্গাল কপাল আমার

হরি নাম কর সাধনা

তোমরা হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল বলনা
হরি নামে জ্বালা যাবে—যাবে সকল বেদনা
প্রাণের আগুণ নিভে যাবে—মিটে যাবে কামনা
হরি নামে সবই পাবে—ঘুচে যাবে আনাগোনা
নাম ব্রহ্ম নাম সত্য নামই কর সাধনা
একবার হরিবোল বলনা

হরি বলে হরি বলে হরি বলে
হৃদয় বীণে বাজ্‌রে বাজ্‌রে বাজ
হরি নামে হরি নামে হরি নামে
উজান বয়ে যাগ্‌রে—যাগ্‌রে যাগ্‌
হরি রূপে হরি রূপে হরি রূপে
নয়নভরে থাক্‌রে—থাক্‌রে—থাক্‌
হরি গানে—হরি তানে হরি ধ্যানে—
ঘুচে যাবে রাশি—রাশি পাপ

হরি পিয়ারে

ভরসা ম্যায় হরি পিয়ারে
হরি ম্যায় সাধনা
পিয়ারে পিয়ারী হরি
ম্যায় দিল্‌মে আস্তানা
হরি যিশ্‌কো শিরমে তাজ্
হরি যিশকো দেহেমে সাজ্
হরি যিশ্‌কো পিয়ারে রহেছে
কোন কাম্‌সে আউর ভজনা
কিতাব কি কোন্ কাম হ্যায়
কোন কামসে বাত বলেনা
কোন কাম্‌সে সম্পদ দারী
হরি যিশ্‌কো ভূষণা
ম্যায় বিচ্‌মে হরি দেখনে ভারী
কর্‌তে হোঁ খবরদারী
(আউর) হরি নামসে সরম নেহিনি
ঝুরাতি তুম্ন নয়না

তোমারি লাগিয়ে হয়েছি কাঙ্গাল্

তোমারি লাগিয়ে ভুলেছি সকল—
বরিয়া নিয়াছি যতেক দুখ্
তোমারি লাগিয়ে এত আঁখিজল—
তোমারি লাগিয়ে বেঁধেছি বুক্
তোমারি নাম হরি হর শ্যাম—
সে নামে মোর বাসনা বিরূপ
তোমারি চরণ হৃদে অনুক্ষণ—
হিয়ার মাঝে তুমি হে ভূপ্
তোমারি চরণে আমারে সঁপেছি
করুণা দানে হওনা বিমুখ
তোমারি লাগিয়ে হয়েছি কাঙ্গাল্—
বারেক তুলিয়ে চাহগো মুখ

দয়াল আর বলব না

হরি

নিঠুর হরি বলব তোমায়
দয়াল ত আর বলব না
কেঁদে কেঁদে মরি আমি
তোমার প্রাণে কি বাজে না
দিনে দিনে দিন যে গেল
দীন বন্ধু দেখা দিলে না
কাঙ্গাল বলে এতই হেলা
কাঙ্গালের ঠাকুর হলে না
হিয়ার আগুণ জ্বলে যত
আঁখি ঝুরে অবিরত
প্রাণ সখা দাও হে দেখা
আর আমারে কাঁদাও না

এস আমার প্রাণের হরি

এস আমার প্রাণের হরি
রাঙ্গা পায়ে নূপুর পরি
রুনু ঝুনু ঝুনু বাজবে নূপুর
উঠবে প্রেমের লহরী
হরি বোলে নাচব মোরা
করে দিয়ে করতালি
(মোরা) হরি হরি হরি বলে
পূজবো তোমায় বনমালী
হরি নামে বইবে উজান্
হরি নামে ধরবো তান্
(মোদের) হৃদয় কুসুম সযতনে
চরণে দিব অঞ্জলি
নেচে নেচে এস তুমি
নয়ন ভরে হের্‌বো আমি
মোহনরূপে প্রাণ জুড়াবে
পড়বে ঝরে আঁখিবারি
আকাশ বাতাস ছেয়ে যাবে
হরি নাম গাইব সবে
সীমার মাঝে অসীম হয়ে
বাজবে সুর হরি হরি

বাঁশী কে বাজায় ?

আমার

পরাণ্‌ কাঁদায়ে বাঁশী কে বাজায় ?
বাঁশীর সুরে উদাস করে
সকল করম ভুলায়ে দেয়
বাঁশীত বাজেনা বনে
বাঁশী বাজে প্রাণে প্রাণে
প্রাণের ভাষা প্রাণই বুঝে
(তাই) প্রাণে প্রাণে কথা হয়
প্রাণের আগুন জ্বলে যত
বাঁশী বাজে অবিরত
তার নীরব-ভাষায় গোপন ব্যাথা
ঐ বাঁশীর সুরেই প্রকাশ পায়

কি সুরে বাজে কি সুরে বাজে
হরি হে-তোমার মোহন বাঁশী
সে সুর গিয়া যে পাগল প্রাণে
করেছে মোরে উদাসী
সে সুরের লাগিয়ে সকল ভুলিয়ে
আঁখি ঝরে দিবানিশি

তোমায় কে জানে—?

হরি

কেমন তুমি—তোমায় কে জানে ?
জানে শুধু সে তোমারে—
যারে টান প্রাণে-প্রাণে
(তুমি) টানার মত টান যারে—
ঘরে সে রইতে নারে
সকল ভুলে আসে ছুটে
ভুলে যায় কুল-মানে
তোমার টান এম্নি ধারা—
বিভোল করে পাগল পারা
সে যে আছে কি নাই আর—
তাও ভুলে মনে জ্ঞানে—
তোমায় হরি জেনেছে যে
সারা জনম কেঁদেছে সে—
কান্নাব্রত সার করে তাই—
উদাস হয় জীবনে—
তোমায় ভক্ত পায় বঁধুরূপে
(আর) যোগী পায় হৃদয়-কোলে

———

তুঁহু ভরসা ভারী

পিয়ারে

তুঁহু মেরি ভরসা ভারী
খবরা লেতে হোঁ
হর ঘড়ি ঘড়ি ঘড়ি
তুঁহারি সুরতিয়া—হামারা দিল্‌মে
চমকে চমক্‌-দারী
তু হারি—পিয়ারে
নিদ্‌ না আওরে
(মেরি) ঝুরাতি নয়না বারি

দেখাত দিলেনা

হরি কোথা আছ তুমি জানিনা—
কেঁদে-কেঁদে মরি আমি, তোমার প্রাণে কি বাজেনা
অনাথ কাঙ্গাল আমি
দয়ার আধার তুমি
কেন তবে পাষাণ এত
দেখা দিয়ে বলনা
করজোড়ি করি নতি
(আমায়)দেখা দাও বিশ্বপতি
প্রাণের জ্বালা ঘুচাও মোর—
(হরি) নামে কলঙ্ক দিও না

হরি
দেখাত দিলেনা সদয় হলে না গেলনা প্রাণের বেদনা
কে তোমায় দয়াল বলে বুঝিতে পারি না
তোমারি বিরহের আগুণ কে নিভাবে বলনা
কাতর-প্রাণে ডাকি তোমায় একবার দেখা দাও
সখা করনা ছলনা।

কানাইয়া বন্-শী

যমুনা কিনারে বন্শী বাজাত্ কানাইয়া
মৃদুলি, মৃদুলি, বহাতি বাওয়া
আও মেরি রাধা পিয়ারিয়া
আওত ললিতা আওত বৃন্দা
আওত বিশাখা আওত চন্দ্রা
আও্— মেরি - সব্কো পিয়ারী
বোলাহি তোরি বঁধুয়া
বাজাওত করতাল নাচাওত ব্রজলাল
ওহি গীতোয়ামে জগত বিভোলা·
দোলৃত দোলৃত দিলমে দোলৃত
মেরি রাজ দুলালি নন্দ কিশোরা

বন্‌শী ছোড়্ দেও

গোড়ে তোরি লাগি কানাইয়া
ছোড়দে বনশী ছোড়দে বনশী
ক্যায়সে রহেঙ্গে মেরি সরমিয়া—
তুঁহু বন্‌শী ফুক্‌ারে ফুক্‌ারে
বোলাহি মেরে—
ননদিয়া ডর্‌কে মারে
নেহি আঁতে হু
(মেরি) দিলমে নিক্ না আওয়ে
আঁখিয়ামে বহাতি লহুয়া

হরিনাম সম্বল

হরি বোল—হরি বোল—হরি বোল– বোল
হরিনাম বিনে আমার কিছু নাই সম্বল
সুধামাখা হরিনাম বলরে জীব অবিরাম
বিষয়ে মজনা নাম ভুলনা
সাধিয়ে পরনা মায়ারি শিকল—
দুরন্ত ঐ কৃতান্ত নিকটে নিতান্ত
ভুলেছ তাহারে—আছ মায়ার ঘোরে
অমৃত বলিয়ে পান করিছ গরল।
(ওরে) স্বরূপহারা জীব শুধু হরিবোল

হরি বোল বোল হরি বোল হরি নামটী বড় ভালবাসি
হরি নামে আমার হৃদয় বীনে বাজছে দেখ দিবানিশি
হরিনামে পাগল ভোলা সকল ত্যজে সন্ন্যাসী
হরিনামে নারদ মুনি হয়ে আছেন উদাসী॥
হরিনামের সুধা পিয়ে মাতাল দেখ বিশ্ববাসী
হরি বোলে কাঁদলে পরে ঘুচে আমার তমোরাশি

হরি হরি—দুখহারী

হরি যোগেশ্বর, জ্যোতির্ম্ময়,
যোগীজন-হৃদয় বিহারী।
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-সনাতন,
সত্য-স্বরূপ পাপ-নিবারী।
শান্তি আলয় মহিমা ধার,
পতিত পাবন ভবভয়-হারী।
কামদহন কলুষ নাশন,
কলঙ্ক—ভঞ্জন—মদন মুরারী।
বিশ্বরূপ বিশ্ববন্দন দেব,
বিশ্বব্যাপী ওঁকার সর্ব্বাধারী।
দীনবন্ধু করুণাময়,
অনাথ নাথ রাবনারি।
ভক্ত প্রাণ রমন চিতরঞ্জন,
সর্ব্বদায়ক—অন্তরচারী।

প্রভাতী

নিশি পোহাইল ঊষা আসিল,
মন পাখী ডাকরে,
পঞ্চম সুরে বাহেগুরু—বোলরে।
আর কত দিন মায়া নীড়ে,
ভবভালে-ঘুমাইবে রে।
ও তোর ঘুম না ভাঙ্গিতে,
আঁখি না মিলিতে,
আয়ুবৃক্ষ করে ছেদন রে,
শমন কাঠুরে।
মোহেরি ঘুম ছাড়িয়ে ভাই,
জাগিয়ে হরিনাম গাওরে।

প্রভাতী

বাহেগুরু বাহেগুরু বাহেগুরু বোলে
জাগরে্ জাগরে্ জাগরে্,
সুধামাখা হরি—হরি হরি হরি বোলে।
তোমার পাপনিশা পোহায়েছে,
নাম রবি উদিয়াছে।
দেখনা—দেখনা আঁখি দুটী মেলে।
জাগরে্ জাগরে্ জাগরে্,
আর কত সুখে নিদ্রা যাও হে,
মায়া বিছানা কোলে।
মোহের ঘুম কি আর,
ভাঙ্গবে না হে,
দেখ শমন দাঁড়ায়ে শিয়রে,
জাগরে্ জাগরে্ জাগরে্,
বাহেগুরু বাহেগুরু বাহেগুরু বোলে।

কানাইয়া দিল্ কোই না পাওয়ে।

ঝটাতি কিশোরী তু আওয়া,
অপরা বঁধুয়া গলে মে,
তুঁহারি বিনোদিয়া কালা
তুঁহারি ভাল মে নেহি পিয়ারে,
আশরা নেহি—নেহি কুছ ভালা।
চুপ রহ নেহি রোত্তালী পিয়ারী,
কানাইয়া ঐ সাঁহু ধরম বালে,
(আউর) ঐ সাঁহু করম আলা।
তুঁহারি কানাইয়া দিল,
কোই নেহি পাওয়ে।
তুঁহু ক্যায়সে জানেঙ্গি বালা,
রাতিয়া দিনামে তুঁহারি,
আঁখিয়া বহাতি,
হামারি এহি বড়ি জ্বালা।

তোমায় কোনরূপে হেরিব।

আমায় বল, বল,

আমি কোনরূপে হেরব তোমায় হরি
সকলে তোমায় হেরি যেরূপে নেহারি,
গোলকেতে তুমি বিষ্ণু গোলক বিহারী,
হরিরূপে হর তুমি বাহেগুরু মানব সাকারী।
ব্রহ্মারূপে তুমি হও নিখিল সৃজন কারী,
রুদ্ররূপে তুমিই আবার ত্রিলোক সংহারী।
বিষ্ণুরূপে তুমি দেব মুকুন্দ-মুরারি,
রামরূপে তুমি আবার ধনুর্ব্বাণ ধারী।
পতিত পাবন তুমি পাষাণ উদ্ধারী,
ভক্ত সীতায় উদ্ধারী হলে রাবণ সংহারী।
কৃষ্ণরূপে তুমি বাঁকা মোহন বংশীধারী,
গোকুলের গোপী কাঁদাও বাজিয়ে বাঁশরী।
অনাথ নাথ তুমি দীনবন্ধু শ্রীহরি,
আবার শ্যামারূপে তম নাশ হয়ে দিগম্বরী।
তুমি পুরুষ, কি প্রকৃতি, স্বরূপ হও হে,
এ লীলা আমি বুঝিতে যে না পারি।
তুমিই জান স্বরূপ রূপ তোমারি,
কিরূপ সেরূপ, ওহে বিশ্বরূপ ধারী।
ভূধরে, প্রস্তরে, অনলে, অনিলে,
ওঁকার রূপেতে তুমি আছ হে ওঁকারী।
(এবার) বঁধুরূপে আমায় হৃদয়ে বস শ্রীপতি,
ভক্ত হৃদয় রাসমঞ্চ বিহারী।

তোমায় ভুলিব না।

আমি তোমার রাঙ্গাচরণ দুটী,
ছাড়ব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ কারু কথা,
শুনব না।
কত লোকে কত বলে কত ছলে,
ও.কৌশলে,
কত দেয়গো প্রাণে দাগা মরমে মরেও,
কাঁদব না।
দুঃখের বোঝা আসবে যত হাঁসি মুখে,
বইব তত।
বুক ফাটিলে পরাণ গেলেও তবু তোমায়,
ভুলব না।

মালা গাঁথা

হরি হে,

আমার সাধের মালাটী গেঁথেছি,
তোমার রাঙ্গাচরণ বাঁধব বলে,
মালাটী আমার গেঁথেছি।
ভক্তি, প্রীতি, প্রেম দিয়ে,
মন-মালা গেঁথেছি,
তোমার রাতুল চরণ বাঁধব বলে,
মালাটী আমার গেঁথেছি।
চোকের জলে জনম ভোর,
মরম-মালা গেঁথেছি,
তোমার যুগল চরণ বাঁধব বলে,
মালাটী আমার গেঁথেছি।
হৃদয় সূত্রে দিয়ে সখা,
নামের মালা গেঁথেছি,
তোমার চরণ কমল বাঁধব বলে,
মালাটী আমার গেঁথেছি।
আমার অহং মালা ঐ চরণ তলে,
আমার আমি তরে গেছি।

মানব শ্রীহরি।

কলিযুগেতে জীব তারিতে,
আসিল ঐ শ্রীহরি।
গোলক ত্যাজিয়ে আপনা বিলায়ে,
এসেছে গোলক বিহারী।
মায়ার মানব সাজিয়ে হরষে,
মানবের বেশ মানব সকাশে,
মানব আকৃতি মানব প্রকৃতি,
শ্রীতনুতে মায়ার আবরি,
মানব রীতি মানব নীতি,
মানব লীলা মানব গীতি,
মানবের দেশে মানব পরশে,
স্বরূপ লুকায়ে মানব শ্রীহরি।
তাই ধরা দেয় দেয় দেয়,
(কারেও) ওগো ধরা নাহি দেয়
ধরিয়া রাখিতে পারে সে তাঁরে,
যেবা বলে হরি হর হরি।
ওঁ শ্রীবাহেগুরু নামা ধরি,
হরি হয়ে বলে হরি,
ঝারে পড়ে প্রেমবারি,
আমরি মরিরে মরি।

জীবের দুঃখেতে হইয়ে কাতর,

এসেছেন তাই দেব বিশ্বম্ভর।

চরণ ছেড়না মায়ায় মজনা,

হেলায় হারাওনা ওঁশ্রীহরিহর

রূপধারী।

নিষ্কাম সাধনা।

ভালবাসিবে মোরে তাইত ভালবাসিনা,
আমার হৃদয়ে শুধু তোমাময় ভাবনা।
তোমারেই ভালবেসে ঘুচে যায় যাতনা,
তোমারেই ভালবেসে মিটে যায় কামনা।
প্রেমের অমিয়া নীরে শান্তির লহরী তালে,
সুধা নির্ঝরিণীর ঝর্ ঝরে ঝরণা।
নাম-অমৃত পানে—মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তিবলে,
তোমারি মূর্ত্তিরূপী সৎ চিদানন্দ ধারণা।
নন্দন সুষমা তায়—পুষ্প সুরভি বায়,
কামের পঙ্কিলরাশি—পরশ যে করেনা।
সত্যের পবিত্রধারে সাধনের শিয়রে,
দেবতা দুর্লভ "ধন" ভালবাসা স্থাপনা।
কত পুণ্য দীপ্তিতে কত জ্যোতির রাশিতে,
কতই গৌরব ঝলকে—উজলিয়া জ্বলে।
জ্বলন্ত আঁকে লেখা ত্যাগ শ্রেষ্ঠ সংযমনা,
তোমারে ভালবাসা মোর নিষ্কাম সাধনা।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ শান্তিঃ
